রামায়ণ

লঙ্কাকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

- শুক সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের সৈন্যাদি দর্শন ও বিভীষণাদি কর্ত্তৃক নিগ্রহ 7
- শুক সারণ সমীপে শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণের ভর্ৎসনা 8
- শুক সারণের কটক চর্চ্চিয়া প্রত্যাগমন 9
- শুক সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা ও কটকের পরিচয় দান. 10
- শুক সারণের প্রতি রাবণের কোপ 11
- কটক চর্চ্চিতে শার্দ্দূলের গমন 12
- শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণন 13
- রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে শ্রীরামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন 15
- মায়মুণ্ড দর্শনে সীতার বিলাপ 17
- নিকষা কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি উপদেশ 18
- বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কার দ্বার রক্ষা করণের নির্ণয় 20
- দেবগণের অন্তরীক্ষে আগমন ও হর-পার্ব্বতীর কোন্দল 21
- অঙ্গদ রায়বার 22
- রাবণের প্রতি অঙ্গদের উপদেশ 32
- রাবণের মুকুট লইয়া অঙ্গদের শ্রীরাম চন্দ্রের নিকট গমন 33
- শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন 34
- ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন 36
- শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন দর্শনে সীতাদেবীর বিলাপ 42
- শ্রীরাম লক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ 44
- ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন 47
- অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন. 49
- বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন 50

www.bengaliebook.com

লঙ্কাকাণ্ড

- প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন 56
- রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন. 58
- রাবণ সৈন্যের পরিচয় 59
- রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ 60
- রাম রাবণের প্রথম যুদ্ধ 64
- কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথোপকথন 65
- কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা 71
- কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ 73
- সুগ্রীব কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের নাসা-কর্ণচ্ছেদন 74
- শ্রীরামের সহিত কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু. 76
- কুম্ভকর্ণের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের রোদন 78
- নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, অতিকায় ও মহাপাশের যুদ্ধ ও মৃত্যু 81
- অতিকায়ের যুদ্ধারম্ভ 84
- অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু 87
- অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের রোদন 90
- রাবণের নিকট ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যাইবার অনুমতি গ্রহণ. 92
- ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমনোদ্যোগ. 92
- ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন 96
- ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে বিভীষণ ও হনুমান ব্যতীত সসৈন্যে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের পতন . . 97
- শ্রীরাম লক্ষ্মণাদির রক্ষা নিমিত্ত বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববানের মন্ত্রণা 100
- ঔষধ আনিতে হনুমানের যাত্রা. 101
- হনুমান কর্ত্তৃক পর্ব্বতের স্তব 102
- হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন এবং শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের প্রাণদান 103
- লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীরামের মন্ত্রণা ও দ্বিতীয়বার লঙ্কাদগ্ধ করিতে অনুমতি দান. . 104

লঙ্কাকাণ্ড

- কুম্ভ ও নিকুম্ভাদির যুদ্ধ ও পতন 106
- কুম্ভ-নিকুম্ভ বধ 115
- মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন 117
- তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন 121
- বীরবাহু, ধুম্রাক্ষ এবং ভস্মাক্ষের যুদ্ধে গমন ও পতন 130
- ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন 142
- মায়াসীতা বধ 145
- বিভীষণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের মরণোপায় কথন 149
- ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ ভঙ্গ 149
- লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ 151
- ইন্দ্রজিতের মরণে দেবগণের আনন্দ 154
- ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন 155
- ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে শ্রীরাচন্দ্রের আনন্দ 156
- ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে লক্ষ্মণের অঙ্গক্ষত হওয়াতে সুষেণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রদান 157
- ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের বিলাপ 157
- মন্দোদরীর বিলাপ 158
- রাবণের সীতাবধে উদ্যম এবং মন্দোদরী কর্ত্তৃক নিবারণ 160
- রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন 161
- রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ 162
- লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন 163
- লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ 165
- হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনয়নার্থ গমন 165
- হনুমান কর্ত্তৃক গন্ধকালী অপ্সরা উদ্ধার ও কালনেমী বধ 167
- রাবণের আদেশে সূর্য্যের উদয়াচলে গমন ও হনুমান কর্ত্তৃক সূর্য্যকে কক্ষে ধারণ 170

www.bengaliebook.com

লঙ্কাকাণ্ড

- হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া লঙ্কা-যাত্রা 172
- সুষেণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের জীবন রক্ষা 176
- সূর্য্যদেবের মুক্তিলাভ 178
- মহীরাবণের লঙ্কায় আগমন ও রাবণের সহিত মন্ত্রণা. 180
- রাবণ ও মহীরাবণের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া বিভীষনের রাম লক্ষ্মণের রক্ষা বিধান 182
- মহীরাবণের মায়াযুদ্ধ দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণকে হরণ 185
- শ্রীরাম লক্ষ্মণের অন্বেষণে হনুমানের পাতালপুরে গমন 187
- মহামায়া কর্ত্তৃক হনুমানকে রাম লক্ষ্মণের উদ্ধারের উপদেশ দান 190
- অহীরাবণ বধ. 192
- রাবণের তৃতীয়বার যুদ্ধে আগমন 194
- ইন্দ্র কর্ত্তৃক রথ প্রেরণ 196
- শ্রীরামের সহিত রাবনের যুদ্ধারম্ভ 197
- রাবণের অম্বিকা-স্মরণ. 200
- অম্বিকার স্তব 201
- রাবণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অম্বিকার অভয় দান. 201
- রাবণ বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর অকালবোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ. 202
- শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব 204
- নবমী পূজা 205
- নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা 205
- শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর স্তব ও হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন. 206
- দেবী কর্ত্তৃক একটী পদ্ম হরণ 207
- শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার কালিকার স্তব 208
- দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্তুতিবাক্য. 210
- দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন 211

www.bengaliebook.com

লঙ্কাকাণ্ড

- শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীকে নিজ চক্ষু দিবার সঙ্কল্প ও দেবী কর্ত্তৃক নিবারণ.......... 211
- রাবণ বধের জন্য শ্রীরামের প্রতি দেবীর আদেশ ও দশমী পূজা সমাপন........... 212
- রাবণের মঙ্গলার্থ বৃহস্পতির চণ্ডী পাঠ ও হনুমান কর্ত্তৃক চণ্ডী অশুদ্ধ করণ.......... 213
- হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ.................................. 214
- রাবণ বধ 217
- রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি শিক্ষা................................ 218
- বিভীষণের রোদন 222
- মন্দোদরীর রোদন.. 223
- শ্রীরামের নিকট মন্দোদরীর চিরায়ত্ব বর লাভ 224
- মন্দোদরীর পরিচয় দান ও চিরায়ত্বের ব্যবস্থা 224
- রাবণের সৎকার ও মুক্তি.. 226
- বিভীষণের অভিষেক.. 226
- সীতাকে রাবণের নিধন বার্ত্তা জ্ঞাপন ও সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ........ 227
- সীতার অগ্নি-পরীক্ষা.. 231
- শ্রীরামচন্দ্রের সীতা গ্রহণ.. 233
- দশরতের শ্রীরাম-সম্ভাষণ ও ভরতের প্রতি বরদান 234
- ইন্দ্র কর্ত্তৃক বানরগণের জীবন দান 235
- শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশ যাত্রা 239
- লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেতু ভঙ্গ.. 240
- শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন 241
- শ্রীরামের স্বদেশ গমন ও স্বজন সম্ভাষণ 244
- শ্রীরামের কৈকেয়ী সম্ভাষণ 250
- শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক.. 251
- শ্রীরামের কল্যাণার্থ দেবকণ্যাদির আগমন 255

www.bengaliebook.com

লঙ্কাকাণ্ড

- রাম-সীতা কর্ত্তৃক বানরগণকে পুরস্কার প্রদান. 255
- হনুমানের বক্ষঃ বিদারণ ও অস্থিমধ্যে রাম নাম প্রদর্শন 256
- হনুমানের অন্নভোজন ও বিভীষণাদির স্বদেশ গমন 257

শুক সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের সৈন্যাদি দর্শন ও বিভীষণাদি কর্ত্তৃক নিগ্রহ

বান্ধা গেল সাগর, কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার। ।
ফাঁফর হইল রাজা গণি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে তণে।।
শুন শুক সারণ তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চা গিয়া রামের কটক সপ্রমাণ।।
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ বীর।।
ভালমতে জান বিভীষণের যে মতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা সেনাপতি। ।
বল বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা। ।
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির।।
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজ-প্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে।।
কপিরূপে সান্ধাইল বানর ভিতর।
লেখা জোখা নাহি যত দেখিল বানর।।
কত পার হৈল কত হৈতে আছে পার।
লিখিবার শক্তি কার দেখিতে অপার। ।
কটক চর্চ্চিয়া ভ্রমে চর দুই জন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ।।
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে।
বিভীষণ দুই চরে চিনে সেই ক্ষণে। ।
ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা।
বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা। ।
আপনার প্রত্যয়িত্ব জানাবার তরে।
রথ হৈতে নামিয়া সে দুই চরে ধরে। ।
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া।
দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া।।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে।
মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিতে। ।
এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হৈল খান খান। ।
আর গাছ আনে তার দেশ ক্রোশ গোড়া।
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া।।
পড়িল সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর।
গদা হাতে দুই জন যুঝে ঘোরতর।।
বাণের উপরে করে বাণ বরিষণ।
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন।।
গদার বাড়িতে সবে করে চূরমার।
সুগ্রীব বলেন গর্ব্ব করিস্ গদার।।
মার দেখি গদা, বুক পতে দিনু তোরে।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেই যমঘরে।।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিনু বুক।
মার দেখি গদা সবে দেখুক কৌতুক।।
পাতিয়া দিলেন বুক সুগ্রীব ভূপতি।
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্ম্মতি।।
বজ্র সম বুক তার বজ্রেতে নির্ম্মাণ।
তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান। ।
গদা মারি দুই জন হইল ফাঁফর।
দুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর।।
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
ডান দিকে মিত্র তাঁর সুগ্রীব বানর।।
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ।
যোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ।।

হেনকালে দুই চর ধাইয়া আগুসরে।
প্রণাম করিল দোঁহে রাজ-ব্যবহারে।।
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ।
কহিতে লাগিল কিছু গদগদ ভাষ।।
কটক চর্চ্চিত মোরে পাঠায় রাবণে।
কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে।।
লুকাইয়া আসিয়া হইলাম বিদিত।
বুঝিয়া করহ প্রভু যে হয় উচিত।।
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস।
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস।।
বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে।
বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে।।
ক্ষান্ত হও, চর হত্যা নহে রাজধর্ম্ম।
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কর্ম্ম।।
গোপনে আইলে চর ভ্রম সব স্থানে।
দুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে।।
হরিয়া আনিল সীতা মম অগোচরে।
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে।।
শূন্য-ঘরে সীতা হরে আনিল আমার।
ভয়ে পলাইয়া এল সাগরের পার।।
সেই ত সাগর আমি হইলাম পার।
জিজ্ঞাস রাবণ রাজা কি বলিবে আর।।
শুনিয়াছ খর দূষণের যে প্রকার।
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার।।
যে সে প্রকারে আজি পোহাউক রাতি।
এক জনা না রাখিব বংশে দিতে বাতি।।

শুক সারণ সমীপে শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণের র্ভৎসনা

ত্রিভুবন সে জিনিয়া, সুন্দরী সব আনিয়া,
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে।
তা সবার প্রাণনাথ, ডরে নাহি বহে বাট,
অনাথা হইয়া তারা ভজে।।
সীতার সে শাপানলে, আমার এ কোপানলে,
রাবণের নাহিক নিস্তার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, এ কনক লঙ্কাখান,
পুড়িয়া হইল ছারখার।।
রাজা হয়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে,
কহ দিয়া তোর লঙ্কেশ্বরে।
দেখুক সে দশস্কন্ধ, সাগরেতে সেতুবন্ধ,
লঙ্কপুরী ঘেরিল বানরে।।
কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড,
মার্ত্তণ্ড ধরিতে পারে বলে।

www.bengaliebook.com

সাগর না সহে টান, রণে নাহি পরিত্রাণ,
হনুমান বধিবে সকলে।।
এলে সৈন্য চর্চ্চিবারে, যাবে কেন অগোচরে,
বলো তারে কথা দুই চারি।
কাটি তার দশমুণ্ড, বিভীষণে ছত্রদণ্ড,
আর দিব রাণী মন্দোদরী।।
কৃত্তিবাস কবিবর, সর্ব্বশাস্ত্র সুগোচর,
বিরচিল সরস্বতী-বরে।
সর্ব্ব পাপ বিনাশন, সার গ্রন্থ রামায়ণ,
মুক্তি পায় শ্রবণ যে করে।।

শুক সারণের কটক চর্চ্চিয়া প্রত্যাগমন

দিয়া রাজপ্রসাদ পাঠান রাম চর।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর।।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস।।
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক ভিতরে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে।।
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজ গুণে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে।
দেখিলাম চারি জনে আনন্দে বিরাজে।।
রামের যেমনু ধনু শর তুল্য তারি।
আছুক অন্যের কাজ একা রামে নারি।।
ভুবন সহায়ে আসে অষ্টলোকপাল।
তবু জিনিবারে নারে বিক্রমে বিশাল।।
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে।
বান্ধিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে।।
উত্তর কূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।
পার হৈল রাম-সৈন্য যুঝিবার মনে।।
কালো কালো কপিগণ পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া ডরাই যেন মহা-অন্ধকার।।
কেহ বা পিঙ্গল বর্ণ কেহ বা শ্যামল।
রক্তবর্ণ কেহ, কেহ বরণ উজ্জ্বল।।
উভে পরিমাণ দেখি পর্ব্বত সমান।
রণে প্রবেশিতে চাহে কিন্তু কাঁপে প্রাণ।।
এক চাপ করি সেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর নাহি পাই যত চাহি একদৃষ্টে।।
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা।।
নির্ণয় করিতে পারি আকাশের পানি।
তথাপি বানর-সৈন্য নিশ্চয় না জানি।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি।।

www.bengaliebook.com

শুক সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা ও কটকের পরিচয় দান

হইল শুকের বাক্য যদি অবসান।
সারণ বলিছে দশানন বিদ্যমান।।
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ, হয় কি না হয়।।
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চর সহ উঠিল রাবণ দুরাশয়।।
চতুর্দ্দিকে জল স্থল ব্যাপিত বানর।
দেখিয়া রাবণ রাজা সভয় অন্তর।।
সহস্র বৎসর করি যুদ্ধ নিরন্তর।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর।।
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন।
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ। ।
বানর সহস্র কোটি যাহার সংহতি।
ঐ দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি।।
নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে।
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে।।
বানর সত্তর কোটি যার পাছু লাগে।
সুগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে। ।
বিশ কোটি কপি সহ ওই যে গবাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ।।
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে।।
হিঙ্গুলি পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন অঙ্গ।
পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে শরভঙ্গ। ।
মল পর্ব্বতের বানর বর্ণে গেরি।
সহিত সত্তর কোটি দেখহ কেশরী।।
শরভের বানর সহস্র কোটি সহ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ।।
সম্পাতি বানর ওই হেলায় যদি নড়ে।
শরীর যোজন দশ তার আড়ে যোড়ে।।
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি।
সহস্র কোটিতে ওই কুমুদ সেনাপতি। ।
শত শত উত্তরের বীর-মহাবলী।
যাদের চলনেতে গগনে উড়ে ধূলি।।
দেখ ধূম্র ধূম্রাক্ষ রাজার দুই শালা।
বানর-কটক মধ্যে যেন মেঘমালা।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন।
আশী কোটি বীর দুই ভায়ের ভিড়ন।।
ভল্লুক কটকে দেখ মন্ত্রী জাম্ববান।
আশী কোটি বানরেতে দেখ হনুমান।।
দেখ গায় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন।
পঞ্চাশৎ কোটি দুই ভায়ের ভিড়ন।।
বৈদ্যরাজ সুষেণ ঐ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ বীর যাহার প্রচুর।।
দেখহ সুগ্রীব রাজা বানরাধিপতি।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি।।
বালির বিক্রম তুমি জান ভাল মত।
তারি ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে উপগত। ।
নল বীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
যে বান্ধিল পারাবার শতেক যোজন।।
গাছ পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু।।
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার।
কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার।।

রামের বানর সংখ্যা কি কব কাহিনী।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি।।
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়।
শত কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয়।।
শত কোটি অর্ব্বুদেতে মহার্ব্বুদ লেখা।
শত কোটি মহার্ব্বুদে এক খর্ব্ব শিক্ষা।।
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়।
শত কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্ক যে নিশ্চয়।।
শত কোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ জানি।
শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গণি।।
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্মদল।
শত কোটি মহাপদ্মদলেতে সাগর।।
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী।।
শত কোটি অক্ষৌহিনীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর।।

হেথা বিভীষণ বলে শ্রীরাম গোচর।
হের রাজা দশাননে প্রাচীর উপর।।
ঝাট বাণ মারি তুমি কাটহ সত্বর।
ঘুচুক মনের দুঃখ যুড়াক অন্তর।।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান।
তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন।।
শুক সারণ বলে ছাড় জীবনের আশ।
কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস।।
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে।
সীতা দেহ শ্রীরামে রাবণ এইক্ষণে।।
সীতা দিয়া রামেরে না কর যদি প্রীত।
শ্রীরামের হাতের রাজা মরিবে নিশ্চিত।।
গরুড় পাইলে সর্প গিলে যতক্ষণে।
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে।।
শুক আর সারণ কহিল এইরূপ।
কোপে দুই চরে ভৎসে দশানন ভূপ।।

শুক সারণের প্রতি রাবণের কোপ

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর, মৃত্যুর নাহিক ডর,
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে।
কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
সদা খাটে আমার দুয়ারে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, দেবতা গন্ধর্ব্বগণে,
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় বানর নরে,
কি বলিব হীনবুদ্ধি চর।।
কপি দেখি লক্ষ লক্ষ রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য,
তারে ভয় কর কি কারণে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, বলে সমতুল্য নহে,

ইঙ্গিতে বধিব এক বাণে।।
কুপিলে কুমার ভাগে, কে আসি যুঝিবে আগে,
ভয় কর মানুষ বানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত, দশানন ক্রোধান্বিত,
বারে বারে ভৎসে দুই চরে।।

কটক চর্চ্চিতে শার্দ্দূলের গমন

পরসৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে।
পরের বড়াই করিস্ আমার গোচরে।।
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইসে বৈরী তার গুণ বন্দে।।
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপে এড়াইলি সেই সে কারণে।।
দূর হ রে বেটা চর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাইস্ প্রাণ।।
এত যদি দশানন বলিলেক রোষে।
প্রাণ লইয়া পলায় সারণ শুক ত্রাসে।।
যোড় হাত করি বলে বীর মহোদর।
যে না জানে কিছুই পাঠাও হেন চর।।
কহিতে না জানে কথা সভা বিদ্যমানে।
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে।।
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দূল রাক্ষসে।
পঞ্চজন সঙ্গে সে আইসে তার পাশে।।
পঞ্চজন মধ্যে তার শার্দ্দূল প্রধান।
দশানন দিল তার হাতে গুয়া পান।।
কোন্ খানে রাম সৈন্য পোহায় রজনী।
কোন্ বাটে কপিগণ করিল উঠানি।।
চরের প্রসাদে রাজা সর্ব্ব বার্ত্তা জানে।
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে।।
লক্ষ্মণ সুগ্রীব রামে জান ভালমতে।
পরচক্র জানিয়া যে আইস ত্বরিতে।।
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
গতমাত্র ঠেকিলেক বিভীষণ-হাতে।।
বিভীষণ বলে কোথা গেলি রে বানর।
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর।।
সেই বাক্যে বানর চরের চুল ধরে।
চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কীল মারে।।
ঘরের সেবক বলি না করিল খুন।
বানর হাতাইয়া দিল কষ্ট পুনঃ পুনঃ।।
আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে।
পঞ্চ চর লয়ে গেল রামের গোচরে।।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস।।
চর্চ্চিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে।
বিভীষণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে।।
শ্রীরাম বলেন, আমি চর নাহি মারি।
রাবণে বলিও মোর কথা দুই চারি।।
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন্ প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে।।
আপনি দেখিবে এই কটক দুর্ব্বার।
কি মতে রাবণ তুমি পাইবে নিস্তার।।

www.bengaliebook.com

মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড।।
আমার বিক্রম ঘুষিবেক ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে।।
প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল।
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল।।
দাণ্ডাইতে নারে চর পড়ে আশ পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস।।
তোমার আজ্ঞায় গেনু সৈন্য চর্চ্চিবারে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে।।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেনু রামের গোচরে।
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে।।
কহিল সারণ শুক সৈন্য যতোধিক।
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক।।
কি কব রামের রূপ, অতি সে সুঠাম।
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম।।
প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সুদৃশ্য শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।।
সুদীর্ঘ নাসিকা তাঁর শ্রীখণ্ড কপাল।
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল।।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম তনু অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর।।
আকার প্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান।
ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুণের সদন।
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয় জ্বলন।।
না মারেন রাম তারে যায় নম্র বানী।
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি।।
আছুক অন্যের কাজ দেবে যারে নারে।
রাক্ষস হাজার দশ একা রাম মারে।।
পাত্র মিত্র বুঝায় না লয় তব চিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে।।
পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায়।
সীতা লাগি রাবণ মজিল হায় হায়।।

শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণন

শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।।
রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে।।
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া সেই যায় দেবলোকে।।
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা।।
পাপীজন মুক্ত হয় বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে।।
রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা।।
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিলা লীলা।
বনের বানর বন্দী জলে ভেসে শিলা।।
রামজন্ম পূর্ব্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর।।
রামনাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ-তরী।।
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।

www.bengaliebook.com

পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ।।
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা।।
রামনাম লইতে ভাই না করিও হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা।।
শ্রীরাম স্মরণে যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।
রামনাম বল ভাই এই বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর।।
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে।।
এমন রামের গুণ কি দিব তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোণা।।
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়া গেলে দূরে।।
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে।।
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি কর পার তবে জানি রাম।।
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তুমি কি তরাবে তারে তরে নিজ গুণে।।
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে।।
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে।।
কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তব কাজ।
কারো মুণ্ডে ছত্রদণ্ড, কারো মুণ্ডে বাজ।।
এক শত পুত্র কারো অক্ষয় করে দাও।
এক পুত্র দিয়া প্রভু তাও হরে লও।।
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়।।
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার।।
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে।।
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে।।
অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে।।
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরিবারে দুটি পদ করেছি তরণী।।
যদি মোরে ছাড় প্রভু আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।।
রাম-নদী বহিয়া যায় দেখহ নয়নে।
উহায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে।।
হেদে রে পামর লোক পার হবে যদি।
মন ভরি পান কর বয়ে যায় নদী।।
মৃত্যুকালে যেই জন রাম বলি ডাকে।
সেই স্বর্গে যায় যম দাণ্ডাইয়া দেখে।।
এমন রামের গুণ বর্ণিতে কি পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি।।
ধনু মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস।
স্বামী দেবরের তরে হউক নিরাশ।।
এত যদি বিদ্যুৎজিহ্ব রাজ-আজ্ঞা পায়।
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায়।।
বসিল সে বিদ্যুৎজিহ্ব করিয়া ধেয়ান।
গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান।।
বসিল যে বিদ্যুৎজিহ্ব ধ্যান নাহি টুটে।

ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ সেই ধনুকের গুণে।
কুণ্ডল নির্ম্মিত রত্ন শোভয়ে শ্রবণে।।
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি।
বিম্বফল অবিকল ওষ্ঠধর দ্যুতি।।
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বাঁধিলেক চূড়া।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া।।
শ্রীরামের মুণ্ড সে করিলেক নির্ম্মাণ।
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান।।
রামের সমান ধনু করিয়া নির্ম্মাণ।
রাবণের আগে নিয়া করিল যোগান।।
শ্রীরামের মুখ দেখি দশানন হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে।।
বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে।
প্রবেশিল আপনি অশোক বনান্তরে।।
মিথ্যা সত্য করি পাড়ে কথার পাতন।
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন।।
মোর বাক্য নাহি শুন, বাড়াও জঞ্জাল।
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল।।
হেন মনে করি, তোরে কাটি এই দণ্ডে।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে।।
মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ।
আজিকার রণ কথা মন দিয়া শুন।।
বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ।
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন।।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে শ্রীরামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন

শার্দ্দূল বলিছে রাজা কর অবধান।
রামের বিক্রম কথা শুন বিদ্যমান।।
খর আর দূষণ ত্রিশিয়া তিন জন।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের মিলন।।
একে একে সংহারিলা এক রঘুনাথ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ।।
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা-অধিকারী।।
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তাদের যথোচিত।।
আপনি সুবুদ্ধি রাজা, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা-অধিকারী।।
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তাদের যথোচিত।।
আপনি সুবুদ্ধি রাজা, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত।।
শার্দ্দূলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে।।
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন।
পঞ্চ শব্দ বাদ্য দিল রাজার বাজন।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল হার ও কেয়ূর।
নানা রত্ন মণি দিল চরণে নূপুর।।
চরের বচন যেই হইল অবসান।
অন্তরে হইল চিন্তা উড়িল পরাণ।।
দশানন পাত্র মিত্রে দিলেক মেলানি।
বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে ডাকিল তখনি।।
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্ব মায়ার সাগর।
তুমি ত অলজ্ঘ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর।।

www.bengaliebook.com

মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে।
অদ্যাপি না হয় সুখ হইবে কি শেষে।।
এতদিনে সীতা না হইল অনুগতা।
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা।।
পাত্রকার্য্য করি মোর কুলাও আরতি।
রামের ধনুক মুণ্ড করহ সম্প্রতি।।
নিদ্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মূর্চ্ছিতের প্রায়।।
এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চরমুখে।
রাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে।।
বানর উপরে আমি করি হানাহানি।
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইখানি।।
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুইখান।।
পড়িল তোমার রাম, লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর।।
বানরের মধ্যে এক সুগ্রীব প্রধান।
প্রহারে জর্জ্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি এক জোড়া।
কাটিলাম দুই পা তাহারা দোঁহে খোঁড়া।।
বানরের মধ্যে যার করিস্ বাখান।
হাত পা কাটিলাম পড়িল হনুমান।।
এইমত করিলাম বানরের দণ্ড।
এই দেখ জানকী রামের কাটামুণ্ড।।
কোথা গেলি বিদ্যুৎজিহ্ব নাম নিশাচর।
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর।।
দেখিয়া রামের মুখ জানকী দুঃখিতা।
বিলাপ করেন বহু ধরণী পতিতা।।
আমার পোহাল প্রভু আজিকার রাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি।।
আপদে পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে।
লক্ষ্মণ বানর-সৈন্য লয়ে দেশে নড়ে।।
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারালে জীবন।
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ।।
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি।।
শুনিয়া কৌশল্যা দেবী তোমার মরণ।
ত্যজিবেন প্রভু তব শোকেতে জীবন।।
জনকের গৃহে ছিলাম অভাগিনী সীতা।
জনমদুঃখিনী আমি নাহি মাতা পিতা।।
তোমার চরণ সেবি আইলাম বনে।
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে হে এক্ষণে।।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
একবার দেখা দেহ কমললোচন।।
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক আনে।
কেন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে।।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা।
আমাকে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা।।
অকারণে আছ রে রাবণ মোর আশে।
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভু-পাশে।।
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুই খান।
সেই খড়্গে কাট মোরে যাউক পরাণ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেক গান।।

www.bengaliebook.com

মায়মুণ্ড দর্শনে সীতার বিলাপ

এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা,
তাড়কা মারিলে এক বাণে।
সুবাহু রাক্ষস মারি, মুনি যজ্ঞ রক্ষা করি,
গেলা প্রভু জনক-ভবনে।।
শিবের ধনুক ভাঙ্গে, লোকে চমৎকার লাগে,
করেছিলে এ পাণি-গ্রহণ।
ভৃগুরামে জিনি পরে, গেলা প্রভু অযোধ্যারে,
জয় জয় সকল ভুবন।।
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি,
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়া।
দৈব ঘটনা কারণে, এলে প্রভু তপোবনে,
কোথা গেলে আমারে ত্যজিয়া।।
পরে নিল রাজ্যখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড,
ভাগ্যে আমার দৈবের লিখন।
দারুণ কৈকেয়ী তাতে, বাদ সাধে বিধিমতে,
আমি হারালাম রাম- ধন।।
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস,
পঞ্চবটী এলেম তিন জন।
সূর্পণখার নাক কান, কেটে কৈলে অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ তেকারণ।।
করিলে বিষম রণ, মারিলে খর দূষণ,
চৌদ্দ হাজার নিশাচর জিনি।
মারীচ রাক্ষসে মারি, পাঠাইলা যমপুরী,
হেন প্রভু লোটায় ধরণী।।
বালি-বানরেরে মারি, সুগ্রীবের মিত্র করি,
সাগর শুষিলে এক বাণে।
করিলে বিষম রণ, বধি কত শত জন,

কার বাণে হারাইলে প্রাণে।।
স্মরিতে সে সব কথা, অন্তরে লাগয়ে ব্যথা,
সহনে না যায় এই দুঃখ।
ধন জন রাজ্যপদ, কিছু নহে চিরপদ,
আর না দেখিব চাঁদমুখ।।
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহরি,
আমার জীবনে নাহি কাম।
কৃত্তিবাসের এই বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী,
পাইবে আপন প্রভু রাম।।

নিকষা কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি উপদেশ

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন।।
করিতে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মুণ্ড লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী।।
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্র মিত্রগণে।।
কান্দেন অশোকবনে শ্রীরাম-প্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষসী।।
সীতা বলিলেন, এস সরমা ভগিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী।।
বিষপানে মরি কিম্বা অনলে প্রবেশি।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি।।
যাহ দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা।।
জানাইয়া স্বরূপে আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা।।
সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দ্দিক দেখি।।
রাবণ বলিছে মন্ত্রিগণ কহ সার।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার।।
মন্ত্রী বলে, সীতা দিলে হবে অপমান।
স্বয়ং করিয়া যুদ্ধ রামের লহ প্রাণ।।
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী।
রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি।।
আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে।।
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে সীতা ত মানুষী।
কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী।।
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ।
এখন যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যার বাণে।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে।।

সে রাম কৃতান্তদণ্ড তুল্য দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী।।
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর।।
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি।
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি।।
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে।।
মায়ের গৌরব রাখি তেকারণে সই।
অন্য জন হইলে তাহার প্রাণ লই।।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নড়ী ভর করি বুড়ী উঠি দিল রড়।।
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান।
রাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান।।
এতদিন নাতি তব বিক্রম বাখানি।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি।।
যত যত রাজা হৈল চন্দ্রসূর্য্য কুলে।
কোন্ রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে।।
সাগর হইল পার হইয়া মানব।
হেন রামে ঘাঁটাইলে একি অসম্ভব।।
এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম।
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জ্জনের যম।।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান রহিল হইয়া ভীত মন।।
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে।
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে।।
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন।
এক লক্ষ রাক্ষস সে দ্বারেতে ভিড়ন।।
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিতে যে প্রধান।
রাক্ষস অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বত প্রমাণ।।
পূর্ব্ব দ্বারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি।
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি।।
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ।
তিন দ্বারে যত তার ত্রিগুণ ভিড়ন।।
তাহার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
রহিল উত্তর দ্বারে রাবণ সংহতি।।
অক্ষৌহিণী সত্তরি সহিত সে রাবণ।
সর্তক সশঙ্ক সদা সবে পুরজন।।
সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্বর।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর।।
রাবণ কহিল মিথ্যা, না করে সংগ্রাম।
সর্ব্বদা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম।।
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে।
কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে।।
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কাণে।
সেইমত তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে।।
কার যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনা যুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার।।
বহু কষ্ট গেল সীতা অল্পমাত্র আছে।
দেখিবে রামের মুখ, সুখ হবে পিছে।।
ক্রন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান।
দিন দুই চারি বাদে যাইও প্রভু-স্থান।।
সরমার বাক্যে সীতা সম্বরি ক্রন্দন।
চিন্তেন শ্রীরাম-পদপদ্ম অনুক্ষণ।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃত্তিবাস।।

বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কার দ্বার রক্ষা করণের নির্ণয়

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে।।
গড়ের বাহির গিরি তিরিশ যোজন।
তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা দরশন।।
পর্ব্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ।
সঙ্গেতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ।।
পর্ব্বত উপরে রাম করেন দেয়ান।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।।
স্বর্ণ রৌপ্য ঘর সব দেখিতে রূপস।
চালের উপরে শোভে কনক- কলস।।
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিক।
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভিত অধিক।।
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবীমণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান।।
এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ।
তবে শোভে যদি রাজা হয় বিভীষণ।।
রঘুবংশে যদি আমি রামনাম ধরি।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী।।
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে।।
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে।
গিরি হৈতে উলেন সকলে রাত্রিশেষে।।
পর্ব্বত উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি।
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি।।
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি।।
পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিল বানর-সেনাপতি।।
নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে।
একেরে ডাকিতে সবে, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে।।
সুগ্রীব বলেন, নীল তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি।।
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান।
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ব্ব দ্বারখান।।
নীল বীর পূর্ব্ব দ্বারে যায় হরষিত।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত। ।
সুগ্রীব বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব্ব বানর সমাজ।।
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাবৎসার।
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার।।
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছের বাছ।
এক হাতে পর্ব্বত, দ্বিতীয় হাতে গাছ।।
ধূলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার।
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার।।
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হরষিত।
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত।।
সুগ্রীব বলেন, শুন বীর হনুমান।
সবা হৈতে রাখি আমি তোমার সম্মান।।
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর।
সাহস করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সাগর। ।
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান।।
যেখানে থাকেন রাম লক্ষ্মণ দুভাই।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে তথাই।।

www.bengaliebook.com

ধায় হনুমানের কটক মহাবল।
কিলকিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃস্থল।।
ধূলা উড়াইয়া যায় করি অন্ধকার।
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার।।
পূর্ব্বে নীল বীরে দিয়া না হয় প্রত্যয়।
ডাকিয়া কুমুদ বীরে আনিল তথায়।।
সুগ্রীব বলেন, হে কুমুদ সেনাপতি।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি।।
সে সব বানর লয়ে পূর্ব্বদ্বারে চল।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল।।
তোমা সত্বে যদ্যপি নীলের সৈন্য ভাগে।
তার ভাল মন্দ যে তোমার দায় লাগে।।
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন।।
দক্ষিণে অঙ্গদে দিয়া প্রতীতি না যায়।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায়।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণ-নন্দন।
আশী কোটি কপি দুই ভায়ের ভিড়ন।।
সে সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল।
অঙ্গদ কটকে গিয়া হও অনুবল।।
তোমা বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে।
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে।।
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
অঙ্গদ পশ্চাতে গেল মহেন্দ্রের থানা।।
পশ্চিমে হনুকে দিয়া না হয় প্রতীত।
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত।।
সুগ্রীব বলেন, শুন সুষেণ সুহৃৎ।
তিন কোটি বৃন্দ কপি তোমার সহিত।।
সে সবে লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার।
বায়ু-তনয়ের কার সাহায্য এবার।।
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে।
অপযশ তোমারি সে লোকে ধর্ম্মে রটে।।
সুগ্রীবের আদেশে সুষেণ মহাবীর।
হনুর পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির।।
উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর সহিত।।
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর।।
বহু কোটি সেনাপতি পাত্র মিত্র লয়ে।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে।।
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনুমান।
মন্ত্রণা-কর্ম্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্ববান।।
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন।।
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীনবল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল।।
চারি দ্বারে সুগ্রীব দিতেছেন আশ্বাস।
চারি দ্বার রক্ষা যে রচিল কৃত্তিবাস।।

দেবগণের অন্তরীক্ষে আগমন ও হর-পার্ব্বতীর কোন্দল

সাজিছে যতেক বীর বাজিছে বাজনা।
অন্তরীক্ষে অমরগণের হয় থানা।।
আইল গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর চারণ।
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ।।
ঐরাবত-আরোহণে আইল পুরন্দর।
মকর-বাহনে এল জলের ঈশ্বর।।

www.bengaliebook.com

বৃষভ-বাহনে আইলেন পশুপতি।
কেশরী-বাহনেতে আইলেন পার্ব্বতী। ।
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।।
দৃষ্টি দিয়া পার্ব্বতী বসেন এক দিকে।
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে।।
তুমিত ভাঙ্গড় সদা বেড়াও শ্মশানে।
কোন্ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে।।
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে আছহ স্থির বুঝিতে না পারি।।
আপনার মাথা কাট আপনার করে।
দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে।।
আর কোন্ সেবক লইবে তব ছায়া।
রাবণ সেবকে তব নাহি কিছু দয়া।।
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী।
পার্ব্বতীর বচনে কুপিলা পশুপতি। ।
বামাজাতি তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা।।
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর।।
এখন মরণপথ চিন্তিল রাবণ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন।।
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ-ঘরে।
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলজ্ঝ্য সাগরে।।
দ্বারে রাম রাবণের জীবন সংশয়।
বল দেখি, রাবণের কিসে রক্ষা হয়। ।
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
শ্রীরামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ।।
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী।
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি।।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে।।
শঙ্কর শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল।
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল।।
ধূর্জ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ।
আজি কালি রাবণের হইবে মরণ।।
রাবণ মরিবে সর্ব্ব দেবতার হাস।
দেব-দেবীর কোন্দল রচিল কৃত্তিবাস।।

অঙ্গদ রায়বার

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ।।
শ্রীরাম বলেন, তত্ত্ব জান বিভীষণ।
কি কারণে নাহি রণ করে দশানন।।
বিভীষণ বলে, প্রভু কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি।।
তেঁই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা।।
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার।।
এস বাছা হনুমান পবন-নন্দন।
লঙ্কাতে জানিয়া এস কি করে রাবণ। ।
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্ববান।
একবার গিয়াছিল বীর হনুমান।।
যেই যাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর।
হনুমানে দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর।।

www.bengaliebook.com

মনেতে করিবে এই আসে বারে বার।
ইহা বিনা রামসৈন্যে বীর নাহি আর।।
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত যাউক এক জনা।।
হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়।
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড়।।
রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সত্বর।
মাথা নোঙাইয়া কহে অঙ্গদ গোচর।।
বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানর-সমাজ।।
অঙ্গদ বলেন, আমি যাব কি একাকী।
কিবা থানা সহ যাব তুমি বল দেখি।।
থানা ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন।
একা গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ।।
দূতবাক্যে চলিল অঙ্গদ-যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ।।
রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে।
আজ্ঞা কর মহারাজ এসেছি নিকটে।।
শ্রীরাম বলেন, শুন হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়ে এস গালি।।
অঙ্গদ বলেন, প্রভু যুক্তি নাহি হয়।
বালিপুত্র আমি যে আমাতে কি প্রত্যয়।।
শ্রীরাম বলেন, সত্য-হেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি।।
অঙ্গদ বলেন, প্রভু এবা কোন্ কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশ মাথা।।
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে ভালে।
বিক্রম জানিবে মম সংগ্রামের কালে।।
পশিব রাক্ষস মধ্য করিব উঠানি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি।।
সুগ্রীব বলেন, বাছা প্রাণের দোসর।
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের সোসর।।
এতকাল পালিলাম যে হাতীর ভোগে।
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে।।
লঙ্কামধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে।
আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে।।
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করিবেন রাখে কোন্ জন।।
অঙ্গদ করিল যাত্রা হয়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ।।
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বর।
নিজ দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে।।
সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন।।
মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ।
ভাল মন্ত্রী লয়ে তিনি হন মহারাজ।।
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ।
কহিও এ সব কথা বালি নন্দন।।
বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভৎসিতে যায় বালির নন্দন।।
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের সোদর।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর।।
করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব কপিগণ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকাবুকা।
বায়ুভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উল্কা।।
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত গমন।
পাত্রমিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ।।

দেবান্তক নারন্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহোল্লাস দুর্জ্জয় শরীর।।
হস্তী-পৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন।
অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূম্রলোচন।।
রথ সাজাইল দিয়া মণি মুক্তা হীরা।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা।।
আইল নিষট্ ষট্ যেন যমদূত।
অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মজবুত।।
কুম্ভকর্ণ-সুত কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন।
আর বজ্রদন্ত মাথা নোঙায় তখন।।
আইল খরের পুত্র সত্বরে সভায়।
তপন স্বপন আর বীর মহাকায়।।
যার ভয়ে ত্রিভুবন হয় ত কম্পিত।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিৎ।।
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানাবর্ণ।
সবে মাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ।।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে।।
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
কপি নর আসিয়াছে আমা মারিবারে।।
শিশু রাম, শিশু কপি, না জানে আমায়।
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায়।।
বাটা ভরি গুয়া দিব আড়নে- আড়ন।
যেই জন মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।।
এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি।
বীরদাপ করি উঠে সব সেনাপতি।।
নর বানর এসেছে তারে ভয় কিসে।
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে।।
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনক পুণ্যফলে।।
আজি যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া।
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর বসিয়া।।
ইন্দ্রজিৎ আছে এক মহাধনুর্দ্ধর।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর।।
আগে গিয়া বানরের গলে দিব ফাঁস।
ঘাড়ের রক্ত খাব কামড়ে খাব মাস।।
মনুষ্য দুটার মাংস বড়েই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ।।
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল মুদগর।
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর।।
রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি।।
সীতা লয়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত মনে।
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
ত্রিভুবন সহায় করি যদি রাম আনে।
সীতা নিতে নারিবে আমরা বিদ্যমানে।।
বানরে ভয় করো না সেগুলো বনের পশু।
মুহূর্ত্তেকে মারিব ঘরপোড়া না আসু।।
সেই বেটা প্রধান তার কটকের সার।
সে থাকিতে মহারাজ রক্ষা নাহি আর।।
লঙ্কাদগ্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে।
সেই ভয় করে পুনঃ আসে কি বহুড়ে।।
সেই আসি দেখে গেল অশোক বনে সীতা।
সেই করালে রামের সনে সুগ্রীবের মিতা।।
সেই ভুলাল বিভীষণে নানা কথা কয়ে।
সেই সাগর বেঁধে দিল গাছ পাথর বয়ে।।
যত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি।
সে থাকিতে রাখিতে নারিবে রামের নারী।।

www.bengaliebook.com

রাবণ বলে, যা বলিলে মোর মনে তাই মিলে।
জন্মে যে দুঃখ না পাই ঘরপোড়া তা দিলে।।
ধরত মোর বাপ সব কোন্ কালকে আর।
রাম-লক্ষ্মণ থাকুক, আগে ঘরপোড়াকে মার।।
এই যুক্তি রাবণরাজা করিতেছিল বসে।
এমত কালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে।।
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি। ।
আকাশ দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে বীরের গগন-মণ্ডলে। ।
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা।।
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষিক।।
দুয়ারে দুয়ারী ছিল উঠে দিল রড়।
লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়।।
যেখানে রাবণরাজা বসেছে দেওয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে।।
বসেছে রাবণরাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে। ।
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার যেন দিল ঐরাবতে।।
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে, বাপ এটা এলো কেহ।।
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করে আছে। ।
অঙ্গদের দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে।।
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন।।
সবাই রাবণ কোন ভেদ নাই একজনে।
অঙ্গদ বলে কথা কব কোন্ রাবণের সনে।।
সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হয়ে পিতার মূর্ত্তি ধরিবে কোন্ লাজে।।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞ-শেষ ফোঁটা।।
অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম এই বেটা মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ।।
অঙ্গদ বলে, সত্য করে কাওরে ইন্দ্রজিতা।
এত যত বসেছে সবাই কি তোর পিতা।।
তারি জন্যে এত তেজ গুরু লঘু না মানিস।
তোর বাপের এত তেজ ইন্দ্র বেঁধে আনিস্।।
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এতেক পতি ভাব কেমনে রাখে।।
কোন্ বাপ তোর দিগ্বিজয় কৈল তিন লোকে।
কোন্ বাপ তোরে কোথা গিয়াছিল পরিচয় দে মোকে।।
কোন্ বাপ তোর বেড়ীর অন্না খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ তোর বান্ধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে।।
কোন্ বাপ তোর যম জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ।
কোন্ বাপ তোর মান্ধাতার বাণে দাঁতে কৈল তৃণ।।

কোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গিতে গিয়াছিল মিথিলা।
কোন্ বাপ তোর কৈলাসগিরি তুলিতে গিয়াছিলা।।
কোন্ বাপ তোর বধূর সনে হইল আসক্ত।
তোর কোন্ বাপের ভগ্নী হরে নিল মধুদৈত্য।।
কোন্ বাপ তোর জব্দ হৈল জামদগ্ন্যের তেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে।।
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
এ সবাতে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা।।
সূর্পনখা রাণ্ডী যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক-বনে যে মাগিয়া খাইল ভিক্ষা।।
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্ত-বস্ত্র পরে।
ডম্বরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে।।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই।
এ সবারে কাজ নাই তোর সেই বাপটি চাই।।
সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পেয়ে রাবণ ভয়ে হেঁট করিল মাথা।।
দুঃখিত হইয়া রাবণ করিল মায়া ভঙ্গ।
দুই জনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ।।
রাবণ বলে, শুন ওরে বানরা তোরে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি।।
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে।।
কি নাম কাহার বেটা কোন্ দেশে বসিস্।
ভয় কি মারিব নাই সত্য করে কহিস্।।
অঙ্গদ বলে, তোর ভয়েতে থরথরাতে কাঁপি।
এখন এমন ধর্ম্ম কথা মররে বেটা পাপী।।
তুই কোন্ ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি।
আমি কে জানিস্ নাই শোন্ পরিচয় দি।।
বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
যারে জিনিতে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াছিল একবার।।
পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন।।
সেই বালির সুত আমি সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর।।
রাম কে জানিস নাই আনিলি সীতা হরে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস্ কেমন করে।।
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িল এসে।
বের না রাবণ কেন ঘরে রৈলি বসে।।
অরুণ নয় বরুণ নয় রামের সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ না থাকিবে না করিস সাধ।।
রাবণ বলে, কি বল্লি, রাম লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি বা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে।।
এই কি ভেবেছে গুহক চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতা।।
রামের যোগ্যতা যত সব দেখতে পাই।
নৈলে কেন দেশ থেকে দূর করে দেয় ভাই।।
নারী সঙ্গে লৈয়া সে বনে কেন প্রবেশে।
ভাইকে মেরে রাজ্য লয়ে রয় না কেন দেশে।।

www.bengaliebook.com

রাম যা করে করুক এসে তোর সনে মোরকি।
সূর্পণখার নাক কাটে বৃথা আমি জী।।
এনেছি রামের সীতা বলগে তার তরে।
করুক এসে রাম তপস্বী প্রাণে যত পারে।।
সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে।
সতী যে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে।।
গরুড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে।।
খদ্যোত উদয়ে যদি চন্দ্র হয় পাত।
রাবণ জীতে সীতা নিতে নারিবে রঘুনাথ।।
বল গিয়া বানরা রে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিউক আপনার হাতে।।
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেইখানে তা থোবে।
উপড়িল যত বৃক্ষ পুনর্ব্বার রোবে।।
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে।
ঘরপোড়াকে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে।।
দ্বিতীয় প্রহর যখন রাত্রি নিশাভাগে।
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে।।
লঙ্কা গন্ধ করে গেছে রাত্রে এসে পড়ে।
তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে।।
ধনুক বাণ ফেলে রাম খত দিউক নাকে।
সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করে কৃপা করি তাকে।।
অঙ্গদ বলিছে, রাবণ আমরা তাই চাই।
কচকচিতে কাজ কি দেশে চলে যাই।।
রামকে ইহা বলি গিয়া না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়।।
যা বলিলে তা করিতে মুস্কিল কি আছে।
যেখানে পর্ব্বত ছিল থোব তার কাছে।।
বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে।
বুঝে পড়ে শাস্তি করো মনে যত আছে।।
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক কাণ কিসে যাবে যোড়া।।
অক্ষয়কুমারেরে মেরেছে রামের চরে।
তার স্ত্রী বিধবা হৈয়া আছে তোর ঘরে।।
যে তোর দরুণ পণ এমন করে কে।
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।।
এক জনকে এনে দিলে তোর মনে না লবে।
মনের মত না হইলে তাও ফিরে দিবে।।
ঘরপোড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয়।
সেইদিন তারে দূর করেছেন খুড়া মহাশয়।।
অঙ্গদের কথা শুনে রাবণরাজা হাসে।
ঘরপোড়াকে দূর করিল তার কোন্ দোষে।।
অঙ্গদ বলে, হনু যখন আসিতেছিল হেথা।
বলেছিলেন খুড়া তারে গোটাচারেক কথা।।
যাও লঙ্কায় হনুমান পবন-কুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার।।
কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে ছিঁড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে।।
অশোবনসহ সীতা আনিবে মাথায় করে।
বাম হস্তে আনিবে রাবণের জটে ধরে।।
পাঠায়েছিলেন খুড়া তারে চারি কার্য্যের তরে।
চারি কার্য্যের এক কার্য্য কিছুই না করে।।
কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতে গেলেন তায়।
আমরা সকল বানর ধরে রেখেছি তাঁর পায়।।
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিলা না মার বানর।।

www.bengaliebook.com

না মারিল সুগ্রীব শুনিয়া রামের কথা।
দূর করে দিল তারে মুড়াইয়া মাথা।।
কোন্ দেশে পলায়েছে আছে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব করি মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই।।
অঙ্গদের কথা শুনি রাক্ষসেরা চায়।
সে করি নাই চারি কর্ম্ম, এই বা করে যায়।।
অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম তোর এসব কিছু নয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়।।
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা তা কর।
রাজ-আভরণ লয়ে তুই সর্ব্বাঙ্গেতে পর।।
তুই মারিলে এ সব আর ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রকে দে।।
হস্তী হয় রথ আদি মহিষ গো- ধন।
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ।।
স্বপ্নগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে।
আঁখি কচলাইয়া উঠে রজনী প্রভাতে।।
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেই মত।
চৈতন্য থাকিতে কর আপনার পথ।।
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা।
কেবা যাবে তোর সনে হয়ে অনুমৃতা।।
আপনি কুঠার মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার করি ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়।।
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা।
শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা।।
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলে কানে।
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে।।
সর্ব্ব শাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ।
বল্লে কথা শুনিস্ নাক, এইত বড় দুঃখ।।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী।।
রে উন্মত্ত নিশাচর পাপিষ্ঠ রাবণ।
মজিবি সবংশে তার উঠেছে লক্ষণ।।
রাম বিষ্ণু সীতা লক্ষ্মী না শুনিলি কানে।
দশরথের ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে।।
মত্ত হয়ে ধরিলি বেটা জানকীর কেশে।
সেই অপরাধে তুই মজিলি সবংশে।।
বিধাতা বিমুখ তোরে শুন রে অভাগে।
আনিলি রামের সীতা মরিবারে লেগে।।
দশ হাজার দেবকন্যা ভজে রাত্রিদিনে।
রহিতে নারিস্ বেটা পরদার বিনে।।
কামরসে মত্ত হয়ে পড়ে গেলি ফাঁদে।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে।।
সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি দশরথ রাজা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি করে যাঁর পূজা।।
তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিল আপনে।
নির্ব্বংশ হলি রে দশানন এতদিনে।।
কামরসে মজে গেলি বিষয় আস্বাদে।
তক্ষকে দংশিল তোরে কি করে ঔষধে।।
যে রাম তাড়কা বধে পঞ্চ-বর্ষকালে।
হরের ধনুক যিনি ভাঙ্গে অবহেলে।।
তাহার বনিতা সীতা আনলি বেটা হরে।
কালকূট বিষ খাইলি ডান হাতে করে।।
অহল্যা পাষাণী হয়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্ত হয়ে গেল রামের চরণ পরশে।।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তৃণ করায়ে ছিল দাঁতে।
তার দর্প চূর্ণ হলো পরশুরামের হাতে।।
পরশুরামের পরাভব প্রভু রামের ঠাঁই।
তাঁর সঙ্গে তোর দ্বন্দ্ব, আর রক্ষা নাই।।

www.bengaliebook.com

গেলি রে রাবণ তুই গেলি এতদিনে।
উপায় না দেখি তোর রামনাম বিনে।।
যদি জীতে বাসনা থাকে গলবস্ত্র হয়ে।
কান্ধে দোলা করে সীতা বয়ে দিবি লয়ে।।
তবে যদি জানকীনাথ তোরে করে রোষ।
শ্রীচরণে ধরি মোরা মেলে লব দোষ।।
রাবণ বলে, বানরা তোর মুখে পড়ুক ছাই।
আমার জন্য দুঃখ পেয়ে মরবি কেন ভাই।।
আমার তরে তোরা কেন ধরবি রামের পায়।
যুদ্ধ করে মরিব আমি তোর বাপের কি দায়।।
অঙ্গদ বলে, যত বুঝাই তোর মনে না লয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়।।
হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন্ বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীর্ত্তি-কল্পতরু।।
নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে কি বলি।
লোকে বলবে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি।।
নিত্য ঘুষিবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময়।
অতএব বলি দিন কত বাঁচলে ভাল হয়।।
রাবণ বলে, শোন্ বানরা ধিক্ জীবনে তোর।
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর।।
পুত্র হয়ে পরশুরাম শুধিতে পিতার ধার।
নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ধরা তিন সপ্তবার।।
পুত্র হয়ে তুই তার কোন্ কর্ম্ম কৈলি।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি।।
ধিক্ ধিক্ জীবনে তোর মা যার কুলটা।
লোকের ঘৃণিত হয়ে বাঁচে কেন সেটা।।
অঙ্গদ বলে, বটে রাবণ মোর মা কুলটা।
সত্য করি বল দেখি তুই কার বেটা।।
জন্ম তোর ব্রহ্মবংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি।
বিশ্বশ্রবার বেটা তুই পৌলস্ত্যের নাতি।।
বিশ্বশ্রবা যে মহাতপা বিশ্বে যাঁর যশ।
তুই যদি তাঁর বেটা তবে কেন রে রাক্ষস।।
মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব-দুহিতা।।
কুম্ভনশী ভগ্নী তোর দৈত্যে নিল হরে।
কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে করে।।
রম্ভাবতী সতী সে শ্বশুর বলে তোরে।
বলাৎকার কৈলি তারে পর্ব্বতের ঝোরে।।
আত্মছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা।
বারে বারে কহিস্ কথা মররে অধম বেটা।।
তার আগে বড়াই কর যে না তোরে জানে।
দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে।।
অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ উঠে জ্বলে।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে।।
দশানন বলে, রোষে করিস কিরে দূত।
পলাবে বানর বেটা ধরতো মোর পুত।।
অঙ্গদ বীর স্থির বড় দর্প করে কয়।
আর কে ধরিবে আপনি আইস নয়।।
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় স রাবণ তাহা শুনে।।
অঙ্গদ বলিল, মর পাগল রাবণ।
কিসের বড়াই তুই করিস্ এখন।।
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে।
তোরে ভয় করিবে যে তোকে নাহি জানে।।
কার্ত্তবীর্য্য যখন সে কেলি করে জলে।

তার আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে।।
এই মত বীরদর্প করিলি সে স্থলে।
লুকায়ে থুইল তোরে বাম কক্ষতলে।।
চক্ষে নীর বহে তোর ঘন বহে শ্বাস।
তাঁর ঠাঁই প্রায় তুই হইলি বিনাশ।।
আসিয়া পৌলস্ত্য মুনি করি স্তব স্তুতি।
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি।।
তাঁর ঠাঁই হয়েছিল সংশয় জীবন।
ভাগ্যে প্রাণরক্ষা তোর মুনির কারণ।।
আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট।
শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ।।
সন্ধ্যা হেতু মম পিতা না করেন রণ।
যত্র অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ।।
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি পিতা তোরে বান্ধি লেজে।
ডুবাইল তোরে চারি সাগরের মাঝে।।
লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর।
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁপর।।
আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
জলমধ্যে রাখি তোরে উঠিল আকাশ।।
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়।
তবে সে পিতারে ঠাঁই পাইলি বিদায়।।।
লেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে।।
বহু দিন গিয়াছে, না জানে কোন জন।
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ।।
মনে কর রাবণা তোরে হারায় অর্জ্জুন।
বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন।।
অন্য কে, আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে।
পরিচয় দেহ কিবা আছে এর মাঝে।।
যদ্যপি রাবণা নাহি দিলি পরিচয়।
সেই সে রাবণ তুই, বুঝিনু নিশ্চয়।।
সেই সব কাল গেল হাস্য পরিহাসে।
এখন সময় এল ধন প্রাণ নাশে।।
সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারি ভুরি।
রামে ঘাঁটাইয়া রে মজালি লঙ্কাপুরী।।
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি হেন জ্বলে।।
দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার।
তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার।।
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর।
অনারণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর।।
বালি অর্জ্জুনের সনে তুল্য গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মনুষ্য-পরাণে।।
অঙ্গদ বলিছে, মর পাগল রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ।।
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা।
নাক কাণ কাটা দেখ ঘরে সূর্পণখা।।
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণ-চিহ্ন।।
রামের বাণের সনে হইলে দর্শন।
এক বাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ।।
যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম।
অবোধ রাবণ শুন সে সবার নাম।।
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ, বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল।।
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশান।
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্রবাণ।।
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।

সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন।।
কালদন্ত ঐষিক দেখহ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার। ।
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ ক্ষুরধার।।
পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ-বাণ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান।।
যমজ দুর্জ্জয় বাণ অঙ্গ যে বিহঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ রণে নাভি ভঙ্গ।।
বজ্র-বাণ গরুড় মধুর সুসন্ধান।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ।।
বিষ্ণুচক্র ষটচক্র বাণ হুতাশন।
সন্তাপন বিলাশন সংগ্রামে শমন।।
গজাঙ্ক সন্ধান-বাণ চারিদিকে আঁটা।
সিংহ শার্দ্দূল তার চারিদিকে কাঁটা।।
এত বাণ রঘুনাথ করেন সন্ধান।
যাঁর এক বাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ।।
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয়।।
বাল্যক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ।।
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে।
তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে। ।
কি হেতু দেখিস্ রে পাকল করি আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি।।
তোর কাছে আসি, তোরে নাহি করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া লইতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা।।
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া।।
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান।
একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ।।
অপমানে রাবণ করিল হেঁট মাথা।
পাত্র মিত্র সহিত না কহে কোন কথা।।
রাবণ অঙ্গদে বলে, গঞ্জিলি বিস্তর।
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসিরে অবগতি কর।।
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী।
অক্ষয়কুমার যে মারিল বলে ধরি।।
ভাঙ্গিল অশোক-বন অতি সুশোভন।
তার মত বীর আছে কহ কত জন।।
অঙ্গদ বলিছে, তারে ভৎসিয়া বচনে।
তোর বল বিক্রম বুঝিনু এতদিনে।।
সেবকের সনে যদি পাইলি পরাজয়।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা কহ রে নিশ্চয়।।
তার ছোট বীর নাই বানর-কটকে।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে।।
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে।
তেঁই পাঠাইলাম তারে লঙ্কার ভিতরে।।
বীর মধ্যে তাহারে না গণে কোন জন।
ঘরের সেবক বেটা পবন-নন্দন।।
হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার।
পড়িলি আমার হাতে যাবি যমদ্বার।।
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশ মাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি।।
তোর সর্ব্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার।
নির্ব্বংশ করিতে তোরে রাম-অবতার।।
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী।
কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী।।
এত দূর আসি রাম বান্ধিলা সাগর।

www.bengaliebook.com

সে রামের সনে দুষ্ট তোর মনান্তর।।
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
এক সীতা জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ।।
বংশে কেহ না রহিবে না করিহ সাধ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ।।
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন দুই চারি।
হাস্য পরিহাস কর লয়ে দিব্য নারী।।
পরিবারগণে দেখ দিনে দুইবার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দেখহ ঘর দ্বার।।
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখ এ ঘর নির্ম্মাণ।
অঙ্গদ-বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান।।

রাবণের প্রতি অঙ্গদের উপদেশ

তুই অতি দুরাচারী, হরিরি পরের নারী,
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা,
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয়।।
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান,
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালি রাজা,
তাঁর সনে তোর মনান্তর।।
সুগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত,
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি, কাঁপাইব লঙ্কাপুরী,
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিৎ।।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর,
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার, নাহিক নিস্তার আর,
নিকটে যে তোর যমদ্বার।।
রাজা হয়ে পরদার, হরিলি রে দুরাচার,
বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে।
কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিলি রে পুরন্দরে,
রামনামে তোর বল টুটে।।
রাখয়ে আপন প্রাণ, কর সীতা প্রতিদান,

www.bengaliebook.com

ভজ গিয়া রামের চরণ।
ঘাটি মাগ তাঁর ঠাঁই, ইহা ভিন্ন গতি নাই,
তবে তার রহিবে জীবন।।
তোরা জাতি নিশাচর, না চিনিস্ আত্মপর,
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার,
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত।।
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, সবে করে কাণাকাণি,
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধর ধর,
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার।।
দেখি সব সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি,
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রামপদ করি আশ, সরস্বতী পরকাশ,
কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার।।

রাবণের মুকুট লইয়া অঙ্গদের শ্রীরাম চন্দ্রের নিকট গমন

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
রুষিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর।।
আর কপি নহি, আমি বালির তনয়।
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয়।।
রাবণ বড়াই না করিস্ মোর আগে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে।।
রাম সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি।।
ইন্দ্রজিতে অতিকারে বধিবে লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ।।
কোন্ বেটা ধরিবে আসুক ত্বরা করি।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী।।
ক্রোধাকুলে চারিদিকে চাহে দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারিজন।।
চারি নিশাচরে করে অঙ্গদে প্রহার।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার।।
অঙ্গদ সে চারি জনে ধরিল সাপুটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে।।
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়।।
সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর।
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে স্থির।।
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার।
কোন্ দ্রব্য লয়ে যাব শ্রীরাম গোচর।।

হনুমান এসেছিল লঙ্কার ভিতর।
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর।।
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি।
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান প্রতি।।
এই স্থির করিলেন অঙ্গদ অন্তরে।
রতন-মুকুট আছে রাবণের শিরে।।
এ মুকুট লয়ে যাব রাম-সম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে।।
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালির কোঙর।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ উপর।।
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে।।
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে।
ইন্দ্র গরুড়ের যুদ্ধ গগন উপরে।।
দুই সিংহ যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ হইল প্রমাদ।।
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন।।
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে।।
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি।
এত বীর থাকিতে তাহার এ দুর্গতি।।
রাবণ বলিছে সবে আছ কোন্ কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে।।
বীরগণ বলে, শুন লঙ্কা-অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি।।
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন।
মোর ভাবি পাছে লয় সবার জীবন।।
চারি বীর তারে ধরেছিল সাবধানে।
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে।।
পাত্র মিত্র সহিত চিন্তিত দশানন।
বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন।।
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল যথা সুগ্রীব বানর।।
শত্রুর মুকুট দিল রাম-বিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান।।
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য বদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন।।
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি।
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি।।
শ্রীরাম বলেন বীর কহত কুশল।
কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল।।
রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ব্বাপর।।

শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন

শ্রীরামে নোঙায়ে মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা,
হরষিত সকল বানর।
রঘুমণি হরষিত, সুগ্রীব সু-আনন্দিত,
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর।।
তোমার আরতি পেয়ে, লঙ্কায় গেলাম ধেয়ে,

প্রবেশিনু গড়ের ভিতর।
সুবর্ণের আওয়াস, যেন চন্দ্র পরকাশ,
তথি শোভে প্রবাল পাথর।।
বিশ্বকর্ম্মাকৃত ঘর, দেখি অতি মনোহর,
চারিভিতে কাঞ্চন-দেয়াল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত, প্রস্তরেতে সুশোভিত,
তাহে শোভে রতন মিশাল।।
গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈন্য বহুতর,
খাণ্ডা জাঠি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোণার পাটের পড়া, নানাবর্ণে দেখি ঘোড়া,
হস্তী সব পর্ব্বত প্রমাণ।।
দেকিলাম সরোবরে, হংস হংসী কেলি করে,
ঘাট সব বিচিত্র নির্ম্মাণ।
কমল কুমুদোপরে, কেলি করে মধুকরে,
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান।।
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাতমালা হারে, শোভে নানা অলঙ্কারে,
যেন চন্দ্র গগন-মণ্ডল।।
বীণা বাঁশী বাজে তায়ষ কেহ বা সঙ্গীত গায়,
গানে করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
রূপে যেন দেব-অবতার।।
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ূর ময়ূরীগণ,
ক্রীড়া করে মুগ্ধ কামরসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি, বড়ই মধুর শুনি,
ভ্রমর ভ্রমরী রসে ভাষে।।
গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দ্দিকে মহোল্লাস,
রাবণেরে ভৎসিনু বিস্তর।

www.bengaliebook.com

যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই আমি,
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর,
লাফ দিনু প্রাচীর উপরে।
চারিজনে সংহারিয়া রাবণেরে গালি দিয়া,
শূন্যপথে আইনু সত্বরে।।
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, হরষিত রঘুমণি,
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতী পরকাশ, বিরচিল কৃত্তিবাস,
বানরের জয় জয় নাদ।।
শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ।।
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে।।
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থানা।
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা।
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণের দ্বার।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদ-রায়বার।।

ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন

অঙ্গদেগর ভৎসনে ক্রোধিত দশমুখ।
অসম্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ।।
বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সম্বিধান। ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল।
মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল।।
ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ডরে নাহি আঁটে।
এত দূরে আসিয়া বানর বেটা ঠাটে।।
ইন্দ্রজিৎ বলি তোরে সবার প্রধান।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত অপার।
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দ্বার।।
সাবধান হয়ে বাপু কর গিয়া রণ।
আগে মার অঙ্গদেরে শেষে অন্য জন। ।
বাপের দুলাল বেটা বীর মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ।।
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখা জোখা নাহি তার সাজে সেনাপতি।।

সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।
মনোহর রথখান করিল সাজন।।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া মুখে হীরার বিম্বকী।
ক্ষণে রথখানি দেখি ক্ষণে হয় লুকি।।
স্বর্ণ রৌপ্য সাজে রথ করে ঝিকিমিকি।
অষ্ট অক্ষৌহিণী ঠাট যুঝায় ধানুকী।।
দশ কোটি হাতী চলে বিশ কোটি ঘোড়া।
পঁচাশীতি কোটি চলে শেল আর ঝকড়া।।
নানামত রথ লয়ে যোগায় সারথি।
নানা অস্ত্র লয়ে চলে সব যোদ্ধৃপতি।।
পিতৃপ্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে।।
কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।
কটকে বাদ্য বাজায় তিন অক্ষৌহিণী।।
সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল।
কোটি কোটি ঘন্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।।
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।
কাংস করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া।।
ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।
দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা।।
সহস্র ভোরঙ্গ বাজে ডম্প কোটি কোটি।
দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি।।
বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশান।
কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান।।
বিরানব্বই কোটি বাজে ধুসরী মহরী।
ত্রিশ কোটি শানাই বাজে মহরী ঝাঁঝরি।।
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।
বিশ কোটি বাজে পাখোয়াজ উরমার।।
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর।
মালসাট মার কেহ শব্দ যায় দূর।।
বাজে স্বর-মঙ্গল সাতাইশ লক্ষ কাঁসী।
মৃদুস্বরে বাজে আটাইশ লক্ষ বাঁশী।।
বাদ্যশব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস।
সহস্র সহস্র বাজে রুদ্রক পিনাশ।।
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল।।
রাক্ষস কটক ভরে পৃথিবীর কাঁপ।
হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া এক চাপ।।
কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার।।
এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ।
গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ।।
রাক্ষস বানরেতে হইল মিশামিশি।
কৌতুক দেখিতে দেবগণ তথা আসি।।
বাণ যুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চাড়া।
বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া।।
বানর পাথর গাছ করে বরিষণ।
কোটি কোটি রক্ষ রণে ত্যজিছে জীবন।।
চাপড় মুকুটি মাত্র বানরের তাড়া।
মুকুটির ঘায়ে কারো মাথা হৈল গুঁড়া।।
বাঘের যেমন রূপ বানরের অঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ।।
উভয় কটকে যুঝে রক্তে হৈল রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা।।
ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্তরসে ভাসে।
হরিষে বানর-সৈন্য মনে মনে হাসে।।

www.bengaliebook.com

তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি।
যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি।।
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়।
অসময়ে জ্ঞান হয় প্রলয় উদয়।।
পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিত।।
অঙ্গদেরে দেখি তবে ইন্দ্রজিৎ হাসে।
গালাগালি দেয় তায় যত মনে আসে।।
মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আয় তোর কোন্ বাপ আজি রক্ষা করে।।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিল অন্যে।
ধিক্ রে বানরা তোর লাজ নাহি মনে।।
যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।
ধিক্ তোরে অধম করিস্ তারি কাজ।।
খাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়ার মাস।
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ।।
দেশেতে জীয়ন্ত যাবি না করিস্ সাধ।
অন্য জন নহি আমি বীর মেঘনাদ।।
অঙ্গদ বলিছে দুষ্ট গর্জ্জ অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন।।
মারিতে গেলাম আজি লঙ্কার ভিতর।
সে কোপ পড়িল চারি রাক্ষস উপর।।
যোগিবেশে তোর বাপ সীতাদেবী হরে।
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে।।
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ।
তোর বাপের পাপে সাগরেতে সেতুবন্ধ।।
তোর বাপ নারীচোরা তোর রণ চুরি।
আজি তোরে অবশ্য পাঠাব যমপুরী।।
চোর-পুত্র চোর তুই, চুরি কর রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর লইব জীবন।।
এত শুনি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান।
কোটি কোটি বানরের লইল পরাণ।।
অঙ্গদে এড়িয়া সবে পলায় বানর।
রণমধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর।।
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থর থর।
ইন্দ্রজিৎ পরে ফেলে পাদপ পাথর।।
কুপিয়া অঙ্গদ বীর রথে মারে লাথি।
লাথির চোটে চূর্ণ করে রথ ও সারথি।।
অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে।।
আকাশে থাকিয়া দেখে দুই সৈন্যে রণ।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ।।
প্রচণ্ড রাক্ষস এল হয়ে আগুয়ান।
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ।।
বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ।
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ।।
অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল এক পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক।।
এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার।।
সম্পাতি বানর-বীর প্রচণ্ডে মারিয়া।
অসংখ্য রাক্ষস মারে লেজে জড়াইয়া।।
চারি বীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙে গেল চূর্ণ হৈল হাড়।।
তপন নামে নিশাচর আইল গজস্কন্ধে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ নীলবীরে বিন্ধে।।
বাণ খাইয়া নীলবীর উঠে দিল রড়।
চড়িয়া হাতির স্কন্ধে তারে মারে চড়।।

চড় চাপড়েতে গেল দুই আঁখি উড়ে।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে।।
রথে চড়ে আইল বিদ্যুৎমালী নাম।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।।
হেনকালে হনুমানে দেখিল সম্মুখে।
তিন শত বাণ মারে হনুমানের বুকে। ।
বাণ খেয়ে হনুমান চিন্তিত নহে চিতে।
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুৎমালীর রথে।।
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে।
টানাটানি করে তার মাথা ছিড়ে ফেলে।।
রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস।
একবারে মদ খায় সাতাইশ কলস।।
সোণার পবিত্র পরে সোণার উপর সোণা।
বানর কটকেতে আসিয়া দিল হানা।।
খাঁড়া ধরে কখন, কখন ধনুর্ব্বাণ।
বানর কটক কেটে কৈল খান খান।।
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে।
বানর কটক সব ধরে ধরে গিলে।।
রণস্থলে বানরের দেখিতে দুর্গতি।
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি।।
কুপিয়া সে নীলবীর চারিদিকে চায়।
বিদ্যুৎমালীর রথচক্র দেখিবারে পায়।।
উপাড়িয়া চাকা-গোটা তুলে নিল হাতে।
দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে।।
এড়িলেক চাকা-গোটা তুলি বাহুবলে।
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগন-মণ্ডলে।।
বায়ুবেগে আইসে চাকা কি কহিব কথা।
চাকার ধারে কাটি পাড়ে সুবর্ণের মাথা।।
সুষেণ বানররাজ রাজার শ্বশুর।
দুই পুত্র লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর।।
যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়সে তরঙ্গ।।
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে।
দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে। ।
বুড়ার চাপড়ে চড়ে কর্ণে তালি লাগে।
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কামধ্যে ভাগে।।
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রা-নন্দন।
অবসাদ নাহি বীরের প্রথম যৌবন।।
রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি।
সূর্য্যের কিরণ বীর শশধর-জ্যোতি।।
উদয় অস্ত যুঝে বীর নাহি অবসান।
ধন্য শিক্ষা বীরের সে ধন্য ধনুর্ব্বাণ।।
মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে।
কোটি সহস্র রাক্ষস মারে বেলা অবশেষে।।
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্ধ।
তিন লক্ষ রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্কন্ধ।।
রক্তে নদী বহে বাট রক্তে উঠে ফেণা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা।।
বাদ্যভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিৎ দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে।।
পিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে।
রাখিতে নারিলাম ঠাট যাইব কিমতে। ।
অগ্নিকেতু ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল।
বজ্রদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল। ।
পড়ে ষট্ নিষট সাক্ষাৎ যমদূত।
অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত।।
বজ্রমুষ্টি পড়ে শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
পনস রাক্ষস পড়ে লয়ে সৈন্যগুলি।।

www.bengaliebook.com

হাতী ঘোড়া পড়িল অনেক রাজ্যখণ্ড।
মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড।।
দেবমুষ্টি পড়িল সকল সেনাপতি।
তিন লক্ষ পড়ে রাজার প্রধান পদাতি।।
তাহীর পৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া।
পড়িল অর্ব্বুদ কোটি পার্ব্বতীয় ঘোড়া।।
রাজ্যের মহামাত্র পড়ে রাজ্য শূন্য করি।
কোন্ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী।।
আদর করিয়া পিতা দিলা গুয়া পান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান।।
কটকের ভাল মন্দ মোরে সব লাগে।
কোন্ লাজে গিয়া দাণ্ডাইব পিতৃ-আগে।।
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি।
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি।।
মহাযুদ্ধ করিব মায়াতে করি ভর।
মেঘের আড়ে থেকে মারি নর আর বানর।।
ডাক দিয়া শ্রীরামের বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ।।
নির্ব্বল রাক্ষস মারি হরিষ অন্তর।
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যমঘর।।
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চাড়া।
দেউল দোহারে যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া।।
সোণার ধনুকে বীর যোড়ে তীক্ষ্ণ শর।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী কাঁপিছে থর থর।।
ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোফে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ থরথরি কাঁপে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ঘন ডাক ছাড়ে।
সম্বর আমার বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে।।
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর।
ছুটিল দুর্জ্জয় বাণ সম্বর সম্বর।।
এত বলি করে ভীর বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
নানা বর্ণে বাণ এড়ে, জানে নানা ছলা।
রাম লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা।
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে।
দুভায়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে।।
হেথা ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
উত্তর দ্বার বার্ত্তা পায় সুগ্রীব রাজন।।
উত্তর দ্বারে তখন নাহি হানাহানি।
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি।।
পশ্চিম দ্বারেতে যুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ।
চলিল সুগ্রীব রাজা বাঁচাইতে মিত।।
ধাইল সুগ্রীব রাজা অতি শ্রীঘ্রগতি।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি।।
পূর্ব্বদ্বারে থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি।
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি।।
নীল ও কুমুদ ধায় কটক যুঝিবারে।
থানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম দুয়ারে।।
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে আছে দুই জনা।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে যত সেনাগণ।
আশী কোটি বানর আছ তাহার ভিড়ন।।
ধাওয়াধাই বার্ত্তা তারা কহে জনে জন।
সবে মাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষণ।।
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে।
এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে।।
চারি দ্বারে কটক হইল এক ঠাঁই।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে দুই ভাই।।

লাফ দিয়া বানর সে উঠয়ে আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে না পায় তল্লাস।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলে হৈলাম নিরাশ।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস।।
সহস্র লোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুই চক্ষে কি দেখিবি নর আর বানর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি।
আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি।।
মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই।
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই।।
এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশ-বাণ যুড়ে ধনুকের গুণে।।
নাগপাশ-বাণ এড়ে বড়ই দারুণ।
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ।।
সাপ হয়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা।
সাপর মুখে জ্বলে যে আগুনের কণা।।
মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছয়ে অন্যের কাজ কাঁপয়ে বাসুকি।।
চলিল সে বাণগোটা দুর্জ্জয় প্রতাপ।
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ।।
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে।
হাতে পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায়।
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্ব গায়।।
হাত-পা নাড়িতে নারে গলায় লাগে ফাঁস।
যমের দোসর হৈল বন্ধন নাগপাশ।।
সাপের বিষের জ্বালায় অধৈর্য্য শরীর।
উত্তর শিয়ড়ে ঢলে পড়েন দুই বীর।।
লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি।
চন্দ্র সূর্য্য খসে যেন পড়িল অবনী।।
লোটায় কমল-অঙ্গ আলুথালু বেশ।
লোটায় ধনুক তূণ আলুয়িত কেশ।।
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ।।
বানরের শুন আজ ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল।।
আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া।।
এতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত।।
পিতৃ-আগে দাণ্ডাইল করি যোড় করে।
তিনবার মাথা নোয়ায় রাজ-ব্যবহারে।।
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ।
যোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতা চরাচর।
সবার কঠিন যুদ্ধ নর আর বানর।।
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর সংহতি।
চূর্ণ কৈল রথছত্র মারিল সারথি।।
আপনা রাখিতে আমি হলাম কাতর।
প্রাণভয়ে পলাইলাম আকাশ উপর।।
দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস্-দুর্গতি।
এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি।।
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান।
রাম লক্ষ্মণে বিন্ধিয়া করি খান খান।।

খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর।
রক্ত মাত্র না রহিল শরীর ভিতর।।
বাণে বিন্ধে দুই ভায়ে করিনু জর্জ্জর।
পড়িল অনেক ঠাট অসঙ্খ্য বানর।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ।
একবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ। ।
সাপ হয়ে চলে বাণ আকাশে ধরে ফণা।
হাতে পায় গলায় বান্ধিল দুই জনা। ।
ত্রিভুবন মিলে যদি করে আকিঞ্চন।
তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন।।
রাম লক্ষণের তরে আর নাহি ডর।
সীতা সনে কেলি কর লঙ্কার ভিতর।।
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে।
রাবণ করিয়া কোলে চুম্ব দিল তাহে।।
হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর।
অমূল্য রতন হার দিলেক কেয়ূর।।
নানা অলঙ্কার দিল নীলকান্ত মণি।
বিদ্যাধরী আনি দিল রূপসী রমণী।।
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য করে লণ্ড ভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন দর্শনে সীতাদেবীর বিলাপ

বাপের স্থানে বিদায় লয়ে ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিজটা রাক্ষসী বলি ডাকিল ত্বরিত।।
রাবণ বলে ত্রিজটা গো যাহ একবার।
চূর্ণ বলে আইস সীতার অহঙ্কার।।
পুষ্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া।
ক্ষণেক আইস তুমি আকাশে ভ্রমিয়া।।
রাম লক্ষ্মণ পড়েছেন বন্ধন নাগপাশে।
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে।।
রাম লক্ষ্মণ মৈলে সীতা হইবে নৈরাশ।
আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রাস।।
রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইল।
রাম লক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল।।
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতের বাণে।
স্বামী দেবর দেখ যদি আইস মোর সনে।।
চলিলেন সীতাদেবী ত্রিজটা সংহতি।
রথে চড়ি দুই জন যান শীঘ্রগতি।।
রাম লক্ষ্মণ পড়ে নাগপাশে-বন্ধন।

www.bengaliebook.com

মাথায় হাত সীতাদেবী করিছে রোদন।।
মোর পোহাইল বুঝি আজি কালরাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি।।
শিশুকালে ছিলাম যখন পিতৃ-ঘরে।
অবিধবা বলে লোকে কহিত আমারে।।
সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত।
ধূলাতে পড়িলে প্রভু হয়ে অসম্বিত।।
বধিয়া তাড়কাসুর, তুষ্ট কৈলে তিন পুর,
জনকের পর পূর্ণ করি।
হরের ধনুকখান, ভাঙ্গি কৈলা খান খান,
ধন্য কৈলা জনকের পুরী।।
বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি,
কান্দে সীতা নহে নিবারণ।
কৈকেয়ী সহাই দোষে, আসিয়া কানন বাসে,
বিপাকেতে হারালে জীবন।।
ভতর করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি,
বনে আইলে সত্যে করি ভর।
রত্নময় সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ,
কোমলাঙ্গ ধূলাতে ধূসর।।
অযোধ্যার ছত্রধর, আজ্ঞাকারী চরাচর,
সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার।
আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাম-পতি,
তব মুখ না দেখিব আর।।
আমা অন্বেষণ করি, এলে প্রভু লঙ্কাপুরী,
দুঃখ মোর না হৈল মোচন।
দুরাচার ইন্দ্রজিত, কৈল যুদ্ধ বিপরীত,
তাহে প্রভু হারালে জীবন।।
ত্রিজটার হাতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
বলিছেন করুণ বচন।

www.bengaliebook.com

তোমায় সহায় গুণে, যাব আমি স্বামী সনে,
রথ রাখ না কর গমন।।
সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশবাণী,
কভু রামের নাহিক বিনাশ।
তোমারে উদ্ধার করি, যাইবেন অযোধ্যাপুরী,
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

শ্রীরাম লক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ

কাতর হইয়া কান্দে সে সীতা রূপসী।
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী।।
পুষ্পরথ দেখ সীতা দেব-অবতার।
কখন না সহে এই অশুচির ভার।।
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাতের জীবন।
অচল হইত রথ না যায় খণ্ডন।।
না কর রোদন সীতা না কর রোদন।
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
বহুকাল গেল দুঃখ অল্পদিন আছে।
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাহ পাছে।।
এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া।
গেল অশোকের বনে সীতারে লইয়া।।
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে।
স্বর্ণবেত হাতে ঘুরে যতেক চেড়ীতে।।
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ।।
বড় বড় বানর কান্দে বলে হয় হয়।
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায়। ।
সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান।
পিতা পুত্রে কান্দিছে কেশরী হনুমান।।
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা কটকের আড়ে।
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে।।
লঙ্কাতে যদ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে।
কি বলিয়া যাব আমি কিষ্কিন্ধ্যানগরে।।
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যপাট সব পোড়াইয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া।।
সুগ্রীব বলেন সবে এক ঐক্য করি।
যাব দুই ভায়ে লয়ে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যদি পারি বাঁচাইতে।
আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে।।
বাঁচাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই জনে।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে।।
সবংশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ।
তবে সে জানিবা মোর স্বদেশে গমন। ।
দূর হতে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন। ।
কোন্ বীরে লইয়া পড়েছে আথান্তর।
মাথায় হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর।।
কান্দিতেছে সুগ্রীব অঙ্গদ যুবরাজ।
সকল বানর কান্দে ছোট নহে কাজ।।
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর।
বিভীষণে দেখি পলায় যতেক বানর।।

বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ অভেদ রূপেতে।
বিভীষণে দেখি বলে এল ইন্দ্রজিতে।।
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে।।
অঙ্গদ বলেন, শুন বানরের পতি।
বিভীষণে দেখে পলায় যত সেনাপতি।।
ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ।
কারে দেখে পলাও মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ।।
হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে।
বিভীষণে দেখে কেন পলাইছে ডরে।।
দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র দারা আশে।
এক গাড়ে গাড়িবে সুগ্রীব রাজা দেশে।।
যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসনা।
উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা।।
অঙ্গদের দেখিয়া দন্তের কড়মড়ি।
আপনার থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি।।
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন।
জীয়ন্তে মরিলাম আমি তোমার কারণ। ।
পলাইতে ঠাঁই নাই যাব কোন্ দেশ।
বিশেষ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ।।
ধিক্ ধিক্ রাজ্যভোগ ধিক্ ধিক্ সুখ।
জনম গোঙাব আমি দেখে কার মুখ।।
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণ-বাণী।
ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুমণি।।
সব ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈলে সার।
শুধিতে নারিনু মিতা বিভীষণের ধার।।
নাগপাশে বন্দী মৃত্যু ঘটিল আমারে।
মরা লাগি জীয়ন্তে কোথায় কেবা মরে।।
শুন হে সুগ্রীব মিতা কহি তব স্থানে।
সৈন্য লয়ে যাহ তুমি আপন ভবনে।।
আমাস্থানে মিত্র তুমি সত্যে হৈলে পার।
তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ আমার। ।
নূতন ভূপতি তুমি দেখহ বিচারি।
তোমা বিনে লণ্ড ভণ্ড হবে রাজপুরী।।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা গিয়া নিজ রাজ্যে।
আমার নিকটে আর আছ কোন্ কার্য্যে।।
নাগপাশ-অস্ত্র এল আমা দোঁহা তরে।
ভাগ্যেতে যা ছিল হলো তুমি যাহ ফিরে।।
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ।
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ।।
গয় গবাক্ষ শরভাদি এ গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এই সুষেণ-নন্দন।।
শরভঙ্গ বানর সে কুমুদ সেনাপতি।
দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পীরিতি। ।
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল।
গালাগালি না দিও, না বলো মন্দ বোল।।
অযোধ্যা-নগরে তুমি যাও হনুমান।
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান।।
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ।
যেন কারো সঙ্গে নাহি করে বিসম্বাদ।।
ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা রাখি ধর্ম্মপথ।
এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত।।
কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার।
কৈকেয়ী মাতারে এই কহিও সমাচার।।
প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ।
বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ। ।
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে।
নাগপাশে বন্দী রাম লক্ষ্মণ দুজনে।।

www.bengaliebook.com

সুমিত্রা মাতাকে মোর বলো নমস্কার।
যথাযোগ্য সবারে জানাইও সমাচার।।
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজ পুরী।
সুখভোগ ছাড়ি ভাই হইল বনচারী।।
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হাতে নিল নড়ি।
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি।।
নাগপাশে কাতর হইলা রঘুবীর।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভেবে হইল অস্থির।।
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন।।
ইন্দ্র বলে, সমাচার না জান পবন।
নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
অরুণ বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে।
ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে।।
আমি ইন্দ্র রাজা ত্রিভুবন-অধিপতি।
রাবণের বেটা আমার করিল দুর্গতি।।
লঙ্কাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত।
আমারে জিনিয়া বেটার নাম ইন্দ্রজিত।।
বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে।
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
নাগপাশে অচৈতন্য দুই সহোদর।
বল বুদ্ধি হারায়াছে সকল বানর।।
রঘুনাথের স্থানে যাহ আমার বচনে।
কহ রামে মুক্ত হবে গরুড়-স্মরণে।।
বিষ্ণুর বাহর গরুড় ধরে বিষ্ণু-তেজ।
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহা বেজ।।
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন।
কহিল রামেরে কর গরুড়ে স্মরণ।।
পবন শ্রীরামে যদি হৈল কাণাকাণি।
গরুড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি।।
গরুড়ে স্মরণে রাম বিষ্ণু-অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার।।
কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরের কূলে।
গিলেছিল অজগর উগাড়িয়া ফেলে।।
শূন্যভরে গরুড় আইল উভরড়ে।
পাখসাটে পর্ব্বত কন্দর যায় উড়ে।।
দিগদিগন্তের গাছ আনে পাখে টেনে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে।।
সাগরের জল-জন্তু লুকাইল জলে।
ভয় পেয়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে।।
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে।
দশ যোজন থাকিতে ভুজঙ্গ পলায় ত্রাসে।।
দূর হতে গরুড়ের লাগিল নিঃশ্বাস।
রাম লক্ষ্মণের খসি পড়ে নাগপাশ।।
পদ্ম-হস্ত বুলাইল বিনতা-নন্দন।
সচৈতন্য হয়ে উঠে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
গরুড়-পক্ষীরে কন রাম রঘুমণি।
প্রাণদান দিলে সখা ছিলে হে আপনি।।
গরুড় বলেন, শুন সবিশেষ কই।
শ্রীচরণে ভৃত্য আমি, সখাযোগ্য নই।।
তুমি বিষ্ণু-অবতার জগতের পতি।
লতা পাশে বদ্ধ আছে আপনা বিস্মৃতি।।
আমি যে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন।
পূর্ব্বকথা প্রভু কেন হও বিস্মরণ।।
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী কৈলে উপকার।
বর মাগ পক্ষিবর বাঞ্ছা যে তোমার।।
গরুড় বলেন, বাঞ্ছা আছে এই মনে।
দ্বিভূজ মুরলীধারী দেখিব নয়নে।।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ গলে বনমালা।
শিখিপুচ্ছ বদ্ধ চূড়া অর্দ্ধ বামে হেলা।।
অলকা আবৃত শশী শ্রীমুখমণ্ডল।
শ্রুতি-যুগে মনোহর মকর-কুণ্ডল।।
গলে বনমালা পরিধান পীতাম্বর।
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর।।
শ্রীরাম বলেন, হব সেরূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে।।
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিতে ধারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ।।
গরুড় বলিল, কি জানিবে কপিগণে।
করিয়া পাখার ঘর বসাব গোপনে।।
এতেক মন্ত্রণা করি বিনতা-নন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন।।
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে।।
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে বসি ভাবিতেছে দূরে।।
হনূ বলে প্রাণপণে করি প্রভু-হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত।।
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী।।
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলে আরবার।।
যদি ভৃত্য হই, মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোরি বিদ্যমানে।।
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে।।
এতেক শুনিয়া তবে বিনতা-নন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সম্বরণ।।
শ্রীরামে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে।
দাণ্ডাইলেন রঘুনাথ ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে অনুক লক্ষ্মণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন যত কপিগণ।।
গরুড়ের পাখা শব্দ যত দূরে যায়।
ততদূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায়।।
নাগপাশে মুক্ত হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম জয় শব্দ করে যত কপিগণ।।
একবারে যত কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাণ।।
বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহরে।
শয্যা হৈতে উঠে বসে রাজা লঙ্কেশ্বরে।।
প্রাচীরে উঠিয়া রাবণ চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছে রাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
ভাবে রাবণ যে বাণ বন্ধন নাগপাশ।
নাগপাশে মুক্ত হৈলে সবার বিনাশ।।
মারিলে না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্কাপুরী।।

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন

দৈবের নির্ব্বন্ধ রাবণ দেখিয়া বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাবণ ঘন পাড়ে ডাক।।
আজ্ঞামাত্র আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীর।
রাজার চরণে আসি নোঙাইল শির।।
রাবণ বলে, তুমি হে প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি।।

www.bengaliebook.com

রাজ-ব্যবাহারে তার বাড়ায় সম্মান।
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া পান।।
রাজ-আজ্ঞা মাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে মুড়ে।।
হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট।
ধূলা উড়াইয়া চলে নাহি দেখি বাট। ।
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষ বীর পরম সুজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি।।
আ-দর চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী।
রথধ্বজে উড়ি বৈসে শকুনি গৃধিনী। ।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার।
কিছুই না মানে বীর বলে মার মার। ।
দুইদলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ। ।
রুষিয়া ধূম্রাক্ষ বলে কোথায় তপস্বী।
উখাড়িয়া মরে কেন এত দূরে আসি।।
ছাড়িয়া সীতার আশা ফিরি যাহ ঘর।
মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর।।
কপিগণ বলে, বেটা চক্ষু থাকতে অন্ধ।
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেন সেতু।
অবতার রাক্ষসের বংশনাথ হেতু।।
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশ মুণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্র দণ্ড।।
কূপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি।
মুষল লইয়া এক বানরগণে হানি।।
মুষলের ঘায়ে কারো ভাঙ্গে মাথার খুলি।
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী।।
খাণ্ডাখান কাহার মস্তকে তুলে হানে।
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে।।
হনুমান দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাণ্ডাইল হনুমান ধূম্রাক্ষের আগে।।
হনুমান বলে, বেটা কি নাম তোমার।
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার।।
রাক্ষস বলিল, যদি তোরে আমি পাই।
অন্যেরে কি প্রয়োজন তোর রক্ত খাই।।
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই বীরে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।।
হনুমান আনিল পাথর দুইখান।
রথের উপরে ফেলি ডাকে হান হান।।
রথ ঘোড়া সারথি করিল চূরমার।
রথ এড়ি ধূম্রাক্ষ ধাইল আরবার।।
ধূম্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহাগদা।
তার আশে পাশে বাজে জয়ঘন্টা সদা। ।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বগণের ভয় লাগে।
গদা হাতে করি গেল হনুমান-আগে।।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে।
হনুমানের বুকে যেন বজ্র হেন ঠেকে।।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান।
কোপ করি পাসরে আপনি হনুমান।।
হনুমান বলে, গদা গেল রসাতল।
এখন আইস আমি বুঝি তোর বল।।
এক বজ্র-চাপড় মারিল তার শিরে।
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে।।
হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় করে চূর।।
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জ্জয়।
সকল বানর ডাকি করে জয় জয়।।

ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী।
পলাইল সকলে লইয়া নিজ প্রাণী।।
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর।
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।।

অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা পাইল রাবণ।
অকম্পন বলি ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন।।
আজ্ঞামাত্র উপনীত অকম্পন বীর।
রাজার নিকটে আসি নোঙইল শির।।
রাবণ বলে, শুন অকম্পন সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি।।
বীরের মধ্যে বীর তুমি সকলেতে জানে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে তুমি পার একদিনে।।
তোমার সম্মুখে যুঝে আছে কোন্ জন।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে।
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে।।
সারথি যোগায় রথ বিচিত্র- গঠন।
সসৈন্যে সাজিয়া চলে বীর অকম্পন।।
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
উখাড়িয়া পড়ে ঘোয়া যায় মন্দ-তেজে।।
অকম্পন নাম তার কম্পে না কখন।
যাত্রাকালে হস্ত পদ কম্পে পুনঃ পুনঃ।।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার।
মার মার শব্দে গেল পশ্চিম দুয়ার।।
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ।।
দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার।
রণের ধূলাতে দশদিক অন্ধকার।।
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর।
রাক্ষসে রাক্ষস মারে বানরে বানর।।
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধূলা নাহি উড়ে।
দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে পড়ে।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কুমুদ সেনাপতি।
রণ দেখি তিন বীর এল শীঘ্রগতি।।
তিন বীর করে আসি গাছ বরিষণ।
সম্মুখ সংগ্রামে স্থির নহে তিনজন।।
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে।
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া কম্পমান হাসে।।
নীল বীর বড় বীর সকলে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পনের রণে।।
নল বীর করেছিল একা সেতুবন্ধ।
অকম্পনের বাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ।।
শরভঙ্গ বড় বীর সর্ব্বলোকে জানে।
অকম্পনের গদাঘাতে ভঙ্গ দিল রণে।।
শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান।।
হনুমান বলে, বেটা পালাবি কোথায়।
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায়।।
পাইক মারিয়া বেটা জিনে যাহ রণ।
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ।।
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী।।
কোটি কোটি বাণ এড়ে বীর অকম্পন।
বাণে অচেতন হৈল পবন-নন্দন।।

সম্বিত পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া এক টান।।
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পনের বাণে গাছ হৈল দুই খান।।
জিনিতে না পারে হনু ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার মাথার উপরে।।
চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ হৈল ছাড়।।
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সকল বানর বলে রাম রাম জয়।।
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর।।

বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন

অকম্পন-মৃত্যু শুনি চরের বদনে।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে।।
হৃদয়ে করিল বিবেচনা বহুতর।
যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপার।।
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে।
কহিতে লাগিল তারে অতি সমাদরে।।
বজ্রদংষ্ট্র তুমি হও সুপণ্ডিত রণে।
তোমার সবার বীর না দেখি ভুবনে।।
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে।
নিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে ডরে।।
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে।
পরাজয় করিয়াছি অক্লেশেতে রণে।।
অপর কি কব সর্ব্ব-নাশক শমনে।
তোমা সাহায্যে জিনিয়াছি অযতনে।।
তুমিও সমরে যাও সসৈন্য লইয়া।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ রামে আইস বধিয়া।।
এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর।
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণ গোচর।।
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে।
আপনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে।।
বধিয়া তোমার শত্রু সেই দুই নরে।

www.bengaliebook.com

সুগ্রীব মারুতি আর মুখ্য কপিবরে।।
আপনি মঙ্গল চিন্তা করিয়া আমার।
গৃহে থাকি সীতা লয়ে করহ বিহার।।
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন।
দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন।।
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে।
বজ্রদ্রষ্ট্র বীর যাত্রা করিলেক রণে।।
করিল বিবিধ মতে মঙ্গলাচরণ।
বান্ধিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ।।
পরিলেক অঙ্গে সানা মাথায় টোপর।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ পূরি তীক্ষ্ম শর।।
আর নানা অস্ত্র শস্ত্র করিয়া বন্ধন।
রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ।।
কিবা তার রথ অতি মনোহর হয়।
অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয়।।
তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম।
দ্বিসহস্র সপ্ততি সংখ্যক তুরঙ্গম।।
ঘোড়ার পশ্চাতে দুই সহস্র সন্ততি।
যাইতেছে মদমত্ত হাতী মন্দগতি।।
মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্য রথে।
এক লক্ষ ধনুর্দ্ধর যায় অগ্রপথে।।
আর মত ঢালি শূলী তোমরী খর্পরী।
যাইতেছে রথে ঘোটকেতে চড়ি।।
বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী।
নিনাদ ছাড়িয়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি।।
সেই সব শব্দে লঙ্কা করে দলমাল।
রণে যায় বজ্রদংষ্ট্র যেন মহাকাল।।
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল।
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল।।

www.bengaliebook.com

মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন।
শিবা সব করিতেছে অশিব নিঃস্বন।।
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুজল।
পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করে তারা মূত্র মল।।
তাহা দেখিয়াও বজ্রদংষ্ট্র অশঙ্কিত।
কহিতেছে সৈন্যাদিকে অত্যন্ত গর্ব্বিত।।
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন।
অতি মন্দ শুভকরী কহে সর্ব্বজন।।
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে।
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে।।
দেখিবি সকলে তোরা বিক্রম আমার।
বধিব সকল আমি শত্রুকে রাজার।।
আজি মোর বাণে হত কপির আমিষে।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে।।
আমিহ বধিয়া সুগ্রীবাদি কপিগণে।
ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর বজ্র হেন দাড়।
চর্ব্বণ করিব আমি তাহাদের হাড়।।
তোরা সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে।
শত্রু বধ করি শীঘ্র ফিরি যাব ঘরে।।
এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য হুহুঙ্কারে।
উপনীত হৈল আসি উত্তরের দ্বারে।।

তবে, দেখি তাহারে, সেই মত দ্বারে,
প্লবঙ্গমগণ।
তারা, তরু-শিখরী, করেতে ধরি,
রহে সুখী মন।।
তাহা, নিরখি তারা, মেঘের ধারা,
হেন বর্ষে বাণ।

www.bengaliebook.com

তাহে, বানরগণে, বিন্ধি সঘনে,
কৈলা খান খান।।
তবে, কুপিতমতি, বানর-ততি,
বৃক্ষ শিলা মারি।
করে, কুশিল-দন্ত, সেনার অন্ত,
গভীর হাঁকারি।।
তাহা, দেখি দুরন্ত, বজরদন্ত,
বরষিয়ে শরে।।
তার, বাণের তূণে, ধনুক গুণে,
কর্ণে বারে বারে।
কর, ভ্রমণ করে, কেহ তাহারে,
লক্ষিতে না পারে।।
তার, শর-নিকরে, যত বানরে,
জর্জ্জর করিল।
তাহে, রুধির ধারে, রণ ভিতরে,
তটিনী হইল। ।
তাহে, প্রাণ ছাড়িয়া, যায় ভাগিয়া,
ভল্ল কপিগণ।
তাহে, কাক শৃগালী, টানিয়া তুলি,
করয়ে ভক্ষণ।।
সেই, বজরদন্ত, শরেতে শান্ত,
দেখি আত্মকুলে।
যত, বানরবৃন্দ, ত্যজিয়া দ্বন্দ্ব,
ভাগে সিন্ধুকূলে। ।
তাহা, করিয়া দৃষ্ট, হইয়া রুষ্ট,
কপি-চূড়ামণি।
নিজে, চলিয়া রণে, করি সঘনে,
ঘোর সিংহধ্বনি।।
শুনি, সেই ত রব, কৌণপ সব,

www.bengaliebook.com

মূর্চ্ছিত হইল।
কত, ঘোটক করী, ভূমিতে পড়ি,
চীৎকার করিল।।
পরে, তারে দেখিয়া, ত্রাস পাইয়া,
বজ্রদংষ্ট্র-সেনা।
তারা, পলায়ে যায়, পাছে না চায়,
বারণ শুনে না।।
তবে তাহা নিরখি, মনেতে রোখি,
বজ্রদংষ্ট্র বীর।
সেই, তপন-সুতে, অতি বেগেতে,
বিন্ধে বহু তীর।।
তাহে, কুপিত মতি, কপির পতি,
চাপড় প্রহারে।
তার বামে ডাহিনে, ঘোটকগণে,
নিলা যমদ্বারে।।
আর, দুই পাশেতে, সারি ক্রমেতে,
যত করী ছিল।
মারি, গাছের বাড়ি, যমের বাড়ী,
তাদিকে প্রেরিল।।
পরে, শাল উপাড়ি, ঘূর্ণিত করি,
তপন-কুমার।
সেই, বজ্রদশন, প্রতি ক্ষেপণ,
কৈলা স-হুঙ্কার।।
সেই, রজনীচর, ছাড়িয়া শর,
শত পরিমাণ।
সেই, শাল তরুরে, কাটিয়া পাড়ে,
করি খান খান।।
তাহা, নিরখি সূর্য্য, তনয় শৌর্য্য,
করি প্রকাশন।

www.bengaliebook.com

এক, বৃহৎ শিলা, তুলিয়া নিলা,
পর্ব্বত যেমন।।
তাহে, বজরদন্ত, রথের অন্ত,
করিতে ছাড়িল।
তাহা, সেহ দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া,
ভূমিতে নামিল।।
সেই, ঘোর পাষাণে, তাহার যানে,
সুগ্রীব ভাঙ্গিলা।
আর, ঘোটক সাতে, ধ্বজ সহিতে,
সারথি নাশিলা।।
পরে, এক তরুরে ধরিয়া করে,
করিয়া ঘূর্ণিত।
সেই, বজরদন্ত, সেনার অন্ত,
কৈল রাম মিত।।
তেঁহ, গিরির শৃঙ্গ, করিয়া ভঙ্গ,
ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বজ্র-দশন বীরে, মারিতে পরে,
হৈল আগুসার।।
তাহা, নিরখি সেহ, বিকট দেহ,
গদা ঘুরাইয়া।
বীর, তপনসুতে, মারিলা মাথে,
গর্জ্জন করিয়া।।
কিবা, সুগ্রীব শিরে, ঠেকিয়া পরে,
সেই গদাদণ্ড।
একি, অশ্রুত কথা, কর্কটী যথা,
হৈল শত খণ্ড।।
তবে, কপি-ভূপতি, তাহার প্রতি,
সেই গিরিচূড়া।
নিজ, বাহুর জোরে, মারিয়া শিরে,

www.bengaliebook.com

করিলেন গুঁড়া।।
তাহে, রুধিরধার, বদনে তার,
বহে অনিবার।
সেহ, পড়িল ভূমে, দেখিতে যমে,
গেল প্রাণ তার।।
তবে, বজ্রদশন, পাইল মরণ,
দেখি তার সেনা।
তারা, ত্রাসিত হয়ে, ধায় পলায়ে,
ফিরিয়া চাহে না।।
তবে, সমর জিতি, বানরপতি,
করি সিংহনাদ।
দিলা, আপন সখা, নিকটে দেখা,
মনেতে আহ্লাদ।।
শুনি, তাহার বাণী, শ্রীরঘুমণি,
করি প্রশংসন।
দিলা, বাহু পসারি, হৃদয় ভরি,
তারে আলিঙ্গন।।

প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন

এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়।
বজ্রদংষ্ট্র-মৃত্যু-কথা কহিল রাজায়।।
বজ্রদংষ্ট্র পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
প্রহস্ত মামাকে তবে ডাকিল ত্বরিত।।
রাবণ বলে, মামা তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর।।
তুমি আমি নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ।
এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত।।
বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন।
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ। ।
প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সন্ধি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আন হাতে গলে বান্ধি।।
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হাস।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আজি করিব বিনাশ।।
আমি আছি রণে কেন পাঠাও অন্য জনে।
এখনি মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
আগে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি সার।
সীতা নাহি দিব যুদ্ধ করিব অপার। ।
অবানরা অরামা করিব ধরাতল।
দশানন বলে, মামা জানি তব বল।।

অষ্ট-অঙ্গে পর নানা রত্ন-অলঙ্কার।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার।।
রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে।।
চারি বীর অগ্রে যায় হাতে ধরে ধনু।
যজ্ঞধূম মহানদ কোপন মহাহনু।।
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে।
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে।।
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ।
সবারে প্রহস্ত বীর দিতেছে আশ্বাস।।
রাম লক্ষ্মণর আজি অবশ্য মরণ।
শকুনি গৃধিনী উড়ে ঢাকিয়া গগন।।
প্রহস্তের সৈন্যে দশদিক অন্ধকার।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব্ব দ্বার।।
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ।।
প্রহস্তের সেনাপতি প্রধান চারিজন।
হাতে ধনু আইল যে করিবারে রণ।।
যুঝিবার কাজ থাক দেখে চারি বীর।
ভঙ্গ দিল বানর সংগ্রামে নহে স্থির।।
পূর্ব্ব দ্বারে দৃঢ়তর হৈল গণ্ডগোল।
তিন দ্বারে থাকি শুনি কটকের রোল।।
তিন দ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যে অঙ্গদ হনুমান।।
পূর্ব্ব দ্বারে চারি বীর আসে শীঘ্রগতি।
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি।।
চারি বীর আসি করে গাছ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ।।
প্রহস্তের চারি বীর দেখে দূর হৈতে।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনুমান।
চারি বীর ধনু কাটি নিল চারিখান।।
হাঁটুর চাপন দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়ে গেল চারি বীর আগে।।
কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
লাথির চোটে মারিল রাক্ষস মহানাদ।।
মহাহনু হনুমানে দোঁহে বাজে রণ।
মহাহনু চেপে ধরে পবন-নন্দন।।
করিয়া পাথালিকোলা লয়ে গেল দূর।
কপটে কহিছে হনু বচন মধুর।।
তোর নাম মহাহনু আমি হনুমান।
মিতালি করিব নাম মিলিল সমান।।
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দুজন।।
শুনিয়া ত মহাহনু বলয়ে তরাসে।
মিত্র সনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে।।
হনুমান বলে কর বাঁচিবার আশ।
তিলেক বিলম্ব নাই করিব বিনাশ।।
রাক্ষসের সনে মোর কিসের মিতালি।
বজ্রমুষ্টি মারিয়া ভাঙ্গিব মাথার খুলি।।
এত বলি হনুমান কসে মারে চড়।
ভূমে পড়ি মহাহনু করে ধড়ফড়।।
মহাহনু পড়িল রুষিল যজ্ঞধূম।
প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম।।
কুপিল মহেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন।।
এড়িলেক শালগাছ দিয়া হুহুঙ্কার।
রথ সহ যজ্ঞধূম হৈল চূরমার।।

www.bengaliebook.com

যজ্ঞধূম পড়ে রণে রুষিল কোপন।
রুষিল দেবেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন।।
এড়িল কোপন বীর তিনশত শর।
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্জ্জর।।
কুপিয়া দেবেন্দ্র বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি।।
দুই হাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর।
গাছ পাথর লৈয়া বীর ধাইল সত্বর।।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গাছ পাথর হানে।
পড়িল কোপন বীর দুর্জ্জয় চাপনে।।
চারি সেনাপাতি পড়ে প্রহস্ত তা দেখে।
সন্ধান পূরিল চারি বীরের সম্মুখে।।
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় অঙ্গদ হনুমান।।
পূর্ব্ব দ্বারখান সেই নীলবীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক সব নীল তাহা দেখে।।
নীল বলে, প্রহস্ত কি বাড়িয়াছে আশ।
অবশ্য তোমারে আজি করিব বিনাশ।।
রুষিয়া প্রহস্ত বলে, ওরে বেটা নীল।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল।।
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী।।
তিন শত বাণ বীর যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া মারে নীল বীরের বুকে।।
বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি।।
দশ যোজন আনে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের শিরে মেরে মাথা কৈল গুঁড়া।।
প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার।
ভগ্নদূত রাবণে জানায় সমাচার।।

রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন

প্রহস্ত পড়িল রণে শুন লঙ্কেশ্বর।
রাবণ বলে কাল হলো নর ও বানর।।
রাবণ বলিলা, যেন ধনু ধর্ত্তে জানে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে।।
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি।।
ছত্রিশ কোটি রাবণের মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ সংহতি।।
ভাই ভাইপো আদি কুমার ভাগ নড়ে।
হাতী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে।।
যুঝিবার তরে নড়ে রাজা সে রাবণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ- আভরণ।।
মেঘের চপলা যেন গলায় উত্তরী।
মৃগমদ লেপিলেক সুগন্ধি কস্তূরী। ।
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভা কর্ণের কুণ্ডল।।
রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্ন মণি মুক্তা সাজাইল তথি।।
কনকে রচিত রথ মাণিক্যের চাকা।
রত্নে, কলসে সাজে নেতের পতাকা।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ সাজায় সুন্দর।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
খাণ্ডা টাঙ্গী শেল শূল মুষল মুদগর।
নানা জাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর।।

www.bengaliebook.com

গদা শাবল লয় কেহ কাছেতে কামান।
বিচিত্র নির্ম্মাণ করে লয় ধনুর্ব্বাণ।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে।।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী।।
এক লক্ষ দগড় দুলক্ষ করতাল।
দু-সহস্র ঘন্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।।
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া।।
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণে।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে।।
ঢেমচা খেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল।।
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
পাখোয়াজ তবলা বাজে ত্রিভুবনে কম্প।।
বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডম্বরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার।।
খঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল।।
তুরী ভেরী রণশিক্ষা বারো লক্ষ বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে দশ লক্ষ কাঁসী।।
টিকারা টঙ্কার আর চৌতাল মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ।।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ।
শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ।।
রত্নময় কলসে পতাকা সারি সারি।
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী।।
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন।।
রবি হৈল মন্দ-তেজ চাপিয়া কিরণ।
সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ।।
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর।।
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে যায় করি মার মার।।
মণিময় মুকুট শোভিছে দশ মাথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাণ হাতে।।
সৈন্য দেখে দশানন দাণ্ডাইয়া রথে।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথে।।
শত কোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ।
বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন।।
বিভীষণ বলে, রণে এল দশানন।
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন।।
ব্রহ্মার নির্ম্মিত রথ বহুরূপ ধরে।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ দিলা ধনেশ্বরে।।
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ।
আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ।।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রাম রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর।।

রাবণ সৈন্যের পরিচয়

কহিতেছে, বিভীষণ, রথে দেখ নারায়ণ,

www.bengaliebook.com

ছত্রদণ্ড ধরে দেবগণ।
কপালেতে দশ মণি, দীপ্ত যেন দিনমণি,
ঐ রাজা লঙ্কার রাবণ।।
হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন,
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী।
কুবুদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্যা কেন আনে,
পরনারী কেন করে চুরি।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লঙ্কেশ্বর,
দেবমায়া না বুঝে রাবণ।
আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম,
মোর হাতে সবংশে মরণ।।
কহে সুমিত্রা-নন্দন, এই কি রাজা রাবণ,
আর কেবা উহার সংহতি।
হাতে ধনু সুরচিত, ঐ পুত্র ইন্দ্রজিত,
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি। ।
কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন, কুম্ভকর্ণের নন্দন,
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার।
সারদা-চরণ সেবি, বাল্মীকি যে মহাকবি,
রামায়ণ করিল প্রচার।।

রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার।
রাম বলে, বিভীষণ হও আগুসার।।
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ।
কটক চিনায়ে দেয় তুলে ডানি হাত।।
রাবণের ধনু ওই রতনে খচিত।
রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিৎ।।
মেঘ সম অঙ্গ তাম্রবর্ণ দ্বি-লোচন।
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুইজন।।
নগেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি রণে পরাভব।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব। ।
এমন ঐশ্বর্য্য কেন হারায় রাবণ।
তোমার সংগ্রামেতে বাঁচিবে কোন্ জন।।
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা যায় বীরদাপে।।
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান।।

ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে।
গর্জ্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে।।
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান।।
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত সুগ্রীব রাজা দেখে।
কোপেতে রাবণ বাণ যুড়িল ধনুকে।।
তিন শত বাণ রাবণ যুড়িয়া ধনুকে।
গর্জ্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে।।
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে।।
সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিলা রঘুবর।।
সন্ধান পূরিয়া যান করিবারে রণ।
হেনকালে যোড়হস্তে বলেন লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু তুমি থাক বসে।
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমিষে।।
রাম বলে, কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন।।
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে না কর সাহস।।
তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান।।
হনুমান বলে, তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ আমি মারিব রাবণ।।
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার।
তবে ত লক্ষ্মণ তব যুঝিবার ভার।।
লক্ষ্মণের পদধূলি হনু লয় মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে।।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম সন্ধানী।
সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনী।।
দেব দানব জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হইয়া তোর বধিব জীবন।।
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হেন পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া।।
হের হস্ত দেখ মোর পর্ব্বতের সার।
হাতের অঙ্গুলি দেখ সর্পের আকার।।
হের নখ দেখি মোর বজ্রের সোসর।
এক চড়ে তোমারে পাঠাব যমঘর।।
রাবণ বলে, তোরে পেলে অন্যে নাহি কথা।
পড়িলি আমার হাতে আজি যাবি কোথা।।
হনু বলে, তোরে কি আর মারিব এক্ষণে।
পূর্ব্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ্ মনে।।
অক্ষয়-কুমারে মেরে পোড়ালাম শোকে।
সে শোক রাবণা তোর বিন্ধিয়াছে বুকে।।
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান।।
চাপড় খাইয়া রাবণ হৈল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ।।
সম্বিত পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর।।
রাবণ বলে, বানরা রে তুই বড় বীর।
তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর।।
হনুমান বলে, মোর কিসের বাখান।
মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ।।
তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে।
হারি সিদ্ধি হলো তোর সবার সাক্ষাতে।।
আপনা পাসরে কোপে রাজা ত রাবণ।
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন।।

হনুমানের বুকে মারে সে বজ্র চাপড়।
রথ হতে পড়ে হনু করি ধড়ফড়।।
ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনুমানে ছাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নীলে।।
সম্বিত পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ডাক দিয়া বলে, রাবণ হও সাবধান।।
রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপণা।
মোর সনে যুদ্ধ করে অন্যে দেও হানা।।
হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে।
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে।।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর।।
আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি।
কেমনে জিনিব রণ করয়ে যুকতি।।
দীর্ঘাকার নীল বীর যেমন দেউল।
মায়া করি নীল বীর হইল নেউল।।
নেউল প্রমাণ বীর হইল মায়াতে।
এক লাফে চড়ে গিয়া রাবনের রথে।।
রাবণের রথে চড়ে নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁফর।।
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ যোড়ে।
লাফ দিয়া নীল গিয়া রথধ্বজ ধরে।।
মাথা তুলি রাবণ রাজা উপরে নেহাল।
নীল বীর পড়ে তার ধনুকের হুলে।।
নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল।
লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল।।
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ।
মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ।।
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি।
মুকুট উপড়ে বেড়ায় ফিরি ঘুরি ঘুরি।।
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফাঁকি।
ঘনপাকে ঘুরে যেন নাচনীয়া পাখী।।
কুড়ি চক্ষে চায় তবু না দেখে রাবণ।
দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পায় দরশন।।
ক্ষনেকে দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে।
ধরি ধরি মনে করে স্থানান্তরে আসে।।
নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান।
নেউল প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে স্থান।।
কুপিল সে নীল বীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট উপর।।
ভাগ্যফলে রাবণের রহে দশ মাথা।
বহু মতে রাবণের করিল অবস্থা।।
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব।।
রাবণের মস্তকেতে নীল বীর মুতে।
মুখ বয়ে পড়ে মূত্র সর্ব্ব অঙ্গ তিতে।।
প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে।
আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া গেল স্রোতে।।
দেখিয়া ত দেবগণ দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণ রাজা লঙ্কা-অধিকারী।।
ধনুকে যুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে।
দেখিতে না পায় বাণ মারিবে কেমনে।।
একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে।
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে।।
মুকুট হতে রথে যেতে দেখিলেক ছায়া।
সন্ধান পূরিয়া নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া।।
বাণ খেয়ে নীল বীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পূণ্যফলে।।

www.bengaliebook.com

নীলবীর হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক।।
লক্ষ্মণ বলেন, তোর বুঝি বীরপণ।
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ।।
লক্ষ্মণের কথা শুনে রাবণ রাজা হাসে।
পলা রে তপস্বী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে।।
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।।
দুই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
ব্যর্থ গেল বাণ সব চিন্তিত রাবণ।
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ।।
তিন শত বাণ মারে যুড়িয়া ধনুকে।
ফুটে তিন শত বাণ লক্ষ্মণের বুকে।।
বুকে ফুটে বিন্ধি রহে বাণের যে ফলা।
লক্ষ্মণের অঙ্গে যেন রক্তপদ্ম-মালা।।
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি।
খসে পড়ে লক্ষ্মণেরে ধনুকের মুষ্টি।।
সম্বরিয়া লক্ষ্মণ সুস্থির কৈল বুক।
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক।।
কাটা গেল ধনুক, বানরগণ হাসে।
আর ধনু লয় রাবণ চক্ষুর নিমেষে।।
লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বরিষণ।
রাবণের বাণে আচ্ছাদিল সে গগন।।
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চাড়া।
কাটিলেন রাবণের রথের অষ্ট ঘোড়া।।
ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল।।
পড়িল সারথি অশ্ব, দেবগণ হাসে।
আর রথ যোগাইল চক্ষুর নিমেষে।।
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।
তিন শত বাণ তবে একবারে যোড়ে।।
দেখিয়া গন্ধর্ব্ব-বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ।
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ।।
লক্ষ্মণ রাবণ দোঁহে বাণ বরিষণ।
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ।।
দুইজনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা।
প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা।।
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ, বাণব্রহ্মজাল।
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল।।
অরুণ বরুণ বান, বাণ খরশান।
অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান।।
সুচীমুখী শিলীমুখী বাণ বিরোচন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোর দরশন।।
কালদন্ত ঐষিক আর দীর্ঘ কর্ণিকার।
ক্ষুরপার্শ্বে শেলান্তক অতি তীক্ষ্ণধার।।
নীল হরিতাল বাণ বিকট দর্শন।
অর্দ্ধচন্দ্র চক্রবাণ যমের সমান।।
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
দশদিক জল স্থল হৈল অন্ধকার।।
লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে।।
আর যে পঞ্চাশ বাণ পূরিল সন্ধান।
রাবণের বুকে বাজে বজ্রের সমান।।
খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে।।
মন্ত্র এড়িয়া রাবণ শেলপাট এড়ে।
যমের দোসর শেল বাণেতে উখাড়ে।।

www.bengaliebook.com

শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।।
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে।
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভস্ম হয়ে উড়ে।।
রাখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে।
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ উপরে।।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে।
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে।।
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ।।
রথে তুলি লঙ্কার ভিতরে লইতে চায়।
শত মেরু-ভার হৈল লক্ষ্মণের কায়।।
কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি।
নাড়িতে লক্ষ্মণ বীরে নহিল শকতি।।
হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন।
জটিল তপস্বী বেটা ভারি কি এমন।।
তুলিলাম হিমালয় পর্ব্বত মন্দর।
তা হতে অধিক কি মনুষ্য বেটা ভার।।
তুলিলাম কৈলাস পর্ব্বত বাম হাতে।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে।।
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান।
দূর হতে দেখে তাহা বীর হনুমান।।
রাবনের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড়।।
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে।
ঘুরিতে ঘুরিতে রাবণ পড়ে গিয়া রথে।।
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনুমানে।
করিয়া পাথালিকোলে তুলিল লক্ষ্মণে।।
বৈরিস্পর্শে হয়েছিলেন পর্ব্বতের ভার।
সেবকের হাতে হৈল তূলার আকার।।
লক্ষ্মণে রাখিল লয়ে শ্রীরামের পাশে।
ধেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমিষে।।

রাম রাবণের প্রথম যুদ্ধ

রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনুমান।।
রথে চড়ে যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে।
ভূমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে।।
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ।
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ি মারহ রাবণ।।
হনুমানের পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুবর।
ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর।।
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ।
যত দুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ।।
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
দশ মুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর যত দেখি।
পড়েছে আমার হাতে কার সাধ্য রাখি।।
রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর।
হনুমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর।।
অক্ষয়কুমারে মারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী।
বদ্ধ আছে ঘরপোড়া, এই বেলা মারি।।
বন্দী হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম।
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম।।

www.bengaliebook.com

নিজ বুদ্ধে বাঁধা গেছে আপনা আপনি।
নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি।।
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর।
বাণে বিন্ধি হনুমানে করিল জর্জ্জর।।
যুঝিতে না পারে হনু পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম।
বাণ ফুটে হনুর ছুটিল কালঘাম।।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনুর বুকেতে।
ক্রোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে।।
দশ যোজন দেহ কৈল আড়ে পরিসর।
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর।।
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ।।
হনুমানের লেজ দেখে রাবণের ভয়।
বালি রাজার মত পাছে লেজে বেন্ধে লয়।।
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
সব বাণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানী।।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারেন রাবণের বুকে।।
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন।
ক্ষণেকে সম্বিত পায় রাজা ত রাবণ।।
ডাক দিয়া রাম বলেন শুনরে রাবণ।
মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন।।
আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি বেশ।
লৌকিকতা লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ।।
রঘুবংশে জন্ম মোর রাম নাম ধরি।
এক দিনের রণে আমি বৈরী নাহি মারি।।
আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে।।
এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি।।
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডভণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড।।
সভাখণ্ড সকলে রামের কথা শুনে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম করেন সন্ধানে।।
বাণে দশদিকে আলো অগ্নি হেন ছুটে।
দশ মাথার মুকুট এক বাণে কাটে।।
কাটা গেল মুকুট খসিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল দশানন না পাইয়া লাগ।।
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন।।
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বরে সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি।।
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ।।
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।।
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ।।

কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথোপকথন

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পেয়ে অপমান।
পাত্রমিত্র লয়ে বৈসে করিয়া দেয়ান।।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চৌদিকে বেষ্টন।
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ।।
রাবণ বলে, বুঝিলাম দেবতার ফন্দি।
এতদিনে গড়াইল যা বলিল নন্দী।।
কুবেরে জিনিয়া আসি কৈলাস-শিখরে।
নন্দী দাঁড়াইয়াছিল শিবের দুয়ারে।।

শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার।
বিস্তর বিনয়ে নন্দী না ছাড়িল দ্বার।।
বিকৃত বানর-মুখ নন্দী যে দুয়ারী।
মুখপানে চাহি তারে দিলাম টিটকারী।।
নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ।
সেই শাপে পাই এত মনেতে সন্তাপ।।
নন্দী কহিলেন, আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর।।
বানর-মুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ।।
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে।
পরাজয় করিলেক বনের বানরে।।
করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর। ।
এই বর দিলা ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষ রক্ষঃ দেবতা গন্ধর্ব্বে নাহি ভয়।।
সবারে জিনিব রণে মাগি নিলাম বর।
সবে মাত্র বাকি ছিল নর আর বানর। ।
ভেবেছিলাম ভক্ষ্য মধ্যে এরা দুইজন।
কে জানে বানর নর দুর্জ্জয় এমন।।
পুনঃ ব্রহ্মা বর দিলা অনুকূল হয়ে।
কাটামুণ্ড যোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে।।
দেব দানব গন্ধর্ব্বেতে তোর নাহি ডর।
সবংশে মারিবে তোরে নর আর বানর।।
ব্রহ্মার বচন মোরে কভু নহে আন।
এতদিনে পাইলাম বড় অপমান।।
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে।।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে।
বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে।।
যার অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ ভোগে।
ছয় মাস নিদ্রা যায়, একদিন জাগে। ।
পাঁচ মাস গত নিদ্রা একমাস আছে।
আজি লঙ্কা মজিলে কি করিবে সে পাছে।।
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন। ।
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণ- ঘর।।
ভক্ষ্যদ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার।।
পালে পালে মহিষ হরিণ আনে কত।
ছাগল গাড়র নাহি হয় পরিমিত।।
সোণার নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বিচিত্র বহুতর।।
সারি সারি সোণার কলস সব সাজে।
নেতের পতাকা উড়ে জয়ঘন্টা বাজে।।
ত্রিশ যোজন ঘরখান দীর্ঘ নিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন।।
চারিক্রোশ যুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়।
দীর্ঘেতে যোজন অষ্ট দৃষ্টি নাহি হয়।।
চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি।
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোভিছে সারি সারি।।
রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন।।
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে।।
টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর।।

www.bengaliebook.com

যে সব রক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ।।
মদ্য তোলে সাত তাল-বৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ।।
অঙ্গ ভঙ্গে আলসে যখন তুলে হাই।
মুখের গভীর যেন বড় গড়খাই।।
কিরূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ।।
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে।।
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধি শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে।।
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক। ।
শাঁখ নাক-গর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তবদ্ধ।।
পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর।।
তিন অর্দ্ধ নাসারন্ধ্রে রহিতে না পারে।
নিশ্বাসে পড়িল গড়ে দিগ্ দিগন্তরে।।
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে।।
রাবণ গোচরে বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে।।
রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ আর পাথর। ।
মুষল মুদগর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে।
সাঁড়াশিতে মাংস টানে শেল শূল ফোড়ে।।
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে।।
মার খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিদীর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে মৈল কুম্ভকর্ণ।।
মহোদর বলে, এক যুক্তি মনে গণি।
লঙ্কার ভিতর হৈতে আনহ কামিনী।।
শোয়াও সে সবাকারে কুম্ভকর্ণ পাশে।
আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে।।
এত বলি সব বীর ধাইল সত্বর।
বিদ্যাধরী তুল্যা নারী আনিল বিস্তর।।
তাহারা শুইল কুম্ভকর্ণের আসনে।
সর্ব্বাঙ্গ করিল তার লেপন চন্দনে।।
তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন।
অতি সুশীতল লাগে কন্যা- পরশন।।
একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া।
পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ মোড়া দিয়া।।
নাকের নিশ্বাস যেন ঘন বহে ঝড়।
ভয় পেয়ে কন্যা সব উঠি দিল রড়।।
মহোদর বলে, এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি। ।
জাগাইতে না পারিবে এ সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্য-মাংস-গন্ধে।।
ঘূর্ণিত লোচনে বীর উঠে বসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে।।
অনন্ত বাসুকি হেন মেলিলেক হাই।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই।।
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে।।
অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ।
কোন্ বেটা লঙ্ঘিল রাবণ মহারাজ।।

www.bengaliebook.com

ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ জাগিলেন শুন লঙ্কেশ্বর।।
ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ।
কুম্ভকর্ণে জানাইল রাবণ সম্বাদ।।
শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি।।
মদ্য পান করিলেন সাত শকলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি।।
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বার তের শত পশু খায় একে বারে।।
কুম্ভকর্ণ বলে, বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগাও মোরে যাহার কারণে।।
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায় না ভাবে আপনা।।
ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আইসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে।।
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
যোড় হাতে কহে কুম্ভকর্ণ বিদ্যমান।।
দেবে কোপ না কর, নির্দ্দোষ পুরন্দর।
প্রমাদ পাড়িল এত নর আর বানর।।
সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটী বনে।
অগ্রে তার নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণে।।
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে।
সাগর ডিঙ্গায়ে হনু লঙ্কাপুরে আসে।।
লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনুমান।
তুমি থাকিতে লঙ্কার এতেক অপমান।।
প্রমাদ করিছে নর বানর আসিয়ে।
রাজা প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে।।
কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনে আসি রণ।
তবেত ভেটিব গিয়া রাজা দশানন।।
এত বলি কুম্ভকর্ণ চলে রণমুখে।
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে।।
রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা।
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না কর মন্ত্রণা।।
যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খাইতে চায়।
রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষসে যোগায়।।
বহুদিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উজাড়িল সাত শত হাঁড়ি।।
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান।।
মহারক্ত কত খাইল সংখ্যা নাহি হয়।
পালে পালে শূকর মহিষ আদি চয়।।
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর।
মেঘ হইতে সূর্য্য যেন হইল বাহির।।
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর।
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর।।
চলে যায় পথে যেন সুমেরু সমান।
দেখিয়া তা বানরের উড়িল পরাণ।।
দরশেনে ভঙ্গ দিল যত বানরগণ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ।।
বিভীষণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে।।
এতদিন কোথা ছিল এই মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া ত দুর্জ্জয় শরীর।।
না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার।
ইহার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার।।
বিভীষণ বলে, শুন রাম রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর।।

ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে।
কুম্ভখর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে। ।
গদা হাতে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ।
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন।।
কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেইকালে।
সূতিকা-ঘরের নারীগণে ধরি গিলে।।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী আদি বিস্তর রূপসী।
ধরে ধরে খাইল অনেক মুনি ঋষি।।
কোপ করি পুরন্দর বজ্র-অস্ত্র হানে।
বজ্র-অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে। ।
ঐরাবতের দন্ত উপাড়িয়া এক টানে।
সেই দন্ত প্রহারিল সহস্রলোচনে।।
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী উপর।
অমর কারণেতে বাঁচিল পুরন্দর।।
কুম্ভকর্ণের কথা শুন রাজীবলোচন।
গোকর্ণপুরেতে তপ করি তিন জন।।
ব্রহ্মা বর দিতে এল ভাই তিনজনে।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে।।
ব্রহ্মা বলেন, ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ।
নর বানরের হাতে সবংশে নিধন।।
তুষ্ট হয়ে আমারে বিধাতা দিলা বর।
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর।।
বর দিতে গেল ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণ-স্থান।
ইন্দ্র আদি দেবতার উড়িল পরাণ।।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ডর।
সৃষ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার পাইলে বর।।
যতেক দেবতাগণ দিয়া অনুমতি।
যুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী।।
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর।
ব্রহ্মা বলে, কুম্ভকর্ণ চাহ কোন বর।।
কুম্ভকর্ণ বলে ব্রহ্মা নাহি চাহি আন।
চিরকাল নিদ্রা যাই করহ বিধান।।
ব্রহ্মা বলে, দিলাম বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাহ হয়ে অচেতন। ।
বর শুনে শোকাকুল হইল রাবণ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ।।
রাবণ বলে, সৃষ্টি তুমি সৃজিলে আপনি।
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি।।
তোমার বচন কভু না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু করহ বিধান।।
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর শুনহ রাবণ।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ।।
অদ্ভুত ধরিবে বল, অদ্ভুত আহার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে দিন সংহার।।
এত বলি চতুর্ম্মুখ করিল গমন।
কুম্ভকর্ণ হইল নিদ্রায় অচেতন।।
স্কন্ধে করি নিবাসে আনিনু দুই ভাই।
কুম্ভকর্ণ-কথা এই শুনহ গোঁসাই।।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার।।
শুনি হরষিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কুম্ভখর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ। ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি। ।
কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ।
বসিতে দিলেন রাজা রত্ন-সিংহাসন। ।
কুম্ভকর্ণ বলে তব কারে এত ডর।
আজ্ঞা কর, কাহারে পাঠাব যমঘর।।

আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর।
কতবার জিনিয়াছি যম পুরন্দর।।
সাগর শুষিব আজি খাইব আগুনি।
শূলে খান খান করে কাটিব মেদিনী।।
চন্দ্র সূর্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে।
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খরস্রোতে।।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবনের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড।।
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন।
নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ।।
রাবণ বলে, নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ।।
তিন সহোদর মোরা, ভগ্নী মাত্র একা।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা।।
বিধবা হইয়া ভগ্নী কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর।।
শিবের সাধনা হেতু রহে স্থানান্তরে।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে।।
সঙ্গে দিলাম দুই ভাই খর আর দূষণ।
চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন।।
এইরূপে সূর্পনখা কিছুদিন থাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাই কি কব তোমাকে।।
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যায় ধাম।
চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম।।
ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল রামেরে।
দুর্ভাগার পুত্র বলি দিল দূর করে।।
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই, ভার্য্যা সে রূপসী।।
কুঁড়ে বেঁধেছিল বেটা পঞ্চবটী বনে।
সূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প অন্বেষণে।।
সূর্পণখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর আর দূষণ।।
রাম চন্দ্র যুদ্ধ করি মারে সর্ব্বজনে।
ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে।।
সূর্পণখার পরিতাপ সহিতে না পারি।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী।।
বুঝিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে।
মিতালি করিল গিয়া বানরের সঙ্গে।।
বালির ভাই সুগ্রীব সে কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে।
কটক সঞ্চয় কৈল সেবা করি তাকে।।
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে।
বুড়া এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে।।
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর।
বৃক্ষ পাথরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর।।
সেই বাঁধ বয়ে বানর এসেছে এপার।
ঘেরেছে কনক-লঙ্কা চারিটা দুয়ার।।
বসেছে পশ্চিম দ্বারে সে রাম লক্ষ্মণ।
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন।।
বড়ই দুষ্কর নর-বানরের রণ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন।।
কুম্ভকর্ণ বলে, শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যদি সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর।।
বনের বানর বন্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তারা না ভাবিহ মনে।।
কুম্ভকর্ণ বলে, হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্যরূপে দেব নারায়ণ।।

www.bengaliebook.com

রাবণ বলে, রাম যদি দেব নারায়ণ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ।।
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হইবে তপস্বী।
রাবণ বলে, কেন না সে হয় তীর্থবাসী।।
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে রাজার বেটা।
রাবণ বলে, সে কেন মাথায় ধরে জটা।।
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম ব্যাধ হৈতে পারে।
রাবণ বলে, কেন সে যজ্ঞসূত্র ধরে।।
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে ব্রহ্মচারী।
রাবণ বলে, তবে কেন সঙ্গে তার নারী।।
রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী।
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী।।
দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটী মূলে।
সেখানে পাকালে জটা আঠা মেখে চুলে।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দরে।
শঙ্কাতে আসিতে নারে লঙ্কার ভিতরে।।
মনুষ্য হইয়া বেটার এত অহঙ্কার।
বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার।।
বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা।
ত্রিভুবনের বানর লয়ে রামের মন্ত্রণা।।
আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির।।
রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
যোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে।।
এতদিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে।
বৃক্ষ পাথরেতে বান্ধে নর আর বানরে।।
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ।।
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
আমা সনে দ্বন্দ্ব করি গেল রামের স্থান।।
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে।
মনুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতি-হিংসা করে।।
অরুণ বরুণ যমে শঙ্কা নাহি করি।
সীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী।।
অন্যে হাসে হাসুক, হাসিবে পুরন্দর।
সেই বেটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর। ।
বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ।।
ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে।
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে। ।
লঙ্কাপুরী রাখহ আমার কর হিত।
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত।।

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা

কুম্ভকর্ণ বলে কিবা করেছ যন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা।।
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা।
তবে আর সাগর বান্ধিবে কোন্ জনা। ।
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী লয়ে তোমার মন্ত্রণা।।
আপনারে বড় দেখ বসে লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এ হেন লঙ্কা বনের বানরে।।
বালি হৈতে সুগ্রীব যে নহে পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে।।
পাইল অর্দ্ধেক রাজ্য মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমন্ত সুগ্রীব বানরা।।

এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণরাজা অগ্নি হেন জ্বলে।।
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিলাম ত্রিভুবন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডণ।।
কনিষ্ঠ নহিস্ যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিস্ সভার ভিতর। ।
কহিলে যে ভাল মন্দ অনেক কাহিনী।
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি।।
কুম্ভকর্ণ বলে, ভাই না বল বিস্তর।
বিপদ সময়ে নীতি কহে সহোদর।।
আমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা।
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা। ।
শ্রীরামের মাথা কাটি তোমারে দিব ডালি।
সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি।।
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি।
সুগ্রীবের মারিয়া পাঠাব যমপুরী। ।
বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ।।
হনুমানে মারি আজি লঙ্কাপুরী-বৈরী।
মারিব তাহার পর বানর কেশরী।।
চলিল সে কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে।
ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে। ।
মহোদর বলে ভাই করি নিবেদন।
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন।।
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী-নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী।।
কুম্ভকর্ণ বলে, কি কহিস্ মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসর।।
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ।
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন।।
মহোদর কুম্ভকর্ণ কথা দুই জনে।
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে।।
সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি।
পরায় মতির পাগ থরে থরে মণি।।
কুম্ভকর্ণ সাজিয়ে রাক্ষস পুলকিত।
চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত।।
কুমারের চাক যেন মাণিক-অঙ্গরী।
কুম্ভকর্ণের আঙ্গুলে পরায় যত্ন করি।।
কতমত যতনে পরায় তোড় তাড়।
মাথার মুকুট যেন মৈনাক পাহাড়।।
স্থানে স্থানে মরকত শোভা কত তার।
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার।।
রত্নেতে নির্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
রবি শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল।।
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে যোড়ে।
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে।।
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নব জলধর।।
আকাশের চন্দ্র খসে, বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বসুমতী।।
আকাশে অমর কাঁপে সাগর উথলে।
গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে।।
কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জ্জন গভীর।।
বড় বড় কপিগণের বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প।।

www.bengaliebook.com

ভয়ে শুখাইল মুখ কাঁপিল অন্তর।
গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর।।
চুল নাহি বান্ধে কেহ না পরে কাপড়।
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড়।।
বানরের ভঙ্গরবে কর্ণে লাগে তালি।
শত কোটি বানরে পলায় শতবলী।।
হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ।
আশী কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ।।
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণ যেন গৌরি।
ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী।।
গয় গবাক্ষ পলাইল ভাই দুই জন।
বানর পঞ্চাশ কোটি দোঁহার ভিড়ন।।
আশী কেটি বানরে পলায় হনুমান।
ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্ববান।।
পলায় সুষেণবেজ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট যাহার প্রচুর।।

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ

পলায় বানর-ঠাট কেহ নাহি তিষ্ঠে।
কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে এক দৃষ্টে।।
অঙ্গদ বলে, বানরগণ ভঙ্গ কি কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন।।
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে।।
যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি।
আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি।।
দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার।
রাক্ষসের রণে কেন হাসাবি সংসার।।
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন।।
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া গাছ পাথর বরিষে।।
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ হাতে ধরে শূল।
বানর-কটক বিন্ধি করিল নির্ম্মূল।।
বড় বড় বীরগণে শূলে বিন্ধি পাড়ে।
তৃণগণ যেমন অনলে পড়ে পুড়ে।।
পর্ব্বত তুলিয়া মারে বানর-কটকে।
কুম্ভকর্ণের অঙ্গে যেন তৃণ হেন ঠেকে।।
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর।।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে।
কুম্ভকর্ণ-রণ কেহ সহিতে না পারে।।
কুপিল সে নীলবীর কটকে প্রধান।
শালগাছ আনিলেক দিয়া এক টান।।
শালগাছ আনে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া।।
রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে।
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম ভিতরে।।
সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি।
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি।।
শরভঙ্গ কুমুদ নল গন্ধমাদন।
নীলের সহিত মিলে হৈল পঞ্চজন।।
পাঁচ বীর গাছ আর পর্ব্বত উপাড়ি।
কুম্ভকর্ণের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।।
বানরের গাছ পাথর কিছুই না গণে।
হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চজনে।।

www.bengaliebook.com

রহ রহ শব্দ বীর বানরের বলে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে।।
কোলের চাপনে বানর হৈল অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন।।
চাপনের ঘায়ে মূর্চ্ছা নীল সেনাপতি।
লাথির ঘায়ে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধাপতি।।
শরভক্ত গন্ধমাদন পড়ে দুইজন।
পঞ্চজন ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন।।
প্রথম সমরে যদি পঞ্চজনা পড়ে।
অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে।।
মার মার শব্দে বানর ধায় উভরড়ে।
কেহ স্কন্ধে চড়ে, কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে।।
কেহ পৃষ্ঠে উঠে কেহ কিল মারে ঘাড়ে।
কার সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণ মধ্যে পাড়ে।।
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।
মুখ সম্বরিতে নারে রক্ত পড়ে স্রোতে।।
সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ তাহে লয়ে পুরে।।
নাক কানের পথ যেন ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া বানর সব বেরয়ে অপার।।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে।
মূর্চ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে।।
হাতে গদা কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর।।
শতবলী ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
হনুমানের বুকেতে মারিল গদাবাড়ি।।
গদা খাইয়া হনুমান উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া গাছ পাথর বরিষে।।
ঘনে ঘনে বর্ষে যেন মহাশব্দ শুনি।
কুম্ভকর্ণের গদা ভাঙ্গি কৈল খানি খানি।।
গদা গেল কুম্ভকর্ণ লাগিল ভাবিতে।
লাফ দিয়া হনুমানে ধরিল ত্বরিতে।।
হনুমানের বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়ফড়।।
ভূমিতে পড়িল যদি পবন-নন্দন।
রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ।।
বড় বড় বীর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখে কেহ স্থির নহে মনে।।

সুগ্রীব কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের নাসা-কর্ণচ্ছেদন

বড় বড় বানর ধরিয়া সব গিলে।
আপনি সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে।।
শালগাছ উপাড়িল পবনের বেগে।
গাছ হাতে দাণ্ডাইল কুম্ভকর্ণ আগে।।
বড় বড় বানর মারিলি বাছের বাছ।
মোর ঘা সহ রে বেটা মারি শালগাছ।।
কুম্ভকর্ণ বলে আমি বিধাতার নাতি।
এড় দেখি শালবৃক্ষ বুঝিরে শকতি।।
এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্ব্বত প্রমাণ।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হৈল খান খান।।
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
এই মুখে খাও বেটা কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী।।
ভাল ছিল বালিরাজ বীর মধ্যে গণি।
কোন্ মুখে রাখিবে তাহার রাজধানী।।
দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জ্যাঠা গাছ বয়।
হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ হাতে তুলে লয়।।

আশী কোটি মণ লৌহে জাঠার গঠন।
দশ হাজার হাত জাঠা দৈর্ঘ্যে নিরূপণ।।
কুম্ভকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।।
দেখিয়া সুগ্রীব বীর না ভাবে মনেতে।
সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বামহাতে।।
ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে আপনা।।
কুম্ভকর্ণ কোপেতে পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে আনিল পর্ব্বত একখান।।
এড়িল পর্ব্বত গোটা বিপরীত কোপে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে।।
ঘেরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে।
সুগ্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে।।
লঙ্কার ভিতরে শীঘ্র যায় মহাবলী।
সুগ্রীবকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি।।
প্রথম বৃহন্দে যায় করে ঠেলাঠেলি।
দ্বিতীয় বৃহন্দে যায় পড়ে হুলাহুলি।।
তৃতীয় বৃহন্দে যায় পরম হরিষে।
সুগ্রীব রাজারে দেখে নারীগণ হাসে।।
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের লয়ে যায় বেন্ধে।
সকল বানরগণ মাথে হাত কান্দে।।
হনুমান মহাবীর কটকের সার।
মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার।।
কুম্ভকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে।
রাজা উদ্ধারিলে তবে প্রীতি পাই মনে।।
এতেক বলিয়া বীর যুঝিবারে যান।
বাহড় বাহড় বলি ডাকে জাম্ববান।।
যত দিন জীবে রাজা কোপ রবে মনে।
ভাল যাবে মন্দ রবে কি কাজ এ রণে।।
সেবক হইতে রাজা পাবে অব্যাহতি।
চিরকাল সুগ্রীবের ঘুষিবে অখ্যাতি।।
রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত।
কুম্ভকর্ণের হাত হতে আসিবে নিশ্চিত।।
জাম্ববান বাক্যে বীর নাহি দিল হানা।
উলটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা।।
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা পাইল সম্বিত।
চারিদিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্য গীত।।
চারিদিকে নিশাচর, না দেখে বানর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর।।
মহাবল সুগ্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
মনে মনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি।।
কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছিঁড়ে নাক।
ভয়ে কুম্ভকর্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক।।
দুই পার্শ্ব চিরে তোলে দু-পায়ের ভরে।
পঞ্চ অঙ্গে কুম্ভকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে।।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে সুগ্রীবের।
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপরে।।
দশনে নাসিকা নিল কর্ন দুই করে।
লাভ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে।।
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর।
প্রবেশ করিল গিয়া কটক ভিতর।।
কটকেতে পশিয়া সুগ্রীব মহাবলী।
কুম্ভকর্ণের নাক কাণ রামে দিল ডালি।।
সেই নাক কাণের কি কহিব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের সহিত কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু

নাক কাণ নাহি কুম্ভকর্ণ পায় লাজ।
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ।।
এত বল বিক্রমে সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা।।
নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমেষে।
বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে।।
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ মহাকোপে জ্বলে।
বড় বড় কপিগণে ধরে ধরে গিলে।।
নাসিকা কর্ণের পথ বিষম বিস্তার।
তাহা দিয়া কপিগণ বেরয় অপার।।
একে কুম্ভকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর।
কর্ণ নাসা গেছে আরো হয়েছে দুষ্কর।।
কোপদৃষ্টে কুম্ভকর্ণ যে দিকেতে চায়।
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায়।।
বোঁচা এলো বলে ছুটে সকল বানর।
দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণ গোচর।।
হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আগুসার।
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ হাসে একবার।।
কুম্ভকর্ণ বলে বেটা তোরে চাহে কে।
তোর ভাই রামা বেটা তারে এনে দে। ।
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এতদিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ।।
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান।
যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি হান।।
তোরে মেরে কাটিব রাবণের দশমাথা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা।।
শ্রীরামের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি করেছে বেটা ফিরে যাবে দেশে।।
এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি।।
কুম্ভকর্ণের ভয়ে লঙ্কা করে টলমল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিল, কাঁপিল রসাতল।।
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মালসাট দিয়া বীর রঘুনাথে বলে।।
খর দূষণ নাহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ।
মারীচ রাক্ষস নাহি মায়ার প্রবন্ধ।।
বালিরাজা নহি আমি কোমল শরীর।
বজ্র সম অঙ্গ আমি কুম্ভকর্ণ বীর।।
যেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে।
সেই সব বাণ এখন তুলে রাখ তূণে।।
তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যে সকল।
সেই সব বাণ মার বুঝা যাক্ বল।।
রাম বলে কুম্ভকর্ণ ত্যজ অহঙ্কার।
মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার।।
তীক্ষ্ম বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়।
ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে লব যমালয়। ।
রঘুনাথের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনেতে বাসনা বুঝি যাবে যমপাশে।।
হের দেখ দেহ মোর পর্ব্বত-প্রমাণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কেহ নাহি ধরে টান।।
কত অস্ত্র জান বেটা কত জান শিক্ষা।
ইন্দ্র যম জানে আমা আর জানে যক্ষা।।
যে বাণে মারিল বাল দুর্জ্জয় বানর।
সেই বাণ মারে কুম্ভকর্ণের উপর।।

রামের ঐষিক বাণ তারা হেন ছুটে।
কন্টক সমান যেন কুম্ভকর্ণ ফুটে। ।
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
বল বুঝি মোর ভাই আনে তোর নারী।।
লোহার মুষল বীর ঘন ঘন নাড়ে।
শ্রীরামের মত বাণ তাহে ঠেকে পড়ে।।
মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আইসে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন ত্রাসে।।
বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে চড় কীল মারে কারে মারে লাথি।।
ভূমে পড়ে নীলবীর হইলা কাতর।
মুষলের ঘায়ে মারে অনেক বানর।।
মুষল করিয়া হাতে ছুটে উভরায়।
পলায় বানরগণ পিছু নাহি চায়।।
ডাক দিয়া কহিতেছে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এক উপদেশ শুন যত কপিগণ।।
পাগল হয়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধে।
জন কত বানর উঠহ উহার স্কন্ধে।।
ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে।
ভূমিতে পাড়িয়া মার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে।।
লক্ষ্মণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর।।
কুম্ভকর্ণ-স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।।
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি উঠে দুই জন।।
সপ্ত জন চড়িলেক কুম্ভকর্ণ-স্কন্ধে।
কেশে ধরি টানে কেহ ঘাড়ে নখ বিন্ধে।।
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে।
দুই হাতে কুম্ভকর্ণ বানরে আছাড়ে।।
আছাড়ে গবাক্ষ বীর হারায় সম্বিত।
ভূমিতে পড়িয়া মুখে উঠিল শোণিত।।
গয় গবাক্ষ শরভ সে গন্ধমাদন।
আছাড়ের ঘায়ে সবে হৈল অচেতন।।
দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানে লাগে ডর।
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড়।।
কুম্ভকর্ণে পাড়িতে নারিল কোন জনে।
আরবার রাম অস্ত্র যুড়িলেন গুণে। ।
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডান হাতখান।।
হাতখান পড়ে যেন পর্ব্বত-শিখর।
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর।।
বামহাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে।
হাতে গাছ করি গেল রামের সদনে।।
ঐষিক বাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন বাম হাতখান।।
দুই হাত কাটা গেল, তবু নাহি টুটে।
শ্রীরামেরে গিলিবারে দ্রুতগতি ছুটে।।
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান।।
হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে। ।
দন্তে ধরি তুলে নিল লোহার মুষল।
মুষলের ঘায়ে মারে বানর-মণ্ডল।।
মুষল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ।
নয় বাণে মুষল করিলা খান খান।।
কাটা গেল মুষল শমতা নাহি তাতে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামেরে গিলিতে। ।

www.bengaliebook.com

রাহু যেন আসে চন্দ্র গিলিবারে তরে।
কুম্ভকর্ণ তেমনি শ্রীরামে গিলিবারে।।
কুম্ভকর্ণের মুখেতে যে পড়িছে শোণিত।
নাক কাণ কাটা যে দেখায় বিপরীত।।
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে।
আরবার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে।।
যমদণ্ড সম বাণ রত্নেতে মণ্ডিত।
দশদিক আলো করি ছুটিল ত্বরিত।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা।।
কাটামুণ্ড সাপটিয়া হনুমান তোলে।
টেনে ফেলে দিল লয়ে সমুদ্রের জলে।।
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড়।
মধ্য সাগরেতে যেন হইল পাহাড়।।
দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে।
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।।
দেবগণ সুখী হৈল রামের বিক্রমে।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে।।
কপিগণ বলে রাম করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে মোসবার ভার।।
না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে।
যুঝিবারে কাজ থাক, ভঙ্গ দরশনে।।
কুম্ভকর্ণ পড়িল গাহিল কৃত্তিবাস।
রাবণ শুনিল কুম্ভকর্ণের বিনাশ।।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের রোদন

তবে রণভঙ্গে যত নিশাচরগণ।
রণস্তলী ছাড়ি কৈলা লঙ্কা প্রবেশন।।
যেথা কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে।
দশানন চিন্তা করিতেছে মনে মনে।।
সমরে গিয়াছে আজি কুম্ভকর্ণ ভাই।
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই। ।
জয়বার্ত্তা দিবে দূত যে কালে আসিয়া।
তুষিব তাহারে আমি বহু ধন দিয়া।।
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল-আচার।
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার। ।
না করিতে না করিতে প্রণাম আমারে।
অগ্রেই যে আমি কোলে করিব তাহারে।।
রণবেশ ঘুচাইয়া দিব্য বেশ করি।
দু'ভাই বসিব এক আসন উপরি।।
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন।
নানামত উৎসব করিব আচরণ।।
এত ভাবি ক্ষণকাণ পরে দশানন।
উৎকণ্ঠিত হয়ে পুনঃ করয়ে চিন্তন। ।
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ।
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন।।
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয়।
হইল কি না হইল শত্রু-পরাজয়।।
বুঝি শত্রুজয় নাহি হইয়া থাকিবে।
জয় হৈলে কেন মোর হৃদয় কাঁপিবে।।
এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে।
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে।।
তাহা শুনি হইয়া বিস্ময়যুক্ত মন।
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন।।
একি একি আজি দেব মুনি যক্ষগণ।
করিতেছে আকাশেতে জয় উচ্চারণ।।

বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুম্ভকর্ণ ভাই।
উহাদের মুখে জয় শব্দ শুনি নাই।।
অতএব বড় শঙ্কা করে মোর চিতে।
না জানি হতেছে কিবা সংগ্রাম স্থলেতে।।
এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন।।
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত।
কহ রে কহ রে রণ-মঙ্গল ত্বরিত।।
ভীতমন হয়ে দূত কহিতে না পারে।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে।।
তবে কান্দি কান্দি ভগ্নদূত কহে সভাস্থলে।
মহারাজ কি কহিব রণের কুশলে।।
তোমার অনুজ গিয়া সমর ভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক বানর।।
পরে রাম-বাণেতে সে ত্যজিয়া পরাণ।
মহারাজ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান।।
যেইমাত্র এই কথা চরেতে কহিল।
মূর্চ্ছা হয়ে দশানন ভূতলে পড়িল। ।
তাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠাইয়া বসাইল আসন উপর।।
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যু-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন।।
মুহূর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয় শোকে কাতর হইয়া।।
ভাই নহি, আমি রে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর।।
আজি হৈল শূন্যাকার নিদ্রার চউরি।
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী।।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিফল।
কুম্ভকর্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল। ।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে, ঘুচে গেল ডর।।
কোথা গেলে ভাই মোর আইস সত্বর।
দুই ভাই মিলি গিয়া করিব সমর।।
ডানি হস্ত গেল মোর এত দিন পরে।
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।।
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ।
ধার্ম্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ।।

হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি।।
ওরে প্রাণাধিক ভ্রাতা, মোরে ছাড়ি গেলি কোথা,
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর,
এখনো না ছাড়ে এ শরীরে।।
কহি গেলে তুমি মোরে, মারি আসি রাঘবেরে,
আপনি বসিয়া থাক সুখে।

www.bengaliebook.com

তাহা না করিতে পারি, নিজে গেলে যমপুরী,
ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে।।
জিনিলে অসুর সুর, গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গপুর,
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের করে,
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর।।
যে তোমারে শরীরেতে, নাহি পারি প্রবেশিতে,
বজ্র ভূমিতলে পড়েছিল।
সে তুমি রামে শরে, বিদ্ধ হৈলে কি প্রকারে,
আমার কপালে একি ছিল।।
আর আমি কি প্রকারে, জিনিব সে পুরন্দরে,
শমন বরুণ দৈত্যগণে।
উপস্থিত শত্রুজনে, কিরূপে বধিব রণে,
লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে।।
ওরে ওরে ভ্রাতৃবর, তোমা বিনা মোরে ডর,
না করিবে আর কোন জন।
অপর কি কব আর, যাবৎ বানর ছার,
তারা হৈল অশঙ্কিত মন।।
না মরিতে না মরিতে, আগে ঐ আকাশেতে,
কোলাহল করে দেবগণ।
বুঝি বা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে,
করতালি দিয়া সর্ব্বজন।।
মারীচ কহিলা হিত, অতিশয় সমুচিত,
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষণ।
তুমিহ কহিলে পথ্য, সব কথা অতিতথ্য,
কিছু নাহি করিনু শ্রবণ।।
ধার্ম্মিক বিশুদ্ধ মন, সেই ভ্রাতা বিভীষণ,
করিলাম তার অপমান।
সেই পাপে বুঝি মোরে, নর বানরের করে,
পাইতে হইল অপমান।।
তুমি ভ্রাতা যদি গেলে, কি ফল ঐশ্বর্য্যে বলে,
কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে।
কি ফল সমর জয়ে, কি ফল বান্ধবচয়ে,
প্রাণ দিব রঘুপতি বাণে।।

নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, অতিকায় ও মহাপাশের যুদ্ধ ও মৃত্যু

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন।।
পিতার কাতর দেখি পুত্র জন্মে দুঃখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ সম্মুখ।।
করিলে তপস্যা পিতা হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর। ।
অমর হইল বিভীষণ নিজগুণে।
ব্রহ্মার কৃপায় সেই সর্ব্বশাস্ত্র জানে।।
শাস্ত্র-অনুরূপ খুড়া কহিলেক হিত।
ধার্ম্মিক চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত।।
ত্রিভুবন জিনে পিতা তোমার বাখান।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি নাহি ধরে টান।।
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
তারে জিনি পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী।।
ময়-দানব মহারাজ সর্ব্বলোক মাঝে।
কন্যাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পূজে।।
বাসুকির বিষদাহে ত্রিভুবন পুড়ে।
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে।।
ইন্দ্র যম বরুণের করিলে বিতথা।
মনুষ্য বেটারে জিনা কত বড় কথা।।
নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিব অবতার।
আজিকার যত যুদ্ধ সে আমার ভার।।
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সন্তাপ।।
ত্রিশিরা বিক্রম করে, রাজা হরষিত।
আর তিন ভাই তার রোষে আচম্বিত।।
দেবান্তক নরান্তর অতিকায় বীর।
সংগ্রামে যাইতে চাহে নাহি হয় স্থির।।
চারিজন মহাবল চিরকাল জানি।
চারিজনে ঐক্য হলে ত্রিভুবন জিনি।।
রাজ প্রসাদ যাহা পাইল চারিজন পরি।
কুসুম চন্দন মাল্য সুগন্ধী কস্তূরী।।
বীরধটি পরে কেহ নামে গঙ্গাজল।
রত্নেতে নির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল।।
পরিল সোণার সানা রত্নের টোপর।
মাণিক্যের হার সাজে গলার উপর।।
নানা রত্ন অলঙ্কার পরিল শরীরে।
কনক কঙ্কণ বালা পরে দুই করে।।
চারি বেটা পরিলেক চারি রাজার ধন।
রাবণের চারি বেটা কামিনী-মোহন।।
মহাপাশ বীর আর ভাই মহোদর।
ছয় জন যাত্রা করে সংগ্রাম ভিতর। ।
ছয় বীর যাত্রা করে সংগ্রাম প্রবীণ।
বিদায় হইয়া করে পিতৃ প্রদক্ষিণ। ।
নীল বর্ণ হস্তী এল নীল মেঘ-জ্যোতি।
ঐরাবতের বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি।।
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী।
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি।।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি।
সেই অশ্বে চড়ে দেবান্তক মহামতি। ।
আর অশ্ব ভূমে পাদ পড়ে কি না পড়ে।
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্বে চড়ে।।

www.bengaliebook.com

সাজালেক রথ যেন রবির প্রকাশ।
হাতে শেল তাতে চড়ে বীর মহাপাশ।।
আর রথ সাজায় মাণিক্য মণি হীরা।
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশিরা।।
সুবর্ণের রথ শত ঘোড়ার সাজনি।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি।।
পুত্র সব যাত্রা করে শুনি এ বচন।
সবার জননী আসি করিছে রোদন।।
কুম্ভকর্ণ হেন বীর পড়ে গেল রণে।
যাইও নাকো ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে।।
ধনুর্ব্বাণ হেন বীর পড়ে গেল রণে।
যাইও নাকো ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে।।
ধনুর্ব্বাণ ছাড় বাছা প্রাণ বড় ধন।
কল্যাণে থাকিবে রাখ মায়ের বচন।।
বিভা কৈলৈ কত দেব-দানব-নন্দিনী।
কোথা যাহ তা সবারে করে অনাথিনী।।
সম্প্রতি করিলে বিভা, নহে সহবাস।
অগ্নি দিয়া পোড়াল লঙ্কার গৃহবাস।।
চারি ভাই চতুর্দ্দোল লহ স্কন্ধে করি।
শ্রীরামেরে দেহ লয়ে জানকী সুন্দরী।।
হেন কর্ম্ম করিলে যদ্যপি রাজা রোষে।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্ব্বত কৈলাসে।।
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর।
সেবি তাঁকে পুত্র সম থাক তাঁর ঘর।।
মাতৃগণ-বচনেতে পুত্র সব কোপে।
পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাঁপে।।
পুত্রগণ কোপে বলে দিতাম প্রতিফল।
জননী বলিয়া এত সহি সে সকল।।
জগতের কর্ত্তা মোরা, বীরবংশে জন্ম।
মানুষের ডরে রব করে সেবাকর্ম্ম।।
আনিল পুষ্পকরথ পিতা যারে জিনে।
কোন্ লাজে শরণ লব তাহার চরণে।।
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে।
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে।।
বিপক্ষ-সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি।
দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী।।
আপন মন্দিরে যাহ না কর বিষাদ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মেরে ঘুচাব বিবাদ।।
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ।
গ্রাসিয়া বানর-সেনা দেখাব প্রতাপ।।
মায়েরে প্রবোধ করি ছয় জন সাজে।
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে।।
ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।।
ধূলায় দিবসে বাট হৈল অন্ধকার।
ছয়া বীর উত্তরিল করি মার মার।।
দুই সৈন্যে মিশামিশি বাজে মহারণ।
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ।।
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ।
বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে নিবারণ।।
রাক্ষসেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা।
বানর কটক পড়ে নাহি লেখজোখা।।
ব্যাঘ্রের ঝাঁপনি যেন বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাই, রণে নাহি ভঙ্গ।।
চড় চাপড় মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
কত শত রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া।।
অনেক রাক্ষস পড়ে অত্যল্প-বানর।
কুপিল যে নরান্তক রাবণ-কুমার।।

চতুর্দ্দিকে চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া।
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রবৃষ্টি করে ঘোড়া যোড়া।।
বানরেরে মারে বীর মহা শেলপাট।
বানরের রক্তে কাদা হয়ে গেল বাট। ।
নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে।।
ডাকিয়া সুগ্রীব কহে অঙ্গদের আগে।
দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাগে।।
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ।
নরান্তকে মেরে তোষ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে। ।
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে।
দূর হৈতে নরান্তকে বালিসুত ডাকে।।
দুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর।
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর।।
দেবতা জিনিস্ বেটা শেলের কারণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন।।
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পূজিত।
তুই অস্ত্র এড়িলে না হব আমি ভীত।।
পাইক মারিয়া বেটা ফির কি কারণ।
তোমাতে আমাতে যুঝি জিনে কোনজন।।
দুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক।
অঙ্গদের বিক্রমে সুগ্রীবের কৌতুক।।
কোপে নরান্তক বীর অধরোষ্ঠ কাঁপে।
এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে।।
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।।
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান।।
অঙ্গদ বলে, তোর, অস্ত্র গেল রসাতল।
মোর ঘা সম্বর বেটা, তবে জানি বল।।
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন।
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে মন।।
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চূর।
পড়িল দুর্জ্জয় ঘোড়া ঊর্দ্ধে চারি খুর।।
দুই চক্ষু ঠিকরিল জিহ্বা বাহিরায়।
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদ পানে চায়। ।
বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।।
শরীর ব্যথিত তবু নহেত কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর।।
মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে।।
নরান্তক পড়িল, দেখিল দেবান্তকে।
সসৈন্যেতে অঙ্গদে বেড়িল চারিদিকে।।
হস্তীর উপরে চড়ি আইল মহোদর।
চালাইয়া দিল করী অঙ্গদ উপর।।
অনুবল ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুই জন।।
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে বীরের ঝলকে ঝলকে। ।
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর।
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর।।
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর।
দেখি হনুমান বীর ধাইল সত্বর।।
মহারণে মিশামিশি হৈল ছয়জন।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ।।

www.bengaliebook.com

দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি।
হনুমানের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।।
কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শূর।
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চূর।।
হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর।
নীল সেনাপতি বিন্ধি করিল জর্জ্জর।।
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
এক টানে উপাড়ে পর্ব্বত একখানি।।
পড়িল পর্ব্বত গোটা শব্দ গেল দূর।
হস্তসহ মহোদরে করিলেক চূর।।
তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রাম মাঝে যায়।।
হনুমান মহাবীরে দেখিল সম্মুখে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে।।
প্রহারেতে হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে।।
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশান।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরারে করে খান খান।।
ভাই ভাইপো রণে পড়ে দেখে মহাপাশ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ।।
নীলবর্ণ গদাখান দেখে চারিভিতে।
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে।।
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারিপাশে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সবে কাঁপে ত্রাসে।।
মহাপাশের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইলে সকল বানরে।।
হেমকূট কপি আইল বরুণ-নন্দন।
পর্ব্বত উপাড়ে এক ঘোর দরশন।।
এড়িল পর্ব্বতখান অতি ক্রোধমনে।
মহাপাশ বীর পড়ে পর্ব্বত চাপনে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ।।

অতিকায়ের যুদ্ধারম্ভ

পড়ে বীর পঞ্চজনা দেখিবারে পায়।
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায়।।
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যা-নন্দন।।
রাবণ-সন্তান বলে দয়া না করিবে।
দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রটিবে।।
খুড়া দুইজন পড়ে, মহোদর আর।
রোষে অতিকায় বীর রাবণ-কুমার।।
মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আগুসার।
দিলেন আপন দিব্য-চাপেতে টঙ্কার।।
কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কার নিঃস্বন।

www.bengaliebook.com

তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল কপিগণ।।
বড় বড় বীর যত ভল্লুক বানর।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থর থর।।
তবে সেই রথে থাকি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতেছে সম্বোধিয়া প্লবঙ্গমগণে।।
ওরে ওরে মহামুর্খ মর্কট সকল।
পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল।।
ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম।
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম।।
আজি না রাখিব আমি ভুবন ভিতর।
আপন পিতার রিপু কপি কিংবা নর।।
তোরা কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া।
হিত কহি প্রাণ লয়ে যাহ পলাইয়া।।
এত বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন।
তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ।।
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায়।।
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে।
কেহ প্রবেশয়ে বনে কেহ বলি-দ্বারে।।
কেহ কেহ সিন্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া।
কেহ পত্র লতাদিতে গাত্র আচ্ছাদিয়া।।
কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে।
কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ বদন-বিবরে।।
কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে।
শয়ন করিয়া রহে শবের মাঝারে।।
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া।
কহিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া।।
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর।
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর।।

www.bengaliebook.com

উহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ।
ত্রাসিত হইয়া সবে করে পলায়ণ।।
কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
অতিকায়ে দেখি হৈল সবিস্ময় মন।।
যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে।
তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তর মাঝারে।।
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম্ম হয়।
দেখিলেও নব নব রূপে প্রকাশয়।।
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে।।

দেখ মিতা বিভীষণ, রণে এল কোনজন,
পর্ব্বত প্রমাণ রথে চাপি।
নিজেও ভূধর জিতি, শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি,
অতি ভয়ঙ্কর ভূপ্রতাপী।।
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে,
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।
পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদচয়,
গলে নানা আভরণ তায়।।
কিবা দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ,
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে।
পঞ্চ সুসারথি যার, ধ্বজ নরমুণ্ডাকার,
পতাকা উড়িছে চারি ধারে।।
দেখি রথ উপরেতে, অস্ত্র শস্ত্র নানামতে,
শূল শেল মুষল মুদগর।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল,
কাঠার কুঠার বহুতর।।
অতিশয় ভয়ঙ্কর, লৌহময় বাণ খর,
অষ্টত্রিংশ তূণ শোভা করে।

www.bengaliebook.com

স্বর্ণবদ্ধ সুশোভন, দিব্য দিব্য শরাসন,
চারিদিকে রহে থরে থরে।।
দশ হস্ত পরিমাণ, দুই পাশে দুই খান,
খড়্গা দুলিতেছে ভয়ঙ্কর।
ধরিয়াছে বাম করে, একখান ধনুকেরে,
ইন্দ্রধনু সম দীর্ঘতর।।
নিরখিয়া এইজনে, পলাইছে স্থানে স্থানে,
বানর সকল ভীত মনে।
কে বটে কাহার পৌত্র, কি নাম কাহার পুত্র,
কহ মিতা মম বিদ্যমানে।।

অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু

শ্রীরাম-বদনে শুনি এতেক বচন।
বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন।।
প্রভু বিশ্রবার পৌত্র রাবণ-নন্দন।
অতিকায় নামধারী হয় এই জন।।
জনম ইহার ধন্যা মালিনী উদরে।
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে।।
জ্ঞাতিজন সেবনেতে বড় অনুরক্ত।
একবার শ্রুতিমাত্রে শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত।।
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়ে।
অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা নিচয়ে।।
ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্রে ধীর।
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রতে মহাস্থির।।
ধনুক ধারণে আর বাণ বিমোচনে।
ইহার সমান নাই এ লঙ্কা-ভুবনে।।
ইহার বাহুর বল করিয়া আশ্রয়।
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছয়ে নির্ভয়।।
ইহার প্রভাব প্রশংসয়ে সর্ব্বজন।
দেবতা দানব যক্ষ বিদ্যাধরগণ।।
এই ঘোর তপ করি অনেক বরষ।
বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ।।
তাঁর স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান।
আর পাইয়াছে নানা অস্ত্র শস্ত্র বাণ।।
দিব্য এক অভেদ্য কবচ পাইয়াছে।
সুরাসুর নিকটে অবধ্য হইয়াছে।।
এই জিনিয়াছে বহু দেবতা দানবে।
যক্ষ বিদ্যাধর নাগ কিন্নরাদি সবে।।
এই করেছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন।
বরুণের পাশ করেছিল নিবারণ।।
এই লঙ্কা-মাঝে সব বীরের প্রধান।
দেব দৈত্য জয়ী শূর বীর বলবান।।
আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ।
কুমার ভাগেতে নাই এমন প্রতাপ।।
এই রণে যাবতীয় কপি ভল্লগণে।
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে।।

www.bengaliebook.com

অতএব ইহারে করিতে সংহরণ।
করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন।।
এইরূপ বিভীষণ কন রঘুবরে।
অতিকায় প্রবেশিল সমর ভিতরে।।
সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিছে বচন।।
অতিকায় বলে, খুড়া শুনহ উত্তর।
রাত্রি দিন সেব তুমি দেব গদাধর।।
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ হবে কোন জন।
তোমা প্রতি বড় প্রীত দেব নারায়ণ।।
অতিকায় বলিছে খুড়া নিবেদি তোমারে।
মোরে যেন করেন দয়া দেব গদাধরে।।
এত কহি অতিকায় রাখি বিভীষণে।
চালাইয়া দিল রথ রাম বিদ্যমানে।।
অতিকায় বলে, শুন জগত-গোঁসাই।
মম প্রতি কএব কেন দয়া হয় নাই।।
অতিকায় বলে, শুন দেব নারায়ণ।
স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন।।
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর।
পরম ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর।।
তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ।
দুইজনে রাজ্য দিব মারিয়া রাবণ।।
অতিকায় বলে রাজ্য নাহি প্রয়োজন।
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পাতন।।
এখন ও পদে করি এই নিবেদন।
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জন।।
বানরের সঙ্গে আমি না করিবে রণ।
পশুজাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ।।
বানরের সম্ভাবনা বৃক্ষ আর পাথর।
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর।।
সুগ্রীব রাজারে দেখি বকের সমান।
লক্ষ্মণ বালক রণে কি জানে সন্ধান।।
যোড়হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম।।
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণ-নন্দন।।
কত যুদ্ধ করিয়াছ বয়ঃক্রম কত।
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়।
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়।।
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার।
দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার।।
অতিকা বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ।।
লক্ষ্মণ বলেন, তুই জাতি নিশাচর।
ভাল মন্দ না জানিস্ করিস্ উত্তর।।
কে কোথা দেখেছে হেন শুনেছে শ্রবণে।
বয়স অধিক যার সেই রণ জিনে।।
আমারে ছাওয়াল বল প্রবীণ আপনি।
প্রাণে যদি যাইতে পার তবে বীর জানি।।
আজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি।
তবেত লক্ষ্মণ নাম বৃথা আমি ধরি।।
এত যদি দুজনে বচনে হৈল কক্ষা।
দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা।।
অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দুজন।।
সংগ্রামের দোষ গুণ কাহার কেমন।
রামচন্দ্র সাক্ষী আর খুড়া বিভীষণ।।

www.bengaliebook.com

মধ্যস্থ হইয়া দোঁহে করুন বিচার।
জয় পরাজয় রণে কি হয় কাহার।।
অতিকায় বচনে লক্ষ্মণ দিল সায়।
মহাযুদ্ধ বাজিল লক্ষ্মণে অতিকায়।।
অগ্নিবাণ অতিকায় করে অবতার।
লক্ষ্মণ বরুণবাণে করিল সংহার।।
দুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে।
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে।।
হস্তিবাণ এড়ে অতিকায় মহাবল।
সিংহবাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল।।
মারিল পর্ব্বত-বান অতিকায় রোষে।
লক্ষ্মণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে।।
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বিকট- দশন।
ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোর দরশন।।
এই সব বাণ দোঁহে করে অবতার।
দশদিক জল স্থল বাণে অন্ধকার।।
দুই জনে বাণ মারে অতি পরিপাটী।
অন্তরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি।।
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়া বাহু নাড়া।
অতিকায়-রথের কাটেন শত ঘোড়া।।
আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর।
কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির।।
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী।
চক্ষুর নিমেষে রথ জোগায় সারথি।।
রথ পাইয়া অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
তিন কোট বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে।।
সে বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে।
স্বর্গেতে দেবতা সব সাধু সাধু বলে।।
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয়।
শাণাতে ঠেকিয়া বাণ পাইল পরাজয়।।
শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কানে বায়ু কহে উপদেশ। ।
অক্ষয়-কবচ আছে অঙ্গেতে উহার।
অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার।।
সহজেতে না মরিবে রাবণ-কুমার।
ব্রক্ষ-অস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার।।
উপদেশ কহিয়া পবন দেব নড়ে।
মন্ত্র পড়ি লক্ষ্মণ বীর ব্রক্ষ-অস্ত্র যোড়ে।।
লক্ষ্মণ এড়িলা বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণ দেখে অতিকায়ের উড়িল পরাণ।।
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে।
অতিকায়ে তবু তাহা ফিরাইতে নারে। ।
অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান।
অতিকায় মাথা কাটি কৈল দুই খান।।
অতিকায় পড়িল রাক্ষস ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে।।
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ। ।
সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে।
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে।।
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে।।
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচর কুলে।
তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে। ।
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে।
কাটামুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে।।
বানরেতে রামজয় শব্দ করে মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে।।

অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম ভিতরে। | দূত যায় সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে।।

অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের রোদন

তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন-পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদ গদ ভাষে।।
মহারাজ চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল দুই জন ভ্রাতা আর।।
তার মধ্যে পঞ্চ জনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল।।
দূতমুখে এই বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন।।
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন।।
পুনর্ব্বার দূত কৈল সব নিবেদন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল দশানন।।
কিছুকাল পরে পুনঃ সম্বিত পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া।।
হইয়াছে অতিশয় শোকতে মগন।
নাহি পারে করিবারে ধৈরয ধারণ।।
বিংশতি নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠ হয়ে রাজা ক্রন্দন করয়।।
কোথা গেল সহোদর ভাই মহাপাশ।
কোথা গেল চারি পুত্র করিয়া উদাস।।
পিতৃশ্রাদ্ধ করে পুত্র, সর্ব্বকালে শুনি।
পুত্রশ্রাদ্ধ করে পিতা, এ অদ্ভুত গণি।।

কি হইল হায় হায়, দুঃখ নাহি সহা যায়,
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে।
শোকানল বিপরীত, হয়ে অতি প্রজ্বলিত,
নিরবধি প্রাণ মন দহে।।

www.bengaliebook.com

পুড়ি মরিতেছি একে, কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা-শোকে,
ক্ষণকাল স্থির নহে মন।
তদুপরি আরবার, এই বজ্র সম্প্রহার,
কি করিয়া ধরিব জীবন।।
ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র,
কোন্ স্থানে করিলি গমন।
না দেখি তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন।।
তোমা বিনা ঘর দ্বার, সব হৈল অন্ধকার,
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
অন্ধ হৈল সব নেত্র, জ্বলিতেছে মোর গাত্র,
হৃদয় হতেছে উচাটন।।
ওরে ওর বাছা মোর, না দেখিব আর তোর,
সুধাংশু সমান সে বদন।
আর তোরে নিজ ক্রোড়ে, না বসাব ধরি করে,
না শুনিব সে মিষ্ট বচন।।
কে কহিবে মোর আর, হিত কথা শাস্ত্র-সার.
কে করিবে বিপদে মোচন।
কে করিবে শত্রু জয়, কে তুষিবে বন্ধুচয়,
সম্মানিবে কেবা মান্য জন।।
ওরে বাপ দেবান্তক, ত্রিশিরা রে নরান্তক,
ভ্রাতা মহাপাশ সহোদর।
তোরা সবে ছাড়ি মোরে, গেলি কোন্ দেশান্তরে,
না দেখিয়া পোড়য়ে অন্তর।।
যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কি কাজ তবে,
মরিব ডুবিয়া রত্নাকরে।
এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদ-শেল,
জিনিতে নারিনু রঘুবরে।।

www.bengaliebook.com

রাবণের নিকট ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যাইবার অনুমতি গ্রহণ

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
কোনমতে স্থির নাহি হয় একক্ষণ।।
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্ব্বজনা।
কেহ না করিতে পারে কাহারে সান্ত্বনা।।
তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সম্বরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি।।
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্য জনে।
আজ্ঞা কর মেরে আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি।
রামসৈন্য মারিবারে এই আমি চলি।।
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনুমান।
বড় বড় বানরের লইব পরাণ।।
নল নীল সুষেণে মারিব অবহেলে।
জাম্ববানে ডুবাইব সাগরের জলে।।
সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বেটা বুড়া।
গদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া।।
কেশরী বানর বেটা ঘরপোড়ার বাপ।
যমালয়ে পাঠাইব করে বীরদাপ।।
মারিব শরভ আদি যত কপিগণ।
বধিব লঙ্কার শত্রু খুড়া বিভীষণ।।
যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ।
বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ।।
মেঘনাদের কথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত।।
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
নর ও বানর মারিয়া ঘুচাও প্রমাদ।।
ভুঞ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন।
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র রয়েছ এখন।।
চারি পুত্র পড়ে রণে, রাবণ চিন্তিত।
যোড়হাতে বাপের আগে কহে ইন্দ্রজিৎ।।
লঙ্কা-অধিপতি তুমি, ভুবনের রাজা।
ইন্দ্র-আদি দেবতা তোমারে করে পূজা।।
কিসের সংগ্রাম নর-বানেরর সনে।
এখনি বান্ধিয়া আনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।।
এতেক কহিলা যদি রাবণ-নন্দন।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দিল দশানন।।
রাজ-আভরণ দিল দেবের বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।।
বাপের দুলাল সেই পুত্র মেঘনাথ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ।।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ- আভরণ।।
বীর পরিধান পরে নেতের যে ফালি।
তিনশত ফের দিয়া বাঁধিল কাঁকালি।।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার।
গলার উপরে তুলি দিল রত্নহার।।
স্বর্ণ নবগুণ পরে, পরে স্বর্ণপাটা।
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফোঁটা।।
সোনার দাপনি লয় নব অঙ্গে বহি।
এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি।।

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমনোদ্যোগ

রাজ-আভরণ দেবের পরে বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত।।
ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি।
শীঘ্র কর রথসজ্জা ডাকিছে আপনি।।
সারথি আনিল রথ সংগ্রাম কারণ।
মনোহর বেশে রথ করিল সাজন।।
করিলেক রথসজ্জা রথের সারথি।
মাণিক্য প্রবাল কত বসাইল তথি।।
কনক রচিত রথ মুক্তার সঞ্চারে।
চারিদিকে স্বর্ণবৃক্ষ ফল ফুল ধরে।।
চন্দ্র-সূর্য্য তেজ জিনি রথের কিরণ।
প্রবাল মুকুতা কত রথের সাজন।।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া গলে রত্নের বিম্বকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকি।।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের নিজ বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী।।
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকারা।
তুরী ভেরী জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা।।
কাঁশি বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটী।
দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি।।
ঢেমড়া খেমচা বাজে, বাজে করতাল।
ঠমক খমক তাসা শুনিতে রসাল।।
বাজে শিঙ্কা ডমরু তাম্বুরা জয়ঢাক।
ঝাঁঝরি মোচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক।।
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, মন্দিরা মৃদঙ্গ।
রণশিক্ষা খঞ্জনী আর গভীর ভোরঙ্গ।।
কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোররবে বাজে।
কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে।।
বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত।
কহিতে না পারা যায় তার সঙ্খ্যা যত।।
অসংখ্য সেতার বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
বাদ্যভাণ্ড-ঘোর-শব্দে ত্রিভুবন কম্প।।
তিন কোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল।
গর্জ্জিয়া পবন যেন যুড়িল বাদল।।
কটক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে।
মন্দোদরী জননীরে তখন মনে পড়ে।।
মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি।
অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী।।
ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে।।
এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সভক্তি অন্তরে।
মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে।।
সৈন্য সেনাপতি যতি দ্বারেতে রাখিয়া।
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া।।
সুবর্ণের খাটপাট স্বর্ণময়ী পুরী।
সে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি।।
দশ হাজার সতিনী বেষ্টিতা মন্দোদরী।
তাহার সুখের সীমা কহিতে না পারি।।
নারায়ণ-তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতি।
মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্ব্বতী।।
ঝিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী।
দশ হাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী।।
দশ হাজার নারী মেঘনাদের গৃহিণী।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী।।
আর যত রমণী লঙ্কার একত্তর।
শিবদুর্গা পূজি মাগে রণজয়ী বর।।
হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হলে উপনীত।
পূর্ব্বাচল হৈতে হেন আদিত্য উদিত।।

www.bengaliebook.com

কিরণে অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা।
তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা।।
প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্রপানে।।
আস্তে ব্যস্তে উঠে রাণী ধরে দুই হাতে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদের মাথে।।
মন্দোদরী বলে আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে।।
তোমা পুত্র গর্ব্বে ধরে হই পাটরাণী।
চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার সতিনী।।
শ্রীরাম মনুষ্য না বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায়।।
পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ।।
রামের সীতা রামে দেহ, করহ পীরিতি।
মজিল কনক-লঙ্কা নাহি অব্যাহতি।।
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু-অবতার।।
বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর।।
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
অন্যকে রণেতে কেন পাঠায় এখন।।
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নর-বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে।।
সীতা ফিরে দিন রাজা, শুনুন মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই, করহ ঘোষণা।।
মন্দোদরীর কথা শুনে মেঘনাদ হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে।।
জগতের কর্ত্তা মাতা হয় মোর বাপ।
অষ্ট লোকপালে জিনি দুর্জ্জয় প্রতাপ।।
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে।
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ-সমাজে।।
বামা জাতি হও তুমি তেমতি বচন।
স্বামী নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ।।
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী।
শচী জিনে শতগুণে তুমি ঠাকুরাণী।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যত দেবগণ।
পরদার নাহি করে কোন্ মহাজন।।
ইন্দ্র-সুরপতি দেখ দেবতার সার।
গুরু-পত্নী হরণে কি হৈল দেখ তার।।
গৌতমের শিষ্য হয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
করিল কুৎসিত কর্ম্ম না ভাবিল লাজ।।
সবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম।
যাহার কারণে নারী ত্যজিলা গৌতম।।
ব্রাহ্মনের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি।
চন্দ্র হেন হরিলেন গুরুর রমণী।।
পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আলয়।
তথা হরে গুরুপত্নী, মিথ্যা তাহা নয়।।
তবু চন্দ্র রূপেতে জগৎ আলো করে।
পুরুষে এমন পাপ কেবা নাহি করে।।
জগতের প্রধান এক দেবতা পবন।
সেই করেছিল দেখ বানরী- গমন।।
কোন্ জন নাহি করে হেন কদাচার।
মিছে কেন দেহ দোষ পিতাকে আমার।।
রাম যে মনুষ্য-জাতি নহেন গর্ব্বিত।
আনিল তাহার নারী কোন অনুচিত।।
খর দূষণ মারিয়া হয়েছে রাম বৈরী।
ভাল করিলেন পিতা আনি আর নারী।।

www.bengaliebook.com

এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ রাণ্ডী তবে দিলেক যোগান।।
কহিছে সকল রাণ্ডী করি যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ।।
যুদ্ধ করে মৈল আমাদের স্বামীগণ।
শোকেতে আকুল তাহা সবার কারণ।।
গগনে যখন হয় দুই প্রহর বেলা।
পড়ে যায় রাণ্ডীদের হবিষ্যের মেলা।।
লঙ্কাপুরের ঘরে ঘরে জ্বলয়ে তিয়ড়ি।
কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হাঁড়ি।।
নয় হাজার নারী তোমার পরমাসুন্দরী।
করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী।।
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে।
নর ও বানরে জিনে এস পরম-কুশলে।।
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয়।
সংসারেতে কেহ যেন রাণ্ডী নাহি হয়।।
রাণ্ডীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে।।
বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি।
এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি।।
সূর্পণখা রাণ্ডী দেখ হয় তব পিসি।
রাক্ষসী হইয়া সে মানুষে অভিলাষী।।
বয়সের সংখ্যা নাই পাকাইল কেশ।
রামেরে ভুলাতে ধরে মনোহর বেশ।।
রাণ্ডীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক সংসারে।
সংগ্রামেতে যাহ বাছা শুভযাত্রা করে।।
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর।
বন্ধু বান্ধবের শোকে দহিছে শরীর।।
হর-পার্ব্বতীর প্রিয়ভক্ত দশানন।
কেন এসে রক্ষা নাহি করে দুইজন।।
উপকার কি করিল শঙ্কর পার্ব্বতী।
সূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি।।
বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি।।
রাণ্ডীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ।
সবারে প্রবোধ-বাক্যে কহে মেঘনাদ।।
না কান্দ না কান্দ সবে পরিহর শোক।
স্বর্গেতে গিয়াছে তোমাদের পতি-লোক।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে রণে মারিয়ে এখনি।
নিবাবই সকলের মনের আগুনি।।
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান।
মন্দোদরী কহে তবে পুত্র বিদ্যমান।।
রূপে গুণে বীর তুমি পরম সুন্দর।
দেব দানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর।।
নয় হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী।।
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি।
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি।।
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ ভাষে।
বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হাসে।।
যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি।
কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুকতি।।
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবারে মনে।
কোন্ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে।।
করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা।
ইষ্টদেব অর্চ্চনে হইল এত বেলা।।
যজ্ঞেতে আহুতি গিয়া দিব যে এখনি।
ছোঁবার থাকুক কাজ না হেরি রমণী।।

যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ।।
ভক্তিভাবে জননীর চরণ বন্দিয়া।
যজ্ঞতরে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ।।

ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন

বৈসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে।
যোগায় যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ নিশাচরে।।
রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন।
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সুরক্ত-চন্দন।।
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কাল ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস।।
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল।।
তীক্ষ্ম অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি।
যজ্ঞেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটি।।
আতপ তণ্ডুল যব পাটি পাটি আনে।
হবিতে মিলিত করি দিতেছে আগুণে।।
রক্তবস্ত্র মাল্য দেয় যোবড়ায়ে ঘৃতে।
দশ হাজার ব্রাহ্মণ বসেছে চারিভিতে।।
অগ্নির দুর্জ্জয় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন।।
তপ্ত কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি আসি দিল দেখা।।
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান।
যব ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান।।
যে বর চাহিল ইন্দ্রজিৎ পাইল সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে।।
রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে।।
চণ্ডমুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত মার মার করে।।
পুর্ব্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীল-সেনা।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা।।
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডরে।
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপরে।।
বানরের ভঙ্গ দেখে নীল বীর রোখে।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে।।
নীর বীর বলে, ওরে বেটা মেঘনাদ।
জীয়ন্তে ফিরিয়া যাবে না করিহ সাধ।।
সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে।
রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিভীষণে।।
অজেয় সুগ্রীব রাজা অতুলনা বল।
গাছ পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল।।
দুকূল সমুদ্র বেঁধে কৈল এক কূল।
রাক্ষস-কটক মেরে করিল নির্ম্মূল।।
জীবনের বাঞ্ছা যদি চাহ ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও ত্বরিত।।
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর।
পাঠাইবে যমালয়ে সুগ্রীব বানর।।
ইন্দ্রজিৎ বলে, বেটা ভ্রমিছিলি বনে।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে।।
না জান ধরিতে অস্ত্র কথার আঁটনি।
এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি।।

সুগ্রীব বানরা, তার কিসের বাখান।
লক্ষ্মণ মানুষ-বেটা কত জানে বাণ।।
গোটাকত রাক্ষসে মারিয়া তোর রাম।
মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম।।
সেই দিন মরে যেন বেটা নাগপাশে।
ভাগ্যবলে বেঁচে গেল গরুড়-নিশ্বাসে।।
পক্ষী-বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান।
ধিকরে বানরা তার করিস্ বাখান।।
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা।
নীল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা।।
কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ।
তুই না মরে মরে তোর খুড়া কুম্ভকর্ণ।।
আগু পাছু না জানিস্ জাতি নিশাচর।
তুই থাকিতে মরে কেন তোর সহোদর।।
না জানি ধরিতে অস্ত্র হাতে নাহি আঁটে।
মারিব রাক্ষসগণে আইলে নিকটে।।
নাহিক আহার নিদ্রা জাগি সারারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি।।
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা।।

ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে বিভীষণ ও হনুমান ব্যতীত সসৈন্যে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের পতন

কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আসে মনে।।
আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ।।
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে মেঘনাদ ধানুকী।।
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ।।
খাণ্ডা ও ডাঙ্গস টাঙ্গী ছুরি এক ধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা।।
নানা অস্ত্র বানরেরে করয়ে প্রহার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার।।
হস্ত পদ কাটে, বানর পড়ে কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায় মাটি।।
পলাইয়া যায় কেহ, মনে করে অন্ত।
ছুতা করে পড়ে কেহ সিটকিয়া দন্ত।।
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে, গায়ে মাখে বালি।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি।।
ভাল ছিল বালি রাজা গুণের সাগর।
আপনার পুত্র সম পালিত বানর।।
বালি রাজার খাইয়া পরিয়া গেল কাল।
এত দিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল।।
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্র-দণ্ড।
লঙ্কাতে বানর আনি কৈল লণ্ডভণ্ড।।
রাম সুগ্রীবের আর কিসের উপরোধ।
ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নাহি করি বিরোধ।।
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে।।
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুণের কণা।
পড়িল যে নীলবীর সহ নিজ সেনা।।
রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
বানর সহস্র কোটি পড়ে পূর্ব্বদ্বার।।

www.bengaliebook.com

পূর্ব্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণদ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ।।
দক্ষিণ দুয়ারে বানর কোন্ বীর জাগে।
পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ মোর আগে।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বলে অঙ্গদ প্রভৃতি।
মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ রাতি।।
নাহিক আহার নিদ্রা নাহি সুখ- আশ
যাবৎ রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ।।
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা।।
ছারখার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী।
বিভীষণের কোলে দিব রাণী মন্দোদরী।।
কোপে ইন্দ্রজিৎ শরবের বাক্য শুনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে।।
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ।।
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে।।
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ।।
ব্রহ্ম- অস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পেয়ে বর।
বাণ ফুটে মূর্চ্ছাগত অসংখ্য বানর।।
বড় বড় বানর হইল অচেতন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালির নন্দন।।
আশী কোটি বানর পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে।
বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে।।
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।।
উত্তর দ্বারেতে কোন্ কোন্ বেটা জাগে।
পরিচয় দেহ তা দারুণ নিশাভাগে।।
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে।।
অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে।
আপনি সুগ্রীব রাজা রয়েছে জাগিয়ে।।
অন্ন জল না খাই, না যাই নিদ্রা রেতে।
যাবৎ রাক্ষস-বংশ না পারি মারিতে।।
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধারব দণ্ড ছাতা।।
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিৎ বানর-বচনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে।।
আজিকার যুদ্ধে আগে বাচুঁক জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ।।
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বানর কটক বিন্ধে সন্ধান পূরিয়ে।।
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ।।
মারে কাটে বানরেরে কেহ নাহি দেখে।
উত্তর দ্বারেতে বানর পড়ে লাখে লাখে।।
বানর-কটক পড়ে বীর চূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি।।
রক্তে নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর।
অসংখ্য বানরে পড়ে সুগ্রীব-বানর।।
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ।।
পশ্চিম দুয়ারে কোন্ কোন্ বীর জাগে।
ত্বরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে।।
হনুমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে।।

সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ।
বড় বড় বীর জাগে পর্ব্বত প্রমাণ।।
জাগিছে সুষেণ বেজ রাজার শ্বশুর।
জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ জাগে সংসার-পূজিত।
আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিৎ।।
নাহিক আহার নিদ্রা জাগি দিবা রাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি।।
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা।
বিভীষনের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা।।
বিভীষণে সমর্পিব কনক লঙ্কাপুরী।
কেলি করিবারে দিব রাণী মন্দোদরী।।
এত শুন মেঘনাদ মহাকোপে মনে।
হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে।।
রামের তরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ।।
ইন্দ্রজিৎ নাম মোর ত্রিভুবনে জানে।
কোন্ বেটা নিস্তার না পাইবে মোর বাণে।।
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে।
আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে।।
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
শেল শূল মুষল মুদগর একধারা।
চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা।।
জাঠা জাঠি ঝকড়া কর্ণিকা একধার।
বরিষণ করে আর বলে মার মার।।
রামেরে যতেক বিন্ধে তাহা নাহি মনে।
সহ সহ বলি রাম কহেন লক্ষ্মণে।।
বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামের পাশে।।
খুরপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র দুই বাণের নাম।
সেই দুই বাণ ফুটে পড়িল শ্রীরাম।।
চারি দ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজপ্রসাদ লইতে চলিল পিতৃস্থান।।
আগুসাড়ি পথে পড়ে চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া।।
হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
আজ্ঞা পেয়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত।।
দাণ্ডায় বাপের আগে বীর-অবতার।
বাপের চরণে মাথা নোঙায় তিনবার।।
কহিল সকল, যত করিল সংগ্রাম।
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম।।
পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান।
বানর-কটক পড়ে নাহি পরিমাণ।।
সুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে নীল সেনপতি।
পড়িল সে জাম্ববান ভল্লুক প্রভৃতি।।
গন্ধমাদন শরভ সুষেণ আদি বীর।
সমুদ্রের কূলে সবে লোটায় শরীর।।
চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা।
আজি রণে জীয়ন্ত নাহিক একজনা।।
সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর।
ঘরপোড়া বানর গিয়াচে যমঘর।।
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্ব্বাদ।।
রাজপ্রসাদ মেঘনাদ পাইল বিস্তর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল রত্নের টোপর।।
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক্য রতন।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে না যায় গণন।।

নানা রত্ন ধন দিল মস্তকের মণি।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী দিল সহস্র কামিনী।।
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য করে লণ্ডভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্র দণ্ড।।
রাজপ্রসাদ পাইয়া প্রবেশে অন্তঃপুরী।
নারীভাগ লয়ে গৃহে খেলে পাশাসারি।।

শ্রীরাম লক্ষ্মণাদির রক্ষা নিমিত্ত বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববানের মন্ত্রণা

চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবন-নন্দন।।
দুই জনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর।
না মারিল দুই জন কটক ভিতর।।
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রাম লক্ষ্মণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার।।
হাতে করি দেউটি ফিরিছে দুই বীরে।
বানর দেখিয়া বেড়ায় গতি অতি ধীরে।।
সুগ্রীব রাজা পড়েছে লয়ে রাজ্যখণ্ড।
ছত্রিশ কোটি সেনার লোটাইছে মুণ্ড।।
পূর্ব্বদ্বারে কোটি কোটি বানর সংহতি।
হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি।।
পড়েছে অঙ্গদ বীর দক্ষিণ দুয়ারে।
বাণেতে অবশ অঙ্গ, মূর্চ্ছিত শরীরে।।
পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দেখিয়া মাথায় হাত কান্দে দুই জন।।
শব্দ নাহি, স্তব্ধ অঙ্গ, দুজনে মূর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিত।।
বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্ববান।
না পারে মেলিতে চক্ষু, বুকে পড়ে টান।।
বিভীষণ বলে, তুমি বলে মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা কর আর কারে বলি।।
জাম্ববান মন্ত্রণা কর আর কারে বলি।।
জাম্ববান বলে, আমার অঙ্গে লক্ষ বাণ।
না পারি মেলিতে চক্ষু, বুকে পড়ে টান।।
অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে।
বিভীষন আসিয়াছে আমার সম্ভাষে।।
জাম্ববান বলে তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তত্ত্ব করে দেখ কোথা পবন-নন্দন।।
দুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়।
ইন্দ্রজিতের বাণে সবে রক্ষা কিসে পায়।।
বিভীষণ বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিতের বাণে তোমার ছন্ন হৈল মতি।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পড়েন জগৎ-পূজিত।
এ সময় কেন নাহি চিন্তা কর হিত।।
পড়েছে সুগ্রীব রাজা বানরের পতি।
কি হবে উপায় কিছু কর অবগতি।।
এবে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র।
পবন-নন্দন বিনা নাহি তব মিত্র।।
জাম্ববান বলে, আমার বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হনুমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে।।
অন্য কোন অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
দেখ আগে কোথা আছে পবন-নন্দন।।
চেতনা থাকয়ে যদি তাহার শরীরে।
প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে।।
বিভীষণ বলে, দেখ মেলিয়া নয়ন।
তোমা সম্ভাষিতে আসিয়াছে হনুমান।।
হনুমান জাম্ববানের বন্দিল চরণ।

মৃদুভাষে জাম্ববান বলিছে তখন।।
পড়েছেন কপিগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন।।
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চ হিমালয় পর্ব্বত-শিখর।।
ঋষ্যমূক-পর্ব্বত সে হিমালয় পার।
ধবল-পর্ব্বত শ্বেত ধবল আকার।।
তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্ব্বত কৈলাস।
ঋষ্যমূক- পর্ব্বতে আছে ঔষধ নির্য্যাস।।
চারি বৃক্ষে আছয়ে ঔষধ চারি জাতি।
অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি। ।
বিশল্যকরণী এক সর্ব্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃতসঞ্জীবনী।।
তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থি-সঞ্চারিণী।
চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী।।
আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারিযুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি।।
নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
লঙ্কাকাণ্ড গাহিলেক গীত রামায়ণে।।

ঔষধ আনিতে হনুমানের যাত্রা

জাম্ববান হনুমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে বীর হনুমান যায়।।
উভ লেজ করিয়া সারিল দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।।
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর।
লেজের সাপটে উড়ে পর্ব্বত পাথর।।
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ, চমকে অমর। ।
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ।
সারিয়া তুলিল লেজ ঠেকিল আকাশ।।
নিমিষেতে সাগর হইয়া গেল পার।
সরা গোটা জ্ঞান করে সকল সংসার।।
নদ নদী এড়াইল পর্ব্বত কন্দর।
কত বন উপবন হয়ে গেল পার।।
নানা তীর্থ-ক্ষেত্র কত মুনির বসতি।
বারো বৎসরের পথ যায় এক রাতি।।
হিমালয়-পর্ব্বত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি।
কৈলাস পর্ব্বত দেখে ধবল আকৃতি।।
ঋষ্যমূখ-পর্ব্বতে উঠিল হনুমান।
ঔষধের গন্ধ পাইয়া রহে সেই স্থান।।
ঔষধের গন্ধেতে সুগন্ধি বাত বহে।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে।।
শিখরে শিখরে ফিরে পবন-নন্দন।
চারি জাতি ঔষধ না পায় দরশন।।
দেব মূর্ত্তি ঔষধ কি দিব তার লেখা।
কারে হয় অদর্শন কারে দেয় দেখা।।
ঔষধ না পায় বীর রজনী বিস্তর।
মনে মনে চিন্তা তবে করে বীরবর।।
মনে মনে হনু তবে করে অনুমান।
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জাম্ববান।।

তল্লাসিয়া পর্ব্বত করিনু পাতি পাতি।
চারিজাতি ঔষধ না পাই এক জাতি।।
অকারণে আইলাম ভল্লুকের বোলে।
এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে।।
বুদ্ধিমন্ত হনুমান বিচারে পণ্ডিত।
সাত পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত।।
ব্রহ্মার নন্দন বীর আছে বহু জ্ঞান।
সর্ব্বলোকে বলে মহামন্ত্রী জাম্ববান।।
তার বাক্য মিথ্যা নহিবেক কোনকালে।
পর্ব্বত চাতুরী করি ঔষধ লুকালে।।
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর।
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর।।
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে।।
সুগ্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
যার কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী।।

হনুমান কর্ত্তৃক পর্ব্বতের স্তব

হনুমান যোড় করে, পর্ব্বতেরে স্তব করে,
বলে শুন শুন গিরিবর।
পাব বলে মহৌধষি, লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নদী,
দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর।।
মেরুগণ যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে,
তুমি মেরু সুমেরু সমান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ রণে, পড়েছেন দুই জনে,
অপাঙ্গে ঔষধ কর দান।।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল,
পড়ে আছে মৃতদেহ প্রায়।
তুমি হয়ে দয়াবান, মহৌষধি কর দান,
বাঁচে সবে তোমার কৃপায়।।
শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
যেতে হবে সাগরের পার।
শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌষধি,
করহ রামের উপকার।।
এরূপ অঞ্জনাসুত, স্তব করে শত শত,
পর্ব্বত না করে উপরোধ।

রামপদ-অভিলাষে, বিরচিল কৃত্তিবাসে,
হনুমানে উপজিল ক্রোধ।।

হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন এবং শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের প্রাণদান

এত পরিশ্রমে হনু ঔষধ না পায়।
কোপে কড়মড় দন্ত কটমট চায়।।
হনুমান বলে, আমি শ্রীরামের দাস।
না দিয়া ঔষধ বেটা করে উপহাস।।
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর পর্ব্বত কেটা বলে।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে।।
এত বলি ধরি টানে পবন-নন্দন।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন।।
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে।
পালে পালে বনজন্তু ধায় উভরড়ে।।
কত শত মুনি ঋষির হইল তপোভঙ্গ।
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ।।
শার্দ্দূল উপরে পড়ে কুক্কুর শৃগাল।
নেউল মূষিক সাপ একই মিশাল।।
ভূত প্রেতে পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ।
আতঙ্কেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান।।
প্রলয় পাড়িল পলাবার নাহি পথ।
মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্ব্বত।।
ঋষিরূপে আসি হনুমানের সাক্ষাতে।
জিজ্ঞাসিল হনুমানে মধুর বাক্যেতে।।
কে তুমি কোথায় থাক বীর-চূড়ামণি।
পর্ব্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি।।
হনুমান বলে, আমি পবনের সুত।
সুগ্রীবের অনুচর শ্রীরামের দূত।।
হরেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন।।
লঙ্কাতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিতের বাণে।।
রঘুনাথ মূর্চ্ছাগত ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ।।
অচৈতন্য হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে।
জাম্ববান পাঠাইল ঔষধের তরে।।
মহৌষধি আছে এই পর্ব্বত উপরে।
না দিল ঔষধ মেরু কোন্ অহঙ্কারে।।
প্রাণপণে করিব রামের উপকার।
পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার।।
ঋষি বলে সাম্য হও পবন-নন্দন।
আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন।।
এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে।
দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে।।
চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনুমান।
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কাণ।।
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে।।
বিশল্যকরণী আর সুবর্ণকরণী।
অস্থিসঞ্চারিণী আর মৃতসঞ্জীবনী।।
এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান।
চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান।।

www.bengaliebook.com

চারি ঔষধের ঘ্রাণ যতদূর যায়।
বানর কটক সব উঠিয়া দাঁড়ায়।।
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি।
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি।।
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ।
গয় ও গবাক্ষ উঠে কটক-সমাজ।।
যার নাকে লাগে অস্থিসঞ্চারিণী-গুঁড়া।
কটকের হাত পা আসিয়া লাগে যোড়া।।
অস্থিসঞ্চারিণী-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে।
চারি দ্বারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে।।
সুবর্ণ করণী গন্ধ সুকোমল অতি।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের আকৃতি।।
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া।
হনুমানে কহে সবে হাত করি যোড়া।।
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই।।
রাম বলে, হনুমান যে গুণ তোমার।
শত যুগে শুধিতে নারিব তব ধার।।
কি দিব প্রসাদ বল আছে কিবা ধন।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
রাম বলে, হনুমান তুমি ভক্ত বীর।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর।।
সর্ব্বজনে করে হনুমানের বাখান।
হনুমান হৈতে সবে পাইলাম প্রাণ।।
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিৎ।
কৃত্তিবাস গাহিলেন লঙ্কাকাণ্ড-গীত।।

লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীরামের মন্ত্রণা ও দ্বিতীয়বার লঙ্কাদগ্ধ করিতে অনুমতি দান

রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ-রাজা গণিল প্রমাদ।।
রাবণ বলে দৈবগতি কে পারে নাড়িতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি।।
মোর সেনা মরিলে না জীয়ে এক জন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানর।।
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্যা হইল কনক-লঙ্কাপুরী।।
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন।।
প্রবেশিত লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহ ত কপাট।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে।।
সোণার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি।
নাহি তাহে চন্দ্র সূর্য্য পবনের গতি।।
পাঁচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে।
হাসিয়া সুগ্রীব রাজা সবাকারে বলে।।
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ।
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ।।

এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি।
পশ্চিম দুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি।।
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে।।
হনুমান জাম্ববান আর বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন।।
উপনীত হৈল আসি সুগ্রীব রাজন।
সম্ভ্রমে বন্দিলা আসি রামের চরণ।।
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেক শিরে।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে।।
কি মন্ত্রণা করিছে লঙ্কার অধিকারী।
চারি দ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি।।
পাঁচদিন হৈল কেন নাহি দেয় রণ।
কহ না সুগ্রীব মিতা ইহার কারণ।।
সুগ্রীব বলেন, প্রভু না জানি সংবাদ।
করেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মন্ত্রী জাম্ববান।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান।।
জাম্ববান মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান।
জাম্ববান বলে প্রভু পাঠায়ে বানরে।।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে।
এতেক শুনিয়া তবে সুগ্রীব রাজন।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ।।
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে অসংখ্য বানর।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর।।
একে লঙ্কাপুরী তাহে বানরের জাতি।
আঁচড় কামড় মারে ধরিয়া যুবতী।।
অন্তঃপুরে নারী দেখে বানরের রঙ্গ।
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলঙ্গ।।
অঞ্চলে ধরিয়া দন্ত খিঁচাইয়া উঠে।
বস্ত্র ফেলে যুবতী পালায় সবে ছুটে।।
কিচমিচ দন্ত করে খিল খিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী।।
কারে মারে লাথি কিল, কারে মারে চড়।
নারায়ণ তৈলের কলসী লয়ে রড়।।
বাহির আওয়াসে দিতে গেল সমাচার।
তিন লাফে প্রাচীর লইয়া আসে পার। ।
নারায়ণ-তৈল ঘৃত কলসী কলসী।
আনে বস্ত্র পর্ব্বত প্রমাণ রাশি রাশি।।
এইরূপে দুর্জ্জয় বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি।।
একে চায় তাহে আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর।।
একেক বানর লয় দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল।।
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে রড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর।।
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে।
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে।।
অনেক পুড়িল ঘর আগুনের জ্বালে।
কেহবা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে।।
লঙ্কার ভিতরে যত ছিল বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি। ।
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবর শোভে যেন শত শতদলে।।
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবলী।
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি। ।
জলেতে ডুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ।

www.bengaliebook.com

মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখিছে কৌতুক।।
ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে।
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে।।
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন।
লাফ দিয়া উঠে চালে পবন-নন্দন।।
আগে পাছে অগ্নি দেয় করে তাড়াতাড়ি।
বালক যুবক পোড়ে কত বুড়াবুড়ী।।
সৈন্য সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি।
পাত্রমিত্রগণের পুড়িল কত পুরী।।
রত্নময় নির্ম্মাণ সুন্দর সব ঘর।
লেখাজোখা নাই ঘর পুড়িল বিস্তর।।
খাট পাট পালঙ্ক পুড়িল রত্ন ধন।
রত্নময় নির্ম্মিত অসংখ্য আভরণ।।
বহুদূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি।
বানর-কটক ঘরে দিতেছে আগুনি।।
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষণিয়া পাখী।।
শারী শুক কাকাতুয়া সারস সারসী।
নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি।।
হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ।
পলাতে না পারে ডাকে বিপরীত ডাক।।
কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক।
কুক্কুট আকৃতি হৈল পোড়া গেল পাখ।।
নানাজাতি পোষা জন্তু পালে পালে পোড়ে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে।।
বানরেতে পর্ব্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রবণ বধির হলো আগুণের ডাকে।।
অঙ্গদ বলেন, শুন পবন-কুমার।
চারি জন রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার।।
বসে থাক চারি দ্বারে দেউটি জ্বালিয়া।
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া।।
ভিতরেতে আগুন বাহিরে যেতে চায়।
পলাইতে নারে মুখ বানরে পোড়ায়।।
রাক্ষস-অবস্থা দেখে বানরের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

কুম্ভ ও নিকুম্ভাদির যুদ্ধ ও পতন

রাবণ বলে নাহি সহে প্রাণে অপমান।
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান।।
কপাট দিলে পোড়ায় ঘর যুদ্ধ হৈল সার।
যুদ্ধ বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর।।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন।।
দুই ভাই আসিয়া রাজাকে নোঙায় মাথা।
রাবণ বলে, দেখ বাপু লঙ্কার অবস্থা।।
বিক্রমেতে অতুল, তোমরা দুটি ভাই।

www.bengaliebook.com

ত্রিভুবন পরাভব তোমা দোঁহার ঠাঁই।।
আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে।
কুম্ভকর্ণ-শোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে।।
কুম্ভকর্ণ বিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার।
নর বানরের হাতে নাহিক নিস্তার।।
ইন্দ্রযুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে।
তোমরা রাখহ নর-বানরের হাতে।।
সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু মারিয়া শোধে পিতার ধার।।
রাজাজ্ঞা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে।।
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী।
দুই ভায়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী।।
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর।
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির।।
দুর্জ্জয় শরীর যেন পর্ব্বত আকার।
পশ্চিম দুয়ারে গেল করি মার মার।।
রাক্ষস বানর ঠাট মিশামিশি হৈল।
গাছ পাথর লয়ে বানর যুঝিবারে এল।।

তবে দুই দলে, কোপেতে পাগল,
পরস্পরে দেয় গারি।
অনল নিকরেম বিরল তিমিরে,
করিতেছে মারামারি।।
যত নিশাচর, ধরি ধনুঃশর,
কঠোর কুঠার ফিরি।
বানর উপরে, সম্প্রহরি করে,
চক্র গদা অসি ধরি।।
তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভুজদণ্ড,

www.bengaliebook.com

কারো বুক ফাটে বলে।
কারো উরু-মূল, কাহারো লাঙ্গুল,
কারো হস্তপদ গলে।।
কোন জনে শর, বিন্ধিয়া জর্জ্জর,
করিতেছে কোন জন।
কারো গদাঘাতে, ভাঙ্গে বুক হাতে,
খড়্গো করি বিদারণ।।
তাহে কপি সব, করি ঘোর রব,
গিরি তরু শিলাগণ।
ফেলি ফেলি মারে, রাক্ষস উপরে,
করে উল্কা নিক্ষেপণ।।
তাহে চূর্ণ করে, কত রাত্রিচরে,
কারো ভাঙ্গে শির বুক।
কারো উল্কানলে, দহে মুণ্ড গলে,
কারো মুখ সকৌতুক।।
কেহ মুষ্টিঘাতে ভাঙ্গে কারো মাথে,
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশন নখরে, বিদারণ করে,
বুক পাশ পেট মাথে।।
কাহারো ঘোড়ারে, আছাড়িয়া মারে,
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে, ভাঙ্গে কারো রথে,
সসারথি হয় ধ্বজে।।
কত নিশাচর, ত্যজি অসি শর,
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড়, কেহ বা চাপড়,
কেহ মুটকী প্রহারে।।
পাঁচ সাত জন, রাক্ষস মিলন,
ধরি এক কপিবরে।

www.bengaliebook.com

অস্ত্রাদি প্রহারে, ছিন্ন ভিন্ন করে,
কাহারো পরাণ হরে।।
সেই অনুসারে, এক নিশাচরে,
অনেক বানর ধরি।
মারে চড় কীল, বহুতর শিল,
বিদারয়ে নখে করি।।
এরূপ তুমুল, সমরে ব্যাকুল,
কান্দে কপি জাম্ববান।
মোলরে মোলরে, গেলরে গেলরে,
আর না রহিল প্রাণ।।
যত বীর সব, করি ঘোর রব,
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর, মার মার মার,
না রাখিব রিপু আর।।
এইত প্রকারে, তুমুল সমরে,
মাতিয়া কোপের ভরে।
কবিবর ভণে, রাম দশাননে,
সেনা হানাহানি করে।।

তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেক গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর।।
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্র-কুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার।।
করে ধরি একখান শিখরি-শিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠ-মস্তক উপর।।
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি।।
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ।।

www.bengaliebook.com

সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর।।
শত্রুসুত-সুত সহি যে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল বীর রথের উপরে।।
তার কর হৈতে কোদণ্ড কাড়ি লৈয়া।
চরণ-চাপণে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।।
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ।।
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ।।
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন।।
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে বলে করে ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী।।
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে।।
তাহে ছিন্ন হয়ে সেই যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত।।
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নামিয়া শব্দ করে মার মার।।
তবে শোণিতাক্ষ বীর লৌহ-গদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি।।
প্রজজ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুই জন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন।।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই বীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুই পাশে দাঁড়াল আসিয়া।।
তবে সেই নিশাচর তিন জন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে।।
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন।

করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ।।
তাহা দেখি খড়্গা ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ।।
তবে সেই তিনজন শাখা-মৃগবর।
নিক্ষেপ করিলা রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর।।
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রনে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ।।
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালি-সুত।
বর্ষণ করিল বৃক্ষ বহুত বহুত।।
শোণিতাক্ষ সে সকল সত্বর হইয়া।
চূর্ণিত করিল গুরু গদা ঘুরাইয়া।।
পরেতে প্রজঙ্ঘ খরশান খড়্গা ধরি।
বালিপুত্রে মারিবারে আসে বেগ করি।।
নিকটে নিরখি তারে তারায় তনয়।
সন্ধান করিলা শালশাখী অতিশয়।।
সেইত তরুতে তারে তাড়ন করিল।
আর তার বাহুমূলে মুটকি মারিল।।
প্রজঙ্ঘের বাহু তারে বিষণ্ন হইল।
হস্ত হৈতে খড়্গাখান খসিয়া পড়িল।।
স্থির হয়ে প্রজঙ্ঘ পরেতে কিছুকালে।
মারিল মহৎ মুষ্টি অঙ্গদ-কপালে।।
তাহে দুই দণ্ডকাল হয়ে অচেতন।
চেতন হইয়া পুনঃ বালির নন্দন।।
সুগভীর সিংহ-শব্দ করি কোপভরে।
প্রজঙ্ঘ-মস্তকে মুষ্টি মারিল নির্ভরে।।
তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার।
পড়িল সে যেন বজ্রহত শৈল-সার।।
ক্ষীণশর হইয়া যূপাক্ষ খড়্গা ধরি।
মারিবারে ধায় তথা রথ পরিহরি।।

তবে সে যূপাক্ষ মুটকি মারিয়া।
ধরিল শ্রীমৈন্দ তাহে বাহুতে বেড়িয়া।।
হেনই সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার।
দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার।।
তাহে ঘাত হয়ে সেই অশ্বীর-নন্দন।
কিছুকাল হইল কাতর অচেতন।।
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে।
সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে।।
তবেত যুপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুই জন।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ সঙ্গে করে বাহু- রণ।।
কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ।
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গণ।।
কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে যায়।
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায়।।
কেহ কোন জনে কভু তোলে উপরেতে।
কেহ কোন জনে কভু ফেলে ধরণীতে।।
মধ্যে মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত করাঘাত করে।
কভু বিদারণ করে দশন নখরে।।
এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ।
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র দুইজন।।
তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর।
নখে বিদারণ করি করিল জর্জ্জর।।
আর তার দুই ভুজ ধরি ঘুরাইয়া।
মারিল তাহাকে ভূমিতলে আছাড়িয়া।।
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষ সনে করি বহুরণ।
পরে তারে ভুজে ধরি করিল চাপন।।
তাহাতে যূপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর।
চলি গেল দেখিবারে প্রেত-পুরীশ্বর।।
তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর।

www.bengaliebook.com

কপি-সৈন্য উপরে বর্ষণ করে শর।।
তার শর প্রহার সহিতে না পারিয়া।
পলায় বানর সব সমর ত্যজিয়া।।
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি।
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষ-মস্তক উপরি।।
তাহে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচর।
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর।।
তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি।
বধিতে লাগিল মুষ্টি মারি সব অরি।।
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে যাতুধান।
রথে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ।।
দশদিক আচ্ছাদন করি সেই শরে।
বিন্ধিতে লাগিল যত ভল্লুক বানরে।।
তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে।
বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবারে।।
তাহা নিরখিয়া নল লয়ে তরু শিলা।
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা।।
সেহ শত শত শর করিয়া বর্ষণ।
সেই সব শাখী শিলা করিলা কর্ত্তন।।
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে।
কোদণ্ড কর্ষিয়া কাণ্ড লাগিল এড়িতে।।
যে সকল শরে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
শাল শিলা ফেলাইয়া করিল বারণ।।
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ।
বিদ্যুন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন।।
বিদ্যুন্মালী যাবতীয় শর-বৃষ্টি করে।
নল তাহা নিবারয়ে পাদপ প্রস্তরে।।
এইরূপে ক্ষণকাল সেই দুই জন।
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ।।

www.bengaliebook.com

তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া।
কহিতেছে নল প্রতি চাতুরী করিয়া।।
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র আমি তোমা সঙ্গে রণে।
বড়ই আনন্দ পাইলাম আজি মনে।।
দেখিয়া তোমার বল বিক্রম অপার।
ইচ্ছা হয় বাহু-যুদ্ধ করিতে আমার।।
বলিতেছে বিশ্বকর্ম্মা-নন্দন তাহারে।
আমার বাসনা এই অন্তর মাঝারে।।
তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল।
তবে দুই বীর বাহু-যুদ্ধ আরম্ভিল।।
হাতে হাতে ভুজে ভুজে কপালে কপালে।
বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে।।
উন্মত্ত মাতঙ্গ যেন দশনে দশনে।
যুদ্ধ করে হেন শব্দ হয় ঘনে ঘনে।।
বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়।
কাহারো প্রহারে কোন জন ব্যগ্র নয়।।
কভু বাহু প্রহার করয়ে কোন জন।
বজ্রে সে করয়ে যেন বিকট নিঃস্বন।।
কভু নলে ঠেলি লয়ে যায় বিদ্যুন্মালী।
কভু বিদ্যুন্মালীরে সে নল বলশালী।।
কভু আকর্ষয়ে, কভু করে উত্তোলন।
কভু চাপি ধরে কভু করয়ে পাতন।।
মুষ্টি দন্ত নখ কভু করয়ে প্রহার।
দুই সিংহে করে যেন যুদ্ধ অনিবার।।
এইরূপে দুই দণ্ড কাল দুই জন।
করিলেক ন্যূনাধিক্য শূন্য বাহু- রণ।।
তবেত নলের বল না পারি সহিতে।
বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়াল শ্রান্তিতে।।
পুনর্ব্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ।

www.bengaliebook.com

অতি ঘোর শক্তি এক করিল ধারণ।।
তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি।
বিদ্যুন্মালী উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি।।
সেই শৃঙ্গে পাড়ে রথ সারথি সহিত।
বিদ্যুন্মালী প্রাণ ত্যজি হইল চূর্ণিত।।

কুম্ভ-নিকুম্ভ বধ

তবে ভীত হয়ে যত নিশাচরগণ।
কুম্ভকর্ণ-পুত্র কাছে করে পলায়ণ।।
তাহা দেখি যাবতীয় বানর-নিকর।
ঘন ঘন সিংহনাদ করে ঘোরতর।।
তাহা দেখি কুম্ভ বীর অধিক কুপিল।
স্বসৈন্যে সান্ত্বনা করি সমরে সাজিল।।
কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন।।
সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন।
কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর।
গাছ পাথর লয়ে গেল সংগ্রাম ভিতর। ।
গাছ পাথর কাটি পাড়ে চোখ চোখ শরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল মহেন্দ্র বানরে।।
মহেন্দ্রে কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত।
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এক আনিল ত্বরিত।।
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এড়িল দিয়া টান।
কুম্ববীরের বাণেতে হইল খান খান। ।
বাণেতে পর্ব্বত কেটে খান খান করে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্র বানরে।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দোঁহে হৈল অচেতন।
কোপেতে পর্ব্বত এড়ে বালির নন্দন।।
অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে।।
বাণেতে অঙ্গদ-বীর ডাকে পরিত্রাহি।
সকল বানর গেল রঘুনাথের ঠাঁই।।
তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা।
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা।।
ঋষভ কুমুদ আর সুষেণ সেনাপতি।
তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি।।
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন।
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষ বরিষণ।।
কুপিল যে কুম্ভ-বীর পূরিয়া সন্ধান।
তিন বীরের গাছ পাথর করে খান খান।।
জর্জ্জর হইল তারা কুম্ভবীরের বাণে।
ভয় পাইয়া তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে। ।
তিন বীর পলাইয়া সুগ্রীবের কয়।
রুষিল সুগ্রীব-রাজা সমরে দুর্জ্জয়।।
কুপিয়া সুগ্রীব-বীর এক লাফে যায়।
পাকল করিয়া আঁখি কুম্ভবীরে চায়। ।
কুম্ভ বলে, বানরা বেড়াস ডালে ডালে।
এত তোর বিক্রম না ছিল কোনকালে। ।
সুগ্রীব বলিছে দ্বন্দ্ব নাহি কারো সনে।
না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে।।

তোর সনে রণে করি বিক্রম পরীক্ষা।
পড়িলি আমার হাতে নাহি তোর রক্ষা।।
যমরাজা জেগে বসে আছে তোর তরে।
দেখাব বিক্রম আজি যাবি যমঘরে।।
তোর পিতা কুম্ভকর্ণ সে জানে বিক্রম।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখাইব যম।।
কুপিয়া যে কুম্ভবীর তীক্ষ্ণ বাণ যোড়ে।
তিন শত বাণ রাজা সুগ্রীবেরে এড়ে।।
বাণ খেয়ে সুগ্রীব যে চিন্তিত অন্তর।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর।।
ধনুক ধরিয়া টানে কেড়ে নিতে নারে।
রথ হৈতে কুম্ভবীর ফেলে সুগ্রীবেরে।।
আছাড় খাইয়া রাজা হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ।।
তোর বাপের জাঠা যে নিলাম এক হাতে।
তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে।।
বাপের সমান তুই বীর-চূড়ামণি।
ইন্দ্রজিতার সম তোর ধনুক বাখানি।।
কুম্ভ-বীর বলে, ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্তহস্তে এস না দুজনে যুদ্ধ করি।।
অস্ত্র ফেলে দুই জনে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ঘুচিলে লাগিল জড়াজড়ি।।
কুম্ভবীর চাপড় মারিল বাহুবলে।
পড়িল সুগ্রীব-রাজা সমুদ্রের জলে।।
রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গভীর।
মধ্যে চড়া পড়িয়া হইল অল্প নীর।।
মাটিতে দাণ্ডায়ে ফিরে আইল এক লাফে।
কুম্ভবীরের বিক্রমে সুগ্রীব রাজা কাঁপে।।
পুনঃ কোপে কুম্ভবীর মুষ্ট্যাঘাত করে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা দুর্জ্জয় প্রহারে।।
চৈতন্য হরিয়া মুখে রক্ত উঠে ফেণা।
সুমেরু পর্ব্বতে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।।
সম্বিত পাইয়া উঠি বানরের নাথ।
কুম্ভবীর উপরে করিল পদাঘাত।।
মহাকোপে কুম্ভবীর ধরে সুগ্রীবেরে।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ কেহ নাহি হারে।।
দুই সিংহে যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর মহাযুদ্ধ নাহি অবসাদ।।
লাফেতে সুগ্রীব তার রথোপড়ি চড়ে।
দুই মাতঙ্গের দন্ত দুহাতে উপাড়ে।।
লইয়া হস্তীর দন্ত কুম্ভবীরে হানি।
দন্তাঘাতে কুম্ভের জর্জ্জর হলো প্রাণী।।
ঊর্দ্ধেতে কুম্ভেরে তুলি মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ হৈল হাড়।।
দেখিয়া নিকুম্ভ বীর ভায়ের মরণ।
সুগ্রীবে রুষিয়া যায় করিয়া তর্জ্জন।।
নিকুম্ভের মুষল যে পর্ব্বত সোসর।
মুষল মারিতে যায সুগ্রীব উপর।।
দম্ভ করে মুষলেতে যন দেয় পাক।
ঘুরায় মুষল যেন কুম্ভকার-চাক।।
বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের স্থলে।
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পাইলে জ্বলে।।
নিকুম্ভের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সুগ্রীব বানর।।
ভয়েতে সুগ্রীব-রাজা নহে আগুয়ান।
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান।।
সেবক থাকিতে তোর রাজা সনে রণ।
তোতে মোতে যুঝি দেখি মরে কোন্ জন।।

www.bengaliebook.com

নিকুম্ভ কহিছে বেটা ঘরপোড়া শুন।
তোরে পাইলে আর নাহি চাহি অন্যজন।।
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।।
লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে।
রুষিয়া মারিল বীর হনুমানের মাথে।।
হনুমানের মাথা যেন বজ্রের সমান।
মাথায় মুষল গোটা হৈল খান খান।।
হনুমান বলে, তোর মুষল গেল তল।
মোর ঘা সহ রে বেটা তবে জানি বল।।
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
নিকুম্ভে মারিল চড় বজ্রের সমান।।
চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরথরি।
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রম কেশরী।।
হনুমানের পানে বীর চাহে এক দৃষ্টি।
কোপে হনুমানের বুকে মারে বজ্রমুষ্টি।।
মুষ্ট্যাঘাতে হনুমান হইল অচেতন।
হনু কোলে করি যায় ভেটিতে রাবণ।।
প্রথম বৃহন্দে যায় কোপে করি ভর।
দ্বিতীয় বৃহন্দে ফিরে চলে নিশাচর।।
উঠে ধায় নিকুম্ভ যে পরম হরিষে।
হনুমানে দেখিতে রমণী সব আইসে।।
নিকুম্ভেরে ধন্য ধন্য নারীগণ বলে।
ভাল কৈলে ঘরপোড়ায় ধরিয়া আনিলে।।
সুগ্রীবেরে বন্দী করেছিল তোমার বাপে।
ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে।।
ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আসে দুর্জ্জয় এমন।।
নিকুম্ভের কোলে হনু পাইল চেতন।
কি বুদ্ধি করিবে হনু ভাবিছে তখন।।
সর্ব্ব অঙ্গ বিদাড়িল আঁচড় কামড়ে।
দুই কাণ ছিঁড়ি নিল হাতের মোচড়ে।।
পরিত্রাহি ডাকে বীর ছাড় ছাড় বলে।
ভয় পাইয়া তুলে ফেলে গগন-মণ্ডলে।।
অন্তরীক্ষে লাফ দিল হাতে দুই কাণ।
নিকুম্ভের স্কন্ধে চড়ে বীর হনুমান।।
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলি।
মুণ্ড লয়ে যায় হনুমান মহাবলী।।
সিংহনাদ শব্দে চলে পবনের বেগে।
এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে।।
নিকুম্ভের মুণ্ড দেখে রঘুনাথের হাস।
নিকুম্ভের বিনাশ গাহিল কৃত্তিবাস।।

মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন

ভগ্নপাইক নহে গিয়া রাবণ গোচর।
পড়িল নিকুম্ভ কুম্ভ শুন লঙ্কেশ্বর।।
কুম্ভ নিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ।
সিংহাসন হতে পড়ে রাজা দশানন।।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব করিত রণে শঙ্কা।
কুম্ভ আর নিকুম্ভ পড়ে শূন্য হইল লঙ্কা।।
কুড়ি চক্ষে পড়ে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর।
মকরাক্ষ মহাবীরে আনিল সত্বর।।
মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায়।
কুড়ি হস্ত রাবণ তার অঙ্গেতে বুলায়।।
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি।
নর বানর মেরে রাখ লঙ্কার বসতি।।

www.bengaliebook.com

সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু বধ করে শোধে পিতৃধার।।
রাত্রি দিবা কান্দে শোকে তোমার জননী।
সে রামে রামের সাতী আমি হরে আনি।।
তাহার কারণে হৈল এত বিসম্বাদ।
রাম লক্ষ্মণেরে মেরে ঘুচাও বিষাদ।।
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন।
এখনি মারিব শত্রু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য।।
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে।
রণজজ্জা করে দেয় আপনার হাতে।।
মস্তকে মুকুট দিল অঙ্গে দিন সানা।
কাড়া পাড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা।।
মকরাক্ষ বলে, শুন প্রতিজ্ঞা রাজন।
নর বানর সংগ্রাম এড়াবে কোন্ জন।।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
চারি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ।।
এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস।
সবে বলে মকরাক্ষের বড়ই সাহস।।
মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে বলেতে বলবান।
লঙ্কাপুরে বীর নাহি তোমার সমান।।
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন।
নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন।।
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ।
শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়ি প্রাণ- আশ।।
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু-অবতার।।
বড়ই ধার্ম্মিক রাম, ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করেন গরুর উপর।।
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর।
যুক্তি করে ধেনু বৎস আনায় বিস্তর।।
নব নব বৎস সব রথে লয়ে তোলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে।।
মনোহর হয় হস্তী দূর করে সবে।
রথের যোপান দিল চারিটা বৃষভে।।
গোচর্ম্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা।
সর্ব্ব অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্ম্মের সানা।।
গোচর্ম্মের সানা ঢাকে সারথির অঙ্গে।
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে।।
পাখোয়াজ সেতারা বাঁশী বাজে জগঝম্প।
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প।।
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি।
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিণী।।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ চড়ে রথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুকবাণ হাতে।।
এইরূপে যতেক প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল মকরাক্ষের সংহতি।।
হাতে ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে।
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে।।
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুক-টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে গেল করি মার মার।।
মকরাক্ষ এল রণে পড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র ঝাড়া।।
রামজয় শব্দ করি ধাইল বানর।
বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর।।
কেহ বলে কাট কেহ বলে মার।
রুষিয়া আইল রণে খরের কুমার।।

www.bengaliebook.com

মকরাক্ষ সম্মুখে দাণ্ডায় হনুমান।
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ দেখে বিদ্যমান।।
ধেনু বৎস পালে পালে রোধ কৈল পথ।
ভাবে মনে কি হইবে বৃষভে টানে রথ।।
রাক্ষসে মারিতে গেলে ধেনু বৎস মরে।
গো-হত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে।।
মকরাক্ষ মারে বাণ বানর উপর।
অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রাম ভিতর।।
বানর-কটক ভয়ে পলায় অপার।
পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি মার মার।।
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় ছাড়ি রণস্থল। ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনুমান।
হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্ব্বত পাষাণ।।
ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায়।
রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উভরায়।।
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষে দেখে।
চালাইয়া দিল রথে রামের সম্মুখে। ।
সন্ধান পূরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে।
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে।।
দণ্ডক বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ।
ভুঞ্জিবি তাহার ফল, দেখাব প্রতাপ।।
পিতৃশত্রু পাইলাম বহু দিন পরে।
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে।।
পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখা শরে।
খাইবে তোমার মাংস শৃগাল কুক্কুরে।।
এত বলি ধনুকে যুড়িল তীক্ষ্ণ শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর।।
মনে মনে রঘুনাথ ভাবেন এই ভয়।
মরকাক্ষে মারিতে গো-হত্যা পাছে হয়।।
যত যত বীর সনে করিলা সংগ্রাম।
প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আগু হৈলা রাম।।
পূর্ণব্রহ্মা নারায়ণ ভয় পাইয়া মনে।
হইলা ত্রিপদ ভঙ্গ মকরাক্ষ-রণে।।
তিন পদ পশ্চাৎ হইল রঘুবর।
মকরাক্ষ বাণে রাম অতীব কাতর।।
কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে।
যুড়িল পবন-বাণ ধনুকের গুণে।।
পবন-বাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে।
পর্ব্বত কন্দর কত উড়াইল ঝড়ে।।
ব্রহ্মরূপী-বাণেতে পবন আর্বিভূত।
উড়াইল ধেনু বৎস বৃষভাদি যত।।
গোচর্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে।
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে।।
রামজয় শব্দ করে যতেক বানরে।
অন্ধকার করি ফেলে বৃক্ষ আর পাথরে।।
মকরাক্ষ মহাবীর পূরিল সন্ধান।
গাছ পাথর কাটিয়া করিল খান খান।।
গাছ পাথর কাটিতে এড়িল পঞ্চশর।
দশ বাণে নীলবীরে করিল জর্জ্জর।।
সুগ্রীব সুষেণ আদি বড় বড় বীর।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর।।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে অঙ্গদের অঙ্গ।
পলায় অঙ্গদ-বীর রণে দিয়া ভঙ্গ।।
ধেনু বৎস বৃষ সব উড়িল ঝড়েতে।
চারি অশ্ববর আনি যুড়িলেক রথে।।
দেবাংশী রথের তেজ চলে বায়ুবেগে।
বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে।।

www.bengaliebook.com

গালি পাড়ে রঘুনাথে যত আসে মনে।
দশদিক অন্ধকার করিলেন বাণে।।
রাম বলে, মকরাক্ষ না কর বিলাপ।
আজি ঘুচাইব তোর মনের সন্তাপ।।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।
চিরদিন পিতা পুত্রে হবে দরশন।।
এত বলি ক্ষুরপার্শ্ব বাণে দিল টান।
মকরাক্ষ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।।
আকাশে উঠিল গিয়া দুজনার বাণ।
শ্রীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান।।
মকরাক্ষ বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে।
শত শত বাণ মারে রামের ললাটে।।
ললাটে লাগিয়া যেন রক্ত-পদ্মমালা।
অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি।।
খসিয়া পড়িল রামের ধনুকের মুষ্টি।
আপনা সারিয়া রাম দৃঢ় কৈলা বুক।
কাটিলেন মকরাক্ষের হাতের ধনুক।।
আর ধনু লয়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন।।
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে।
দশদিক অন্ধকার করিলেন বাণে।।
বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরন্তর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর।।
রামেরে কাতর দেখি দুষ্ট নিশাচর।
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর।।
কত বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ।
রামেরে জিনিনু বলি মনেতে উল্লাস।।
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল অস্থির।
রাম বলে এ বেটা বাপের হতে বীর।।
খরেরে মারিয়াছিলাম এক দণ্ড রণে।
দুই প্রহর হৈল বেটা যুঝে মোর সনে।।
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহে চারিভিতে।
বাণে অন্ধকার করে না পান দেখিতে।।
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার।
চিকুর বাণেতে দীপ্তি হরে অন্ধকার।।
এড়েন ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে।
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে।।
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে।
সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে।।
জাঠা যদি কাটা গেল শেল মাত্র তাড়া।
এড়িলেন শেলখান দিয়া অঙ্গ নাড়া।।
সূর্য্যের কিরণ যেন আসে শেল বাণ।
ঐষিক বাণেতে রাম কৈলা খান খান।।
সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল মকরাক্ষ রোষে।
বজ্রমুষ্টি মারিতে পবন-বেগে আসে।।
দেখিয়াত রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে হস্ত দুইখান।।
হস্ত কাটা গেল, বেটা দন্ত কড়মড়ে।
ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে।।
বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে।
অগ্নি-অস্ত্র রঘুনাথ বসাইলা চাপে।।
অগ্নিবাণ যুড়িয়া ধনুকে দিল টান।
অগ্নিবাণে মকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ।।
তিন প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে।।
কৃত্তিবাসে পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন।।

www.bengaliebook.com

তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর।।
শোকের উপর শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর।।
মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী।
বীরশূন্যা হইল কনক লঙ্কাপুরী।।
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন।
নর বানরের যুদ্ধে হইল নিধন।।
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে।
রাম লক্ষ্মণেরে মারে সুগ্রীব বানরে।।
মন্ত্রণা করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনেরে তখন হইল স্মরণ।।
রাজার আদেশে বীর আইলা তরণী।
প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী।।
আলিঙ্গন করে রাজা বাড়ায় সম্মান।
যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্প পান।।
রাবণ বলে, লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি।।
তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর।
হিত উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর।।
অহঙ্কারে মত্ত আমি ছন্ন হৈল মতি।
বিনা অপরাধে আমি মারিলাম লাথি।।
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অনুরাগে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।।
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ।।
সন্ধি উপদেশ কথা সেই দেয় কয়ে।
শ্রীরাম আছয়ে বসে কালরূপী হয়ে।।
শত্রুর সপক্ষ হইয়াছে তব পিতে।
মজিল কনক-লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে।।
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মত।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত।।
রাজ্য দন লহ বাপু স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণে মারি।।
কহিছে তরণীসেন করি যোড়হাত।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ।।
মহাগুরু পিতা মাতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়।।
দশানন বলে, তুমি কুলে সুসন্তান।
নর বানরের হাতে কর পরিত্রাণ।।
সংগ্রাম জিনিবে তুমি হেন লয় মনে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।।
যুদ্ধে যোদ্ধৃপতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার।।
কুলক্ষয় করিবার মুলাধার পিতে।
উপরোধ না করিব উপস্থিত মতে।।
নানা জাতি পুরাণ শাস্ত্রেতে এই কয়।
শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়।।
বড় প্রীতি পাইল রাজা তরণীর বোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে।।
রত্নময় হার দিল বলয় কঙ্কণ।

আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ।।
রণসাজে সাজাইয়া দিল দশানন।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।।
সাজন করিল রথ মনের হরিষে।
সারি সারি কত রত্ন শোভে চারি পাশে।।
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি।
শ্বেত নীল নেতের পতাকা সারি সারি।।
বিচিত্র ধনুক তোল তূণে পূর্ণ বাণ।
জাঠা জাঠি শেল শূল খাণ্ডা খরশান।।
সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী।
তখন পড়িল মনে সরমা জননী।।
শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে।
দাণ্ডাইল প্রণাম করিয়া করপুটে।।
তরণী বলেন মাতা নিবেদি চরণে।
হয়েছে রাজার আজ্ঞা যাব আমি রণে। ।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে দেখিব নয়নে।
পবিত্র হইবে দেহ রাম-দরশনে।।
নিরখিব জনকের চরণ- কমল।
দেহ অনুমতি মাতা যাব রণস্থল।।
সংগ্রামে যাইবে পুত্র শুনি এ বচন।
সরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন।।
কি কথা কহিলে বাপ, প্রাণ কাঁপে শুনে।
যাইতে না দিব নর-বানরের রণে।।
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর।
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
ধার্ম্মিক তোমার পিতা জানে সর্ব্বজন।
পাপ সঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ।।
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলকের পতি। ।
দুরাত্মা রাক্ষসকুল করিতে সংহার।
দশরথ-ঘরে বিষ্ণু রাম-অবতার।।
এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন বা থাকিবে বংশে দিতে বাতি। ।
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ।।
তুমিত সুবুদ্ধি বট অতি বিচক্ষণ।
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ।।
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী।
বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি। ।
তথাপি করিব যুদ্ধ করেছি নির্য্যাস।
মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস।।
শুনিয়াছি সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ। ।
কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু।।
কালেতে করয়ে লয় উৎপত্তি প্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয়।।
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগ তন্ত্র।
অনিত্য শরীর এই মিছে মায়া যন্ত্র।।
দাসের সন্তান বলে না মারেন রাম।
করিব আসিয়া পুনঃ ও পদে প্রণাম।।
কালের বিভক্ত কাল পূর্ণ হলে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে।।
মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা-সুন্দরী।
বসিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি।।
চলে বীর প্রণমিয়া সরমা-জননী।
সাজে সাজ বলি সবে ডাকিছে তরণী।।
সাজ সাজ বলি সৈন্যে পড়ে গেল সাড়া।

www.bengaliebook.com

সানাই অসংখ্য বাজে দুই লক্ষ কাড়া।।
করতাল খঞ্জনী কাঁসী ডম্ফ কোটি কোটি।
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাঠি।।
সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা ভেউরি ভোরঙ্গ।।
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল।।
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচারী ঢাক।।
উরমাল টিকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প।।
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রামনাম।।
অসংখ্য কটক ঠাট সাজিল বিস্তর।
কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্বোপর।।
কেহ ধরে শেল শূল কেহ ধনুর্ব্বাণ।
কার হাতে জাঠাজাঠি খড়্গা খরশাণ।।
আকাশের তারা পারি করিতে গণনা।
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা।।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ লক্ষ লক্ষ রথ।
ঢাকিল গগন আদি আচ্ছাদিল পথ।।
লক্ষ লক্ষ রাম নাম ধ্বজ পতাকাতে।
লিখিলেক রথে আর আপন অঙ্গেতে।।
হাতে ধনু রথে উঠে বীর-অবতার।
পশ্চিম দ্বারেতে চলে কার মার মার।।
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা।
রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা।।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর।
বানর ধাইল লয়ে বৃক্ষ আর পাথর।।
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা।
বানর কটকে যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা।।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হৈল মহামার।
সহিতে না পারে বানর পলায় অপার।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন।।
বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন।।
সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র বড় যোদ্ধৃপতি।।
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে কোথা রাম দয়াময়।।
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর।।
চারিদিক নেহারিয়া দেখিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাইব রাম রঘুমণি।।
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
জনম সফল হবে জুড়াবে জীবন।।
মনে ভাবে কত দূরে দেব নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত গমন।।
রঘুনাথের পানে যদি চালাইল রথ।
ধেয়ে গিয়ে নীল বীর আগুলিল পথ।।
নীল বীর বলে বেটা আর যাবি কোথা।
এক চড়ে রাক্ষস ছিঁড়িব তোর মাথা।।
যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন।
পথ ছাড়, দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
নীল বলে প্রাণ লব পর্ব্বত চাপনে।
কেমনে দেখিবি কেটা শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
অঙ্গে লেখা রামনাম রথ চারিপাশে।

তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।।
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধার্ম্মিক-বক আসিয়াছে রণে। ।
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জিন্তে এসেছিল রথে বেঁধে গরু।।
বৃষভেতে টানে রথ গোচর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ুবাণে গরু উড়ে বেটা হৈল ভেকা।।
গোরৎস গোচর্ম্ম ধেনু বাণে গেল উড়ে।
চেয়ে দেখ রাক্ষসের মুণ্ড আছে পড়ে।।
তুমি বেটা মহাদুষ্ট, তা হতে মায়াবী।
ভণ্ড তপস্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি।।
এত বলি নীলবীর কোপে করি ভর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর।।
বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে।
হাসিয়া তরণীসেন ধরে বাম হাতে।।
বৃক্ষ যদি ব্যর্থ গেল নীলবীর রোষে।
আনিল পর্ব্বত এক চক্ষুর নিমিষে। ।
হানিল পর্ব্বত গোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
তরণীর গদা ঠেকি হৈল চূরমার।।
পর্ব্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে।
তরণী হাণিল বাণ নীলের উপরে।।
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান।
নীলবীরে ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান। ।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের পাচনী নিল কেড়ে।।
রুষিয়া তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়ফড়।।
সম্বিত পাইয়া হনু করে মহামার।
লাফ দিয়া রতে গিয়া চড়ে আরবার।।
দুই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে।
কোপেতে তরণীসেন হনুমানে ধরে।।
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপর।
পাছু হৈল হনুমান পাইয়া ত ডর।।
হনুমানে বিমুখ দেখিয়ে লাগে ভয়।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয়।।
মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনুমানে।
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে।।
হানিল পর্ব্বত এক তরণী উপর।
দেখিয়া তরণীসেন হইল ফাঁফর।।
ভয়েতে তরণী এড়ে চোখ চোখ বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান।।
কাটা গেল পর্ব্বত অঙ্গদে লাগে ভয়।
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।।
সারথি তৎপর বড় ত্বরান্বিত হয়ে।
পুনঃ অশ্ব যুড়ে রথ দিল চালাইয়ে। ।
রুষিল তরণীসেন অঙ্গদ উপর।
অঙ্গদের বুকে মারে লোহার মুদগর। ।
মুদগর-আঘাতে পড়ে বালির নন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল করিয়া গর্জ্জন।।
আর যত বানর মিলিল একবারে।
বরিষে পর্ব্বত বৃক্ষ তরণী উপরে। ।
গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে।
তেমনি তরণী বীর সংগ্রাম ভিতরে।।
নানা শিক্ষা জানে বীর পরম সন্ধানী।
ক্ষণেকে পর্ব্বত বৃক্ষ কাটিল তরণী।।
আগুণের শিক্ষা যেন তরণীর বাণ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ।।
চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।

www.bengaliebook.com

লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া।।
বানরে রাক্ষস মারে রাক্ষসে বানর।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর।।
স্থানে স্থানে পর্ব্বত প্রমাণ গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্তে নদী।।
বানরের ঘোর নাদ গজের গর্জ্জন।
রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে ভীষণ।।
জাঠা জাঠি গদা শেল শব্দ ঠনঠন্ ।
কেহবা পলায়ে যায় লইয়া জীবন।।
কারো গেল হস্ত পদ কারো চক্ষু কর্ণ।
মুষল-আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ।।
তুলনা নাহিক দিতে যুদ্ধ হৈল বড়।
চারিদ্বারের বানর পশ্চিমদ্বারে জড়।।
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ।
রুষিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান।।
সুষেণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কাঁপে।
তরণীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে।।
তরণীর হাতের ধনুক দিল কেড়ে।
বিদারিল সর্ব্ব অঙ্গ আঁচড় কামড়ে।।
তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয়।
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।।
সারথির মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীরদাপ।
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফে।।
তরণীর অবস্থা দেখি কপিগণ হাসে।
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে।।
করিছে তরণীসেন বাণ-অবতার।
সম্মুখ সংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কার।।
বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে।
চোখ চোখ বাণ বিন্ধে সুগ্রীব-বানরে।।
বাণাঘাতে সুগ্রীব ভূপতি কোপে জ্বলে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত বীর হানে বাহুবলে।।
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান।
প্রহারে পর্ব্বত গেল হয়ে শত খান।।
হানিল দুর্জ্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে।।
সংগ্রামে পড়িল যদি সুগ্রীব রাজন।
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ।।
পলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায়।
ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায়।।
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর।
তরণীসেনের যুদ্ধে কেহ নহে স্থির।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ।
রহিলেন হনুমান সুষেণ অঙ্গদ।।
সুগ্রীবের চেতন করায় তিনজন।
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন।।
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্ববান বামে বিভীষণ।।
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ।।
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
বিভীষণ বলে, রাম দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে, প্রণাম করয়ে নিশাচর।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ।।
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে।।
বিভীষণ বলে, গোঁসাই না জান কারণ।

www.bengaliebook.com

লঙ্কাপুরেও তোমার ভক্ত এজন।।
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে।।
রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়।
আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।।
লক্ষ্মণ বলেন কি কহিলে মহাশয়।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়।।
শ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষ্মণ।
ভক্তের বিষয়-বাঞ্ছা নহে কদাচন।।
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী।।
গভীর গর্জ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ।
দেশে ফিরে যাবে বেটা করিয়াছ সাধ।।
মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে।
শমন সমান বাণ বসাইল বাপে।।
প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ।
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান।।
বাণ যদি ব্যর্থ গেল, রুষিল লক্ষ্মণ।
তরণী উপরে করে বাণ বরিষণ।।
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিলা তরণীকে।
শ্রীরাম স্মরণে বীর কাটে একে একে।।
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ, বাণ কর্ণরেখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা।।
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি-অবতার।
তরণী বরুণ-বাণে করিল সংহার।।
পাশুপাত-বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব-বাণেতে বীর করে নিবারণ।।
হানিল পর্ব্বত-বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
পবন-বাণেতে নিবারিল নিশাচর।।
সর্প-বাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ লক্ষ অজগরে ছাইল গগন।।
বিকট দশন তুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড়-বাণেতে নিবারিল নিশাচর।।
কুহ বাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময়।
দশদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি হয়।।
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর।
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর।।
তরণীর সৈন্যেতে হইল মহামার।
চিকুর বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার।।
কোপেতে গন্ধর্ব্ব-বাণ মারিল লক্ষ্মণ।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল ততক্ষণ।।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর।
তরণীর সৈন্য সব করিল সংহার।।
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন।।
কোপেত তরণীসেন জাঠা নিল হাতে।
গর্জ্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে।।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান।।
ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম।
কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটাধীর রাম।।
রাম বলে, অধিক বিলম্ব নাহি আর।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার।।
লক্ষণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথে।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক বাণ হাতে।।
দাঁড়াইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে।
রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহারিয়া দেখে।।
বিশ্বরূপ রামের দেখিল নিশাচর।

ব্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর।।
পর্ব্বত কন্দর দেখে কত নদ নদী।
মর্ত্ত্যলোক তপোলোক ব্রহ্মলোক আদি।।
মায়াতে মনুষ্য-লীলা গোলোকের পতি।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী।।
যক্ষ রক্ষ দেবতা কিন্নর লাখে লাখে।
বিস্ময় হইল মনে বিশ্বরূপ দেখে।।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।
ধনুর্ব্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল।।
কহিছে তরণীসেন করি যোড় হাত।
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ।।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে তুমি বিশ্বময়।।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ-রূপধারী।
হিরণ্যকশিপু-রিপু গোলোক-বিহারী।।
গভীর মহিমা বীর মিহির বংশজ।
অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদ পঙ্কজ।।
বিকার বিহীন দীন দয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম।।
কি জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি মূঢ়।
চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড়।।
রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ রাক্ষসের রিপু।
স্তবেতে অশক্ত আমি নিশাচর-বপু।।
বহু যুগ যুগান্তরে মানিয়া অসাধ্য।
জন্মেছি রাক্ষসকূলে হয়ে তব বধ্য।।
কি ছার মিছার গর্ব্ব, জয় নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গে মোক্ষমার্গে যাই।।
পদ্মহস্তে ছেদ যদি কর এই দেহ।
পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ।।
তরণী করিল স্তব শুনে রঘুবর।
অশ্রুজলে ভাসিল কোমল-কলেবর।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত, জানিনু এখন।।
কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর।।
রাম বলে, বিভীষণ বলি হে তোমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে।।
অকারণে করিলাম সাগর বন্ধন।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন।।
যত যুদ্ধ করিলাম শ্রম হৈল সার।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার।।
কার্য্য নাই সীতা, আমি না যাব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে।।
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে।।
ভক্ত মোর মাতা পিতা, ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ।।
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হয়ে অবসাদ।
বসিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্রমাদ।।
সদয় হৃদয় দেখি রাজীব-লোচনে।
তরনী বিচার করে আপনার মনে।।
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর।।
কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার।

যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর।।
এতেক ভাবিয়া তুলি নিল ধনুর্ব্বাণ।
কহিছে কর্কশ-বাক্য পূরিয়া সন্ধান।।
তরণী কহিছে রাম শুন বলি তোরে।
কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে। ।
কেমনে বুঝিলে আমি না করিব রণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।।
তোর যে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে।
ভরত হইল রাজ্য দূর করে তোরে।।
তোরে মেরে লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে।
সীতারে বসাব লয়ে রাবণের বামে।।
এত যদি কহিল তরণী মহাবীর।
ক্রোধে লক্ষ্মণের হলো কম্পিত শরীর।।
লক্ষ্মণ বলেন দুষ্ট নিশাচর-জাতি।
প্রানের ভয়েতে বেটা করিল মিনতি। ।
কোথাকার ভণ্ড বেটা পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
এত বলি শত বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ।।
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে।
মরিতে বাসনা মোর শ্রীরামের হাতে।।
এতেক ভাবিয়া হৈল বিষণ্ন বদন।
তরণীর অভিলাষ বুঝি বিভীষণ।।
যোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে।
এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে।।
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে।
আরাবার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে।।
আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি ধনুক ধরিলা রঘুবর।।
চোখ চোখ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে তরণী করিল খান খান।।
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী।।
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর।।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দুজনে সমান।
কোপে রাম যুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।।
বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয়।
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয়।।
অশ্ব কাটা গেল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পড়িল তরণী মহাবল।।
পর্ব্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে।
তর্জ্জন করিয়া হানে শ্রীরামের বুকে।।
অন্ধকার করে ফেলে বৃক্ষ আর পাথর।
প্রহারেতে কাতর হইলা রঘুবর।।
শুখাইল মুখ-চন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহু।।
অস্থির হইলা রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখি ভাবিছে তরণী।।
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
দারা সুত মিছা মায়া সকলি অলীক।।
যুগে যুগে কামনা করিয়া বহুতর।
পেয়েছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর।।
রাজ্য দন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই।।
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিছেন শ্রীরামের কাণে।।
শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইবেক উহার মরণ। ।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর।

সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।।
এতেক শুনিয়া রাম কমল-লোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়িলা তখন।।
রবির করিণ জিনি খরতর বাণ।
সেই বাণে রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান।।
বাণের গর্জ্জন যেন বারিদ গরজে।
বিমানেতে আসে বাণ জয়ঘণ্টা বাজে।।
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল ধ্বনি।
যোড়হাতে শ্রীরামেরে কহিছে তরণী।।
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ।
পরলোকে দিও প্রভু শ্রীচরণে স্থান।।
এতেক ভাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে।
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে।।
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে।।
রামজয় শুভধ্বনি করে কপিগণ।
হাহাকার-শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ।।
অঙ্কের দুকূল ভাসে নয়নের জলে।
ধেয়ে গিয়ে বিভীষণে রাম কৈলা কোলে।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেন হে অধৈর্য্য হয়ে করিছ রোদন।।
ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে।
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে।।
বিভীষণ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন।।
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা।।
তোমার নন্দন হেন কহিতে আগেতে।
তবে যুদ্ধ না করিতাম তরণী সঙ্গেতে।।
শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুইজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ।।
সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বীর হনুমান।
কান্দেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জাম্ববান।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কাণে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে।।
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে।।
শোক পরিহার মিত্র স্থির কর মন।
অনিত্য দেহের তরে কান্দ কি কারণ।।
বিভীষণ বলে, প্রভু নিবেদি চরণে।
পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে।।
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্ব্বাণ।।
কিম্বা সে বৈকুণ্ঠে গেল অথবা গোলোকে।
ত্যাজিল রাক্ষস-দেহ মুক্ত কৈলে তাকে।।
কুম্ভকর্ণ অতিকায় আদি যত বীর।
পুলকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর।।
শত্রুভাব করে সবে হইল উদ্ধার।
শ্রীচরণ সেবা করে কি লাভ আমার।।
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন।
বৈকুণ্ঠ-নগরে আমি করিতাম গমন।।
মরণ না হবে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী ভিতর।।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি ইহার কারণ।
শ্রীরাম বলেন দুঃখ ত্যজ বিভীষণ।।
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন।

সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।।
যত দিন রবে তুমি অবনী ভিতরে।
আমার সমান দয়া এতামার উপরে।।
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সম্বরে।
ভগ্ন-পাইক কহে গিয়া রাবণ গোচরে। ।
দূত কহে লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে।।
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর।।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্রমিত্রগণ।।
মৃত্তিকাতে বসে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণের নারী।।
পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা।।
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ দেন অশেষ বিশেষে।।
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে। ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন তরণী নিধন। ।

বীরবাহু, ধুম্রাক্ষ এবং ভস্মাক্ষের যুদ্ধে গমন ও পতন

যে বীর পাঠাই নর-বানরের রণে।
সবে মরে, ফিরে নাহি আসে একজনে।।
দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা।
নর-বানর মেরে কেবা রাখে পুরী লঙ্কা।।
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেতে সুঠাম।।
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী।
পরমাসুন্দরী কন্যা যেন বিদ্যাধরী।।
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে।
তাহার গুণের কথা কহি শুন তবে।।
রাক্ষস-ঔরসে জন্ম বীরবাহু নাম।
দেব গুরু ভক্ত বড় সদা জপে রাম।।
জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর।
কতদিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিলা বর।।
ব্রহ্মা বলে বীরবাহু যাহ নিজ স্থান।
এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান।।
এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন।
হস্তী মারা গেলে হবে তোমার পতন। ।
বিষ্ণুভক্ত হবে তুমি বিষ্ণু-পরায়ণ।
বিষ্ণুসেবা যতনে করিবে সর্ব্বক্ষণ।।
তোমায় সন্তুষ্ট আমি, যাহ তুমি ঘরে।
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠ-নগরে।।
ধর্ম্মশীল হবে সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বর পাইয়া পিতার নিকটে উপনীত।।
রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন্ জন।
কোথায় বসতি কর কাহার নন্দন।।
বীরবাহু বলে পিতা হৈলে পাসরণ।
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম তোমার নন্দন।।
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের সোসর।।
হস্তী-আরোহণে আমি যদি করি মনে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি একদিনের রণে।।

এত শুনি দশানন পুত্রে কৈল কোলে।
শিরে চুম্ব দিয়ে তোষে সকরুণ বোলে।।
রাবণ বলে বীরবাহু থাক এখানে।
লঙ্কারাজ্য ভোগ কর মেঘনাদ সনে।।
বীরবাহু বলে পিতা করি নিবেদন।
মাতামহ-রাজ্যে আমি থাকিব এখন।।
তব প্রয়োজন-কালে আসিব হেথায়।
এত বলি বীরবাহু হইল বিদায়।।
মাতামহ-রাজ্য ছিল গন্ধর্ব্বলোকেতে।
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে।।
মনে জানে নররূপা দেব নারায়ণ।
সফল হইবে দেহ করে দরশন।।
উদ্দেশে ব্রহ্মার পদে নমস্কার করি।
হস্তীপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী।।
নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন।
পরম ধার্ম্মিক বীর রাবণ-নন্দন।।
লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্ন ভিন্ন সব।
নাহিক সে নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড- রব।।
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর।।
মৃতদেহ রাশি রাশি রাক্ষস বানরে।
সমুদ্র গিয়াছে বাঁধা বৃক্ষ আর পাথরে।।
দগ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর।
দেখিয়াত বীরবাহু সভয় অন্তর।।
কুম্ভকর্ন আদি যত রাক্ষ প্রচণ্ড।
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে আর ঠাঁই মুণ্ড।।
শকুনি গৃধিনী আর কুক্কুর শৃগাল।
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল।।
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দেখে ভয়ে হলো স্তব্ধ।।
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে।
তিন দ্বারে ফিরি গেল পশ্চিমের দ্বারে।।
দেখিল বসিয়া আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যোড়হাতে রহিয়াছে খুড়া বিভীষণ।।
ভল্লুক বানর কত বড় বড় বীর।
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত শরীর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখে রাবণ নন্দন।
উদ্দেশেতে বন্দিলেন দোঁহার চরণ।।
বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে।
প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে।।
বিষ্ণু-অবতার রাম দেখিল নয়নে।
জানিল রাক্ষসবংশ ধ্বংস এত দিনে।।
এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর।
সিংহাসন ত্যজি ভূমে বসে লঙ্কেশ্বর।।
কান্দিছে তরণী-শোকে হইয়া কাতর।
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর।।
দাণ্ডায়াছে পাত্র মিত্র চতুর্দ্দিকে ঘেরে।
রাবণ বলে যুদ্ধে আর পাঠাইব কারে।।
বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন।
কুম্ভকর্ণ মরিল, না মৈল বিভীষণ।।
মারিল আপন পুত্রে আপন সাক্ষাতে।
মজালে কনক-লঙ্কা নর-বানরেতে।।
জিনিবে বানর-নরে কে আছে এমন।
লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমন।।
কারে পাঠাইব রণে ভাবে দশানন।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ।।
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন।
আলিঙ্গন করে দিল রত্ন-সিংহাসন।।

www.bengaliebook.com

রাবণ বলে বীরবাহু কর অবগতি।
দেখিলে আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন।।
বীরবাহু বলে পিতা কহত সংবাদ।
নর-বানরের সনে কিসের বিবাদ।।
রাবণ বলে, শুন পুত্র কহি যে তোমারে।
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা-নগরে।।
তার বেটা রাম লোকমুখে শুন্তে পাই।
রাজ্য ভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী।।
দুই ভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে জটাধারী।।
সূর্পণখা গিয়েছিল পুষ্প-অন্বেষণে।
নাক কাণ কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে।।
আমি হরে আনিলাম তাহার সুন্দরী।
বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী।।
কুম্ভকর্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে।
কে আর যুঝিবে নর-বানরের সনে।।
বীরবাহু বলে, শঙ্কা না কর রাজন।
ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে মন।
বিষ্ণুহস্তে মৈলে যাব বৈকুণ্ঠ-ভুবন।।
বীরবাহু বলে পিতা তুমি জান ভালে।
ইন্দ্র আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে।।
বিদায় করহ যাব রণের ভিতর।
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর।।
নানা রত্ন দান রাজা দিল পুত্র তরে।
হার ও নূপুর তাড় নানা অলঙ্কারে।।
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংগ্রামে সুধীর।
বাপের আজ্ঞায় সেজে চলে মহাবীর।।
হেনকালে তার মাতা দূত-মুখে শুনে।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে পুত্র দরশনে।।
কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ।
বড় বড় বীর সব হইল নিধন।।
বীরশূন্যা হইল কনক-লঙ্কাপুরী।
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি।।
কুম্ভকর্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে।
আতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে।।
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে।
মধুর বচন কহি জননীরে তোষে।।
চরণের ধূলি লয় মাথার উপর।
হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর।।
অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য্য।
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য।।
মাতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর এক চিতে।
তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে।।
সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন।
রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠ-ভুবন।।
মায়ের প্রবোধ করি হস্তীস্কন্ধে চড়ে।
বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে।।
বীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি।
হস্তী ঘোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি।।
চলিল ধূম্রাক্ষ বীর রথেতে চড়িয়া।
মার মার শব্দে ধায় নানা অস্ত্র লৈয়া।।
সবার পশ্চাতে রণে ভস্মাক্ষ দুর্জ্জয়।
চর্ম্মে ঢাকি রথখান সবামধ্যে রয়।।
যার মুখ দেখে, সেই হয় ভস্মময়।
সংসারে কাহার মুখ নাহি নিরীক্ষয়।।

হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে।
সম্মুখ-সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে।।
তাহার সহিত এল কত শত বীর।
হস্তীপরে বীবাহু সুন্দর শরীর।।
মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব আমি রাম দরশন।।
প্রথমেতে উত্তরিল বানর গোচর।
মার মার শব্দ করি ধাইল বানর।।
ভস্মাক্ষেরে ডাকি তবে বরিছে তখন।
যুঝিতে দিলেন আজ্ঞা রাবণ-নন্দন। ।
বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে।
ভস্মাক্ষ চলিল তবে রামের সম্মুখে।।
চর্ম্মে ঢাকিয়াছে রথ চক্ষে চর্ম্মঠুলি।
রামের আগে চলিল ভস্মাক্ষ মহাবলী।।
যেখানেতে শ্রীরাম সুগ্রীব বীরগণ।
বিভীষণ বলে দেব রক্ষ নারায়ণ।।
যোড়হাতে রাম অগ্রে বলে বিভীষণ।
প্রমাদ ঘটিল বড়, রক্ষ নারায়ণ।।
দেখহ ভস্মাক্ষ বীর উপনীত আসি।
যাহারে দেখিবে, সেই হবে ভস্মরাশি।।
চর্ম্মে আচ্ছাদিত রথ দেখ বিদ্যমান।
ইহার ভিতরে আছে শমন সমান।।
ভস্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই দুর্দ্ধর।
করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর।।
তপোবলে ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর।
রাক্ষস বলিল আমায় করহ অমর।।
ব্রহ্মা বলে অন্য বর চাহ নিশাচর।
সৃষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অমর।।
নিশাচর বলে তবে করি নিবেদন।
সেই ভস্ম হবে যার হেরিব বদন।।
ব্রহ্মা বলে দিনু যাহা এল তব মুখে।
ঘরে গিয়া বসে থাক ঠুলি দিয়া চক্ষে।।
বর পেয়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত।
সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইবে প্রতীত।।
সংহতি রাক্ষস তাহার ছিল যত জন।
মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল তখন।।
বর পেয়ে নিশাচর হরিষ অন্তর।
স্ত্রী পুত্র না রহে ওই পাপিষ্ঠ গোচর।।
হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান।
উহার সংগ্রামে প্রভু হও সাবধান। ।
বিভীষণ-বচনে বিস্ময় হয়ে মনে।
পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে।।
রণে ভঙ্গ নাহি দিব যুঝিব অবশ্য।
আমি ভস্ম হই কিংবা ঐ হবে ভস্ম।।
বিভীষণ বলে গোঁসাই না করিহ ভয়।
করহ উপায় চিন্তা মরিবে নিশ্চয়।।
আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ।
উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ।।
যখন আসিবে তব মুখ দেখিবারে।
দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে।।
দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর।
আপনি হইবে ভস্ম না করিহ ডর।।
হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষণ।
মিত্র মিত্র বলি রাম দিলা আলিঙ্গন।।
শ্রীরাম বলেন সৈন্য হও এক পাশ।
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ। ।
শ্রীরাম দর্পণ-অস্ত্র যুড়িলা ধনুকে।
ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে। ।

www.bengaliebook.com

আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ।
বাণেতে সবার মুখে হইল দর্পণ।।
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল।
রাম-অগ্রে দু-চক্ষের ঠুলি খসাইল।।
দর্পণাস্ত্রে রঘুনাথ কৈলা আচ্ছাদন।
সব বানরের মুখে হইল দর্পণ।।
দেখিল ভস্মাক্ষ বীর যাহার বদন।
মুখ দেখা নাহি গেল দেখিলা দর্পণ।।
মুখ দেখা নাহি গেল কুপিল নিশাচর।
শ্রীরামে ডাকিয়া তবে করিছে উত্তর।।
রাক্ষস বলিছে তুমি প্রাণেতে কাতর।
ডর যদি কর পলাইয়া যাহ ঘর।।
রাম বলে, রাক্ষসা কি ইচ্ছিলি মরণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।।
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর।
রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর।।
রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন।
রাক্ষস-সম্মুখে রাম ধরিলা দর্পণ।।
দর্পণ ভিতরে দেখি আপনার আস্য।
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম।।
ভস্ম হয়ে পড়ে বেটা রথের উপরে।
ভস্মাক্ষের পতনে রাক্ষস পলায় ডরে।।
ভস্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ভঙ্গ।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের রঙ্গ।।
ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায়।
দূর হৈতে বীরবাহু দেখিবারে পায়।।
ক্রোধিত হইয়া বীর চাহে ঘনে ঘন।
হাতে ধনু কহিতেছে রাবণ-নন্দন।।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানর হর্ষিত।
হস্তী-পৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল ত্বরিত।।
শ্বেতবর্ণ-হস্তী যেন পর্ব্বত প্রমাণ।
দুর্জ্জয় দশন ঐরাবতের সমান।।
হস্তী-পৃষ্ঠে নানা অস্ত্র মুষল মুদগর।
ঐরাবতোপরে যেন এল পুরন্দর।।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি কহিছে তখন।
আশ্বাস-বচনে রাখে রাবণ-নন্দন।।
না পলাহ রাক্ষস সংগ্রামে এস ফিরে।
এখনি মারিব রণে নর আর বানরে।।
বীরবাহু-বোলে ধায় নিশাচরগণ।
পুনরপি রণে আইল করিয়া তর্জ্জন।।
দেখিয়া রাক্ষসগণে বীরবাহু বলে।
হস্তী চালাইয়া বীর দিল রণস্থলে।।
বীরবাহু বলে সবে দুই দণ্ড থাক।
বানর কটকে রণে দেখাব বিপাক।।
চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রাম ভিতর।
দেখিয়া রুষিল রণে যতেক বানর।।
কোপেতে অঙ্গদ বীর বালির নন্দন।
সিংহনাদ শব্দ করি করিছে তর্জ্জন।।
রুষিল রাজার বেটা কার সাধ্য থাকে।
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে।।
নল নীর কুমুদ সম্পাতি আদি করি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।।
গয় গবাক্ষ শরভাদি দ্বিবিদ বানর।
দীর্ঘাকার পর্ব্বত-প্রমাণ কলেবর।।
সুগ্রীবের সৈন্য নড়ে দেখিতে অপার।
বিংশতি বানরে অঙ্গদের আগুসার।।
আগুদলে অঙ্গদের হৈল আগমন।
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ।।

www.bengaliebook.com

দশ যোজন পর্ব্বত সে নিলেক উপাড়ি।
রাক্ষস উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি।।
সন্ধান পূরিয়া বীরবাহু যোড়ে বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া বীর করে খান খান।।
পাঁচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে।
পড়িল অঙ্গদবীর রক্ত উঠে মুখে।।
রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে হনুমান।
শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান।।
হস্তীর মাথাতে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি।।
বৃক্ষ গোটা ব্যর্থ গেল কোপে হনুমান।
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া এক টান।।
আর এক বৃক্ষ আনে পঞ্চাশ যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ।।
এড়িলেন বৃক্ষ গোটা ধরি বাহুবলে।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে।।
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হয়ে যায়।
রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায়।।
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান।।
শরাঘাতে হনুমান অচেতন হৈল।
নল নীর কুমুদ রণেতে প্রবেশিল।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।
নয় বীর যুঝিবারে এলো আগুসরি।।
নয় বীরে দেখি তবে এড়ে নয় শর।
বিন্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জ্জর।।
দশ দশ বাণ প্রতি বানরের বিন্ধে।
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজস্কন্ধে।।
গয় গবাক্ষ শরভাদি ও গন্ধমাদন।
বাণে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চজন।।
বানর কটক বিন্ধি করে খান খান।
পলায় বানরগণ লইয়া পরাণ।।
ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঠাঁই।
বীরবাহু বাণে প্রভু কারো রক্ষা নাই।।
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ।
পড়িয়াছে হনুমান আদি কপিগণ।।
কুম্ভকর্ণ হাতে সবে পেয়েছি নিস্তার।
আজিকার রণে হয় সকলে সংহার।।
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি।
চলিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ সংহতি।।
চলিল রামের পিছে সুগ্রীব বিভীষণ।
বৃক্ষ পাথর হাতে করে ধায় কপিগণ।।
হস্তীর স্কন্ধেতে থাকি করেছি সংগ্রাম।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম।।
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণে।
কোন্ বীর আসিয়াছে হস্তী-আরোহণে।।
ঐরাবত সম গজ অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর।।
প্রচণ্ড ধনুক বাণ খরতর জাঠা।
পরন্দর সম গজস্কন্ধে এল কেটা।।
বিভীষণ বলে প্রভু কর অবধান।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণ-সন্তান।।
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
যুদ্ধ জিনি রাবণ আনিল তারে হরি।।
তাহার গর্ভেতে জন্মে সুন্দর সুঠাম।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত বীরবাহু নাম।।
চিত্রাঙ্গাদা মাতা, রাবণ উহার বাপ।
নাম ধরে বীরবাহু দুর্জ্জয় প্রতাপ।।

www.bengaliebook.com

করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর।
তপের কারণে ব্রহ্মা দিতে এল বর।।
ব্রহ্মা বলে হবে তোর সংগ্রামে বিজয়।
দিলা এক হস্তী ঐরাবতের তনয়।।
গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিল বচন।
এ গজের মরণেতে তোমার মরণ।।
অবশ্য মরিব তার সন্দেহ যে নাই।
যুদ্ধ করে মরে যেন নারায়ণ পাই।।
ব্রহ্মা বলে নররূপী হবে নারায়ণ।
ইচ্ছাসুখে তাহে দহে করিবে পাতন।।
সেই বীরবাহু এই দুর্জ্জয় শরীর।
বীরবাহু-তেজে রণে কেহ নহে স্থির।।
বীরবাহু জিনিলে রাবণ-রাজা জিনি।
সমুদ্র তরিলে যেন গোষ্পদের পানি।।
বীরবাহু ইন্দ্রজিৎ বীর নাহি আর।
ইহারা মরিবে হবে রাবণ সংহার।।
শ্রীরাম বলেন মিত্র ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হৈল সকলে সংহার।।
রাম বিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণ-নন্দন।।
বীরবাহু বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন।।
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন।।
বানর-কটক সব হও একভিত।
দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত।।
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর।
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর।।
গজস্কন্ধে থাকি ভীর নেহালে শ্রীরাম।
কপটে মনুষ্য-দেহ দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
চাঁচর চিকুর শোভে চৌরস কপাল।
প্রসন্ন শরীর প্রভু পরম দয়াল।।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর।।
রামের হাতের ধনু বিচিত্রগঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ।।
নারায়ণ-রূপ দেখি রাবণ-কুমার।
নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার।।
হাতের ধনুকবাণ ভূমেতে ফেলায়ে।
গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে।।
ধরণী লোটায়ে কহে যুড়ি দুই কর।
আকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর।।
প্রণমামি রামচন্দ্র সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রাম-অবতার।।
আদি অনাদি তুমি পুরুষ-প্রধান।
নাশিতে অজেয় অরি শমন সমান।।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি চরাচর।
তোমার একাংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।।
অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ।
সুরাসুর তুমি সৃষ্টি সংহার-কারণ।।
বহু স্তুতি করি বলে রাবণ-নন্দন।
অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন।।
সাম ঋক্ যজু অথর্ব্ব তোমা হইতে।
অসীম মহিমা গুণ নারি সীমা দিতে।।
হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে।
পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে।।
তব পাদপদ্মে যেবা নাহি মাগে বর।
বৃথাই জনম তার অবনী ভিতর।।

www.bengaliebook.com

আপনি করেছে আজ্ঞা না হয় খণ্ডন।
ও পদ স্মরণে হয় পাপ বিমোচন।।
এ ভব সংসার দেখি অকূল পাথার।
রাম-নাম-তরণী করিয়ে হব পার।।
তুমি নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রহ্মা-সনাতন।
রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবন-মোহন।।
উৎপত্তি প্রলয় তুমি অচিন্ত রতন।
তোমারে চিনিতে প্রভু পারে কোনজন।।
অধম রাক্ষস আমি বড়ই পাপিষ্ঠ।
এ দুঃখে তারিতে প্রভু তুমি মহা ইষ্ট।।
চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে আমার কর হে সংহার।।
এতেক বলিল যদি রাবণ-নন্দন।
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিলা তখন।।
রাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার।
তোমা বধ করা নহে উচিত আমার।।
যাউক জানকী, মোর রাজ্য যাক্ বয়ে।
পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে।।
বীরবাহু বলে যে গোসাঞি পরিহার।
তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা কোন্ ছার।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোসাঞি তোমার শরীরে।
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়ে ভাণ্ডিবে আমারে।।
লঙ্কা দিয়ে রঘুনাথ না ভাণ্ডিহ মোরে।
না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে।।
এতেক বলিয়া তবে রাবণ-নন্দন।
মনে মনে ভাবে তখন আপন মরণ।।
তুমি না মারিলে আমার না হবে উদ্ধার।
দয়া করে করহ আমার প্রতিকার।।
রণ করে পড়ি যদি প্রভু তব বাণে।
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।।
যাহা লাগি মুনি ঋষি নানা তীর্থে ফিরে।
যাহা লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে।।
অনায়াসে পাব আমি হেন গুণনিধি।
বিনা জাতি ব্যবহারে নহে কার্য্যসিদ্ধি।।
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণ-কুমার।
এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার।।
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।
দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিন্ধে রঘুবীরে।।
হেদে রে তপস্বী বেটা, ভণ্ড বনচারী।
মরণ এড়াতে চাহ করে ভারি-ভূরি।।
কালসর্প সম অস্ত্র দেখহ সর্ব্বথা।
লব শোধ যত দুঃখ পায় মম পিতা।।
মম ইষ্টদেবে আমি করেছি স্তবন।
তুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ।।
বীরবাহু কৈল যদি দুরক্ষর বাণী।
ক্রোধেতে হইল রাম জ্বলন্ত আগুনি।।
সত্ত্বগুণে তমোগুণে বড়ই বিষম।
ক্রোধেতে হইলা রাম কালান্তক যম।।
মার মার বলি রাম যুড়িলেন বাণ।
হাসিয়া ধনুক ধরে রাবণ-সন্তান।।
দুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি।
উঠিল আকাশে বাণ-শব্দ ঠনঠনি।।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি।।
দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ।
বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন।।
দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে-বাণে।
দুজনার উপরেতে দুই জনে হানে।।

অগ্নিবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
বজ্র সম আসে বাণ রামের সম্মুখে।।
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবতার।
বরুণ বাণেতে রাম করিল সংহার।।
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান।।
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রঘুনাথ।
ভূমিতে পড়িল যেন সূর্য্য হয় পাত।।
পড়িলেন রামচন্দ্র সর্ব্বজন দেখে।
মুখেতে উঠল রক্ত ঝলকে ঝলকে।।
ব্যথা সম্বরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ।
বীরবাহু কাটিতে চাহেন ধনুখান।।
তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে এক ভিতে।।
বীরবাহু বলে, অবধান রঘুনাথ।
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত।।
ধনুক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ।
বীরবাহু কহিতেছে করি যোড়হাত।।
অক্ষয় ধনুক আমি করিয়াছি হাতে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে পারে কাটিতে।।
ধনু কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লজ্জিত।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ রাম যুড়েন ত্বরিত।।
এড়িলেক বাণ রাম তারা যেন ছুটে।
বাণে বীরবাহুর ধনুক বাণ কাটে।।
ধনুর্ব্বাণ গেল, বীরবাহু উল্লাসিত।
এত দিনে বুঝি বা পূরিল মনোনীত।।
মনেতে জানিলাম আজি নাহি অব্যাহতি।
শ্রীরামের বাণে পড়ে পাইব নিষ্কৃতি।।
একমনে বীরবাহু করিছে স্তবন।
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল অবশ্য মরণ।।
ধনু কাটা গেল বীর আর ধনু লয়।
শরজাল বাণ এড়ে রাবণ- তনয়।।
বাণে আচ্ছাদিল রঘুনাথের উপর।
বাণ দেখে রঘুনাথ হইল ফাঁফর।।
মনে মনে রঘুনাথ করে অনুমান।
ঐষিক-বাণেতে রাম পূরিলা সন্ধান।।
শ্রীরাম ঐষিক-বাণ বসাইলা চাপে।
রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীরদাপে।।
শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে।
দাঁড়ায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে।।
রাম বলে বীরবাহু তুমি বড় বীর।
তব বাণে মম সৈন্য না হয় সুস্থির।।
বীরবাহু বলে রাম ক্ষণেক থাকহ।
যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ।।
রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিল লক্ষ্মণ।
রাক্ষস উপরে করে বাণ বরিষণ।।
লক্ষ্মণের বাণে বীরবাহু সক্রোধিত।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত।।
চলিল লক্ষ্মণ-বাণ তারা যেন ছুটে।
এক বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে।।
পঞ্চ বাণ লক্ষ্মণ যে যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে।।
বাণাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত।
লক্ষ্মণ উপরে মারে বাণ আচম্বিত।।
অষ্ট বাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে লক্ষ্মণের বুকে।।
বীরবাহু-বাণ লক্ষ্মণের ফুটে বুকে।
ঘুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে।।

www.bengaliebook.com

কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন।
পুনরপি দুইজনে হৈল মহারণ।।
লক্ষ্মণে মারিতে বীরবাহু মনে চিন্তি।
বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শীঘ্রগতি।।
আইসে দুর্জ্জয় হস্তী ত্বরিত গমন।
লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণ-নন্দন।।
অতি বেগে এড়ে জাঠা চলে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈলা দাশরথি। ।
জাঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ।
তিন বাণে জাঠারে করিলা খান খান। ।
জাঠারে কাটিয়া রাম রাখিলা লক্ষ্মণ।
ডাক দিয়া বলে তবে রাবণ-নন্দন।।
সাক্ষী হও জাম্ববান খুড়া বিভীষণ।
সাক্ষী হও কপিবৃন্দ পবন-নন্দন।।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধে আছে পণ।
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে মারে সেই জন।।
আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ উপরে।
তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে।।
একের সঙ্গেতে যুদ্ধে অন্যে দেয় হানা।
ধর্ম্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপণা।।
শ্রীরাম বলেন, শুন রাবণ-নন্দন।
লক্ষ্মণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন্ জন।।
বীরবাহু বলে রাম আমি তাহা জানি।
ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন্ প্রাণী।।
বীরবাহু-বাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম।
পুনরপি দুইজনে বাজিল সংগ্রাম।।
গগন ছাইয়া দোঁহে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিছে আগুন। ।
দশ বাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে।
বজ্র সম বাজে বাণ বীরবাহু-বুকে। ।
বুকে বাণ বাজে, রক্ত উঠে অনিবার।
অচৈতন্য হয়ে পড়ে রাবণ-কুমার।।
রক্তধারে বীরবাহুর ভাসে কলেবর।
গড়াগড়ি যায় বীর গজের উপর।।
বীরবাহু লয়ে গজ উঠিলা গগন।
যোড়হাতে শ্রীরামের বলেন লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মেরে উহার বধহ জীবন।।
রাম বলে এ বেটা রাক্ষস মহাবীর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড় সবুদ্ধি সুধীর।।
করিয়ে অন্যায় যুদ্ধ না মারি উহারে।
মারিব ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে বীরবাহু বীরে।।
কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন।
হরিষ হইয়া বীর কহিছে তখন।।
আরবার এস দেখি রণের ভিতর।
জানিলাম বীর বট তুমি রঘুবর।।
এত বলি ধনুক ধরিল বাম করে।
দেখিয়া রুষিল তবে সুগ্রীব বানরে।।
সুগ্রীব বলেন শুন জগৎ-গোঁসাই।
শুনিয়াছি হস্তী সঙ্গে ইহার প্রমাই।।
হস্তী মৈলে বীরবাহু মরিবে নিশ্চয়।
হস্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয়।।
এত বলি সুগ্রীব পবনগতি ধায়।
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায়।।
দশ যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে।
দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে।।
বীরদর্প করি বীর হানিল পাথর।
দন্ত দিয়া পাথর ধরিল গজবর।।

খান খান করিলেক দন্তের তাড়নে।
শালগাছ সুগ্রীব উপাড়ে একটানে।।
দুর্জ্জয় সে শালবৃক্ষ বিংশতি যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্য্যের কিরণ।।
অব্যর্থ পাথর গেল সুগ্রীব লজ্জিত।
হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত।।
গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় গাছ হয়ে গেল গুঁড়ি।।
শুঁড়ে জড়াইয়া হস্তী সুগ্রীবেরে ধরে।
আছাড় মারিয়া তার অস্থি চূর্ণ করে।।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়।
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড়।।
মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে ঝলকে।
সুগ্রীব মরিল বলি কপিগণ দেখে।।
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন।
রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণ-নন্দন।।
একজন উপরেতে দুইজন রোষে।
ধর্ম্ম নাহি সহে তাহা, মরে নিজ দোষে।।
তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি দুই জনা।
বানর আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা।।
বনজন্তু যুদ্ধে কিন্তু আস্বা দেখি বাড়া।
সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুঁড়া।।
বীরবাহু-বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর।
ঈষৎ হাসিয়া রাম করেন উত্তর।।
বণেতে লক্ষ্মণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী।
সূর্পণখা রাঁড়ী গেল বর বাঞ্ছা করি।।
সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
বিধবার ধর্ম্ম ভাল করিল পালন।।
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা।
চৌদ্দহাজার নারী তার বিভা কৈল কটা।।
পরম পাতকী বেটা লঙ্কা-অধিকারী।
জন্মাবধি চুরি করে আনে পরনারী।।
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি।
তার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি।।
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর।
খাইয়া মানুষ পশু পূরয়ে উদর।।
এতদিনে লঙ্কাপুরী পাপে হৈল পূর্ণ।
পাঠাইব যমালয়ে, হবে দর্প চূর্ণ।।
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধান।
মারিলা রাক্ষসগণে শত শত বাণ।।
সারিয়া রামের বাণ বীরবাহু বীর।
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর।।
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুই জন।
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণ-নন্দন।।
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বত প্রমাণ।
বীরবাহু-বাণে রাম হইল অজ্ঞান।।
সম্মুখ যুদ্ধেতে রাম হইলা মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া বানরগণ হইল চিন্তিত।।
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ।
শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে রণ।।
পঞ্চবাণ বিভীষণ যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে।।
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ।
ফাঁফর হইল তবে রাবণ- নন্দন।।
বীণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে।
রাম মূর্চ্ছা কেবা বাণ মারে আচম্বিতে।।
হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ।
বীরবাহু বলে খুড়া সার্থক জীবন।।

বংশ-চূড়ামণি তুমি আছ একজন।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ।।
কুলে একজন হলে বিষ্ণুতে ভকতি।
সকল পুরুষ তার পায় দিব্যগতি।।
পরম পুরুষ রাম ব্রহ্ম-সনাতন।
সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ।।
তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পূরে মনোরথ।।
বিভীষণ বলে বাছা তুমি ভাগ্যবান।
তোমার চরিত্র বাছা না হয় বাখান।।
এইরূপ দুইজনে কথোপকথন।
হেনকালে রঘুনাথ পাইলা চেতন।।
পুনরায় সংগ্রাম বাজিল দুই জনে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে।।
দুই জনে বাণ মারে যার যত ক্ষিক্ষা।
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা।।
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল।।
বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশান।
গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যেতির্ম্ময় বাণ।।
শিলীমুখ সূচীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন।।
রিপুহন্তা বিশ্বহন্তা বিপক্ষ সংহার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তহার।।
কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ শতধার।।
গরুড় অসুরমুখ হংসমুখ বাণ।
ধূম্রমুখ কূর্ম্মমুখ শমন সমান।।
নীল হরিতাল বাণ বিকট দশন।
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহা-পদ্মাসন।।
ভয়ঙ্কর দুষ্কর কামিনী মনোহর।
পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর।।
কুবের পবন-অস্ত্র অতি খরশান।
নবঘন উল্কা বাণ কে করে বাখান।।
শোষক অশোক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ।।
বিকট সঙ্কট বাণ সাথকি পথিক।
মাল্যবাণ হীরাবন্ত শারঙ্গ ঐষিক।।
গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে।
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে।।
এত বাণ দুই জনে করে অবতার।
সব লঙ্কাপুরী কৈল বাণে অন্ধকার।।
জিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন।
দুই জনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন।।
ব্রহ্মার নিকটে পূর্ব্বে পেয়েছিল বাণ।
সেই বাণ বীরবাহু পূরিল সন্ধান।।
মন্ত্রেতে হইল বান অতি ভয়ঙ্কর।
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর।।
বিপরীত ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে।।
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে।
দেখিয়া সে রঘুনাথ চিন্তিল অন্তরে।।
রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্বলে।
দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে।।
শরভঙ্গ-মুনি স্থানে পাইলা যে শর।
সেই বাণ রাক্ষসেরে মারুন রঘুবর।।
এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে।
পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে।।

www.bengaliebook.com

যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ স্থানে।
বীরবাহুর ব্রহ্ম-অস্ত্র কাট সেই বাণে।।
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে।
সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে।।
তূণ হৈতে সেই অস্ত্র লয়ে শীঘ্রগতি।
মন্ত্র পড়ি ধনুকে যুড়িলা রঘুপতি।।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ যুড়িল ধনুকে।
ব্রহ্ম অগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্রমুখে।।
কোপে কম্পমান বাণ ছাড়ে দাশরথি।
বাণের প্রতাপে মহাকম্প বসুমতী।।
শ্রীরাম এড়িল বাণ বায়ুবেগে চলে।
রাক্ষসের ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটে অবহেলে। ।
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জ্জিয়া উঠিল।
কাটিয়া গজেন্দ্র-মুণ্ড ভূতলে পাড়িল।।
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত পড়িল যেন ধরণী উপর।।
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে, মুণ্ড আর ভিতে।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমিতে।।
কোপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চ বাণ।
বীরবাহুর ধনুক করেন খান খান।।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ।
কহিতেছে বীরবাহু করি যোড়হাত।।
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার।।
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন।।
বীরবাহু কহিলেক করুণ বচন।
মনে বিষাদিত হৈল কমল-লোচন।।
বীরবাহু না মরিলে না মরে রাবণ।
এতেক ভাবিয়া রাম বিষণ্ন বদন।।
দুর্জ্জয় বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুকেতে যুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি। ।
মহাবেগে যায় অস্ত্র শব্দ বিপর্য্যয়।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব লোকেতে লাগে ভয়।।
চলিল বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষ্ণু-অবতার।
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার।।
অব্যর্থ বৈষ্ণব-বাণ কি কহিব কথা।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহু-মাথা।।
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রাম-পদতলে।।
বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয়।
রামের চরণে লাগে হয়ে জ্যোতির্ম্ময়।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ।
চারিজন দেখয়ে না দেখে কোন জন।।
রণ জিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি।।
বানর-কটক বলে করিলে নিস্তার।
আর যত বীর আছে মোসবার ভার।।
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণ পানে।
এই মত বীর আর আছে কত জনে।।
বিভীষণ বলে প্রভু বীর নাহি আর।
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমার।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধৃপতি।।

ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন

www.bengaliebook.com

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।।
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন।।
চেতন পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর।।
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর।
নর-বানরের বাণে ত্যজিল শরীর।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন।।
একে একে পাঠালাম যত যত বীরে।
সংগ্রামেতে গেল আর না আইল ফিরে।।
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন।
মহোদর মহাপাশ যত যত জন।।
ত্রিভুবন জিনিয়াছি যে সব সহায়ে।
কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর।
আশঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার।।
এখন বানর নরে দর্প করে চূর্ণ।
কোথা মহোদর, কোথা ভাই কুম্ভকর্ণ।।
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিৎ।।
বাপের অবস্থা দেখি হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর।।
মেঘনাদ বলে, পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে।।
লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে।।
রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত।
একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিৎ।।
বড় বড় বীর পাঠাই, বড় ভাবি মনে।
ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে।।
যতবার তুমি যাহ যুঝিবার তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে।।
রাম লক্ষ্মণেরে বেঁধেছিলে নাগপাশে।
মরিয়া জীয়ন্ত হইল গরুড়-নিঃশ্বাসে।।
দশদিক চাপি কৈলে বাণ বরিষণ।
বানর কটক মরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হনুমান।
ঔষধ আনিয়া সবার দিল প্রাণদান।।
তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার।
এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর।।
আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা।
বাহুড়িয়া যেন নাহি ফিরে এক জনা।।
বাপের বচনে ঘেমনাদ সচিন্তিত।
যোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিৎ।।
বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কোথা শুনিয়াছ মড়া পেয়েছে জীবন।।
মরিয়ে না মরে রাম একি চমৎকার।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার।।
মেঘনাদ-কথা শুনি কহিছে রাবণ।
আগেতে মারহ পুত্র পবন-নন্দন।।
সেই বেটা দেয় সবাকার প্রাণদান।
আর কে বাঁচাবে বল মৈলে হনুমান।।
আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন।
তবে আর ঔষধ আনিত কোন্ জন।।
পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে।
কটক লইয়া তবে নড়ে যুঝিবারে।।

সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত।।
যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
মন্দোদরী মায়েরে মনে তখন পড়ে।।
মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ।
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ।।
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে।
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে।।
উদ্দেশে মায়ের পদে করি নমস্কার।
ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার।।
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞের সামগ্রী সব আনিল ত্বরিত। ।
রক্তপাট ভারে ভার সুরক্ত চন্দন।
রক্ত কুসুমমাল্য আর আরক্ত বসন।।
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস।।
শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি।।
খরশান খড়্গো ছাগ কাটি শীঘ্রগতি।
অগ্নি সমর্পণ করি দিতেছে আহুতি। ।
আতপ তণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে।
ঘৃতের আহুতি সব দিতেছে আগুনে।।
রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘৃতে।
দশ হাজার বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে।।
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন।।
দক্ষিণদিকেতে গেল আগুনের শিখা।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি আসি দিল দেখা।।
সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান।
রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান।।
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর কি কারণে।
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রিদিনে। ।
ইন্দ্রজিৎ বলে মোরে দেহ এই বর।
রাম-সৈন্য মারিয়া পাঠাই যমঘর।।
অগ্নি-বলে হেন বার চাহ অকারণ।
কেমনে মারিবি রামে তিনি নারায়ণ। ।
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম-অবতার।
রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার।।
মনুষ্য নহেন রাম স্বয়ং নারায়ণ।
অনুক্ষণ চাহি আমি তাঁহার চরণ।।
রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে।
আর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে।।
যখন মারিস তাঁরে বাঁচেন তখন।
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন।।
শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ।।
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ।
ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ।।
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন।
পশ্চিম দ্বারেতে যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
একবার যুড়িল সাতাইশ লক্ষ শর।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর।।
ঝঞ্ঝনার শব্দবৎ বাণশব্দ শুনি।
ইন্দ্রজিৎ বলি সবে করে কাণাকাণি।।
বানর-কটক বলে শুন রঘুনাথ।
এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিৎ-হাত।।
রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।।

ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়, কর রাক্ষস সংহার।
পৃথিবীতে যেন নাহি থাকে রাক্ষস সঞ্চার।।
শ্রীরাম বলেন তুমি নির্ব্বোধ লক্ষ্মণ।
কোন্ অপরাধে বধি সবার জীবন।।
কোন্ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী।
অপরাধ একের অন্যেরে কেন মারি।।
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ।
মারিবে রাক্ষসগণে বিনা বিভীষণ।।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে।
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে।।
লক্ষ্মণ বলেন মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিৎ।
মেঘ সনে বেটারে বিন্ধহ অলক্ষিত। ।
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ।
কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন।।
উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে।
লঙ্কামধ্যে যজ্ঞস্থানে প্রবেশিল ত্রাসে।।

মায়াসীতা বধ

পশিয়া লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার।
বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে কহে বার বার।।
শুন বলি বিদ্যুৎজিহ্ব নানা মায়াধারী।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী।।
জনক-নন্দিনী যে প্রকার রূপ ধরে।
সেইরূপ সীতা নির্ম্মাইয়া দেহ মোরে।।
মায়া-সীতা কাটি আজি রামের গোচর।
পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর।।
অনায়াসে হইবেক রামের মরণ।
রামের মরণে মরিবেক সে লক্ষ্মণ।।
পলাইবে সুগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ।
বিনা যুদ্ধে রাম সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ।।
অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্ল হৃদয়।
মায়াসীতা নির্ম্মাইতে করিল নিশ্চয়।।
সীতার যেমন রূপ যেমন আকার।
বিদ্যুৎজিহ্ব সেইমত রচিল তাহার। ।
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার।
মন্ত্র পড়ি করে তার জীবন সঞ্চার।।
বিদ্যুৎজিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তখন।
শ্রীরাম তোমার স্বামী দেবর লক্ষ্মণ।।
দশরথ শ্বশুর জনক তোর বাপ।
রাবণ আনিল তোরে পেয়ে বড় তাপ।।
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমায় তুলিবে যখন।
রাম রাম শব্দে তুমি করিহ রোদন।।
মায়াসীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর।
শিরোপা বিদ্যুৎজিহ্ব পাইল বিস্তর।।
তাড়বালা পাইল কত মাণিক্য রতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য পাইল অনেক বাজন। ।
মায়াসীতা তুলিয়া রথের একভিতে।
পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে।।
অশ্ববাড়ি মারে মায়াসীতার শরীরে।
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে।।
মরি মরি বলি সীতা কান্দে উভরোলে।
হাতে খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ সীতার ধরে চুলে।।
দেখে হনুমান বীর ধায় উভরড়ে।
দুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে।।
ইন্দ্রজিৎ -রথে সীতা হনুমান দেখে।
বৃক্ষ হাতে রহে তার বাক্য নাহি মুখে।।

এক হস্তে ধরিয়াছে বৃক্ষ আর পাথর।
আর হাতে আঁখিজল সম্বরে বানর।।
ডাক দিয়া কহে হনু মেঘনাদ বীরে।
পাপেতে ডুবিলি বেটা নরক ভিতরে।।
স্ত্রীবধ দুষ্কর বড় পরম পাতক।
অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক।।
অঙ্গে মাংস নাহি সীতার অস্থিচর্ম্ম সার।
এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার।।
ইন্দ্রজিৎ বলে তুই পশু দুরাচার।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের বিচার।।
স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী।
শাস্ত্রমত হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি।।
আগে সীতা কাটি পাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ।।
ইন্দ্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে।
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিত-বাণে।।
ইন্দ্রজিতে মারি সীতা কেড়ে লৈতে চাহে।
যম সম নিশাচর সামান্য ত নহে।।
আগু হৈতে নাহি পারে পবন-নন্দন।
মায়া করি মায়া সীতা যুড়িল ক্রন্দন।।
হা হা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ দরশন।।
রাজার নন্দিনী আমি রামের বনিতে।
বিপাকে হারানু প্রাণ রাক্ষসের হাতে।।
কোথায় জনক ঋষি জনক আমার।
বিপাকে মরিনু আসি সমুদ্রের পার।।
কৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রুজলে।
না করিলাম তাঁর সেবা আসিবার কালে।।
সেই অপরাধে মোর হলো এ দুর্গতি।
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ রাখ রঘুপতি।।
রক্ষা কর হনুমান পবন-নন্দন।
এত বলি মায়াসীতা করিছে ক্রন্দন।।
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়্গ-লয় হাতে।
তুলিয়া মারিল মায়া-সীতার অঙ্গেতে।।
ব্রাহ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা।
সেই মত করিয়া কাটিল মায়াসীতা।।
দুই খান হয়ে সীতা পড়ে ভূমিতলে।
পলায় বানরগণ আ-উদর চুলে।।
হনুমান বলে কপি রণে হও স্থির।
ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিৎ-শির।।
সীতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিৎ নাচে।
ইন্দ্রজিৎ মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে।।
হনুমান-বাক্যে ফিরে সকল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর।।
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ।
বড় বড় রাক্ষস পড়িল বাছের বাছ।।
বানরের যুদ্ধে ত্রাস পেয়ে ইন্দ্রজিৎ।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া উত্তরে ত্বরিত।।
হনুমান কহিতেছে সকল বানরে।
সীতাদেবী কাটা গেল যুঝি কার তরে।।
শ্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া পরে।
শ্রীরামের যেমন আজ্ঞা সেইমত হবে।।
শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ।
জাম্ববানে কহিছেন রাজীব-লোচন।।
যুদ্ধ করে হনুমান মহাশব্দ শুনি।
রণে ভাল মন্দ কিবা কিছুই না জানি।।
তুমি যাহ আপনার সৈন্যগণ লয়ে।
হনুর সৈন্যেতে থাক অনুবল হয়ে।।

তব বিদ্যমানে যদি হনু-সৈন্য ভাগে।
তার ভাল মন্দ দায় তোমারে সে লাগে।।
আজ্ঞামাত্র জাম্ববান চলে ততক্ষণ।
পথে হনুমান সঙ্গে হৈল দরশন।।
হনুমান বলে কেন যুঝিতে গমন।
সীতাদেবী কাটা গেল, কি করিবে রণ।।
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর।
সীতার বিহরে রাম কি দেন উত্তর।।
সৈন্যসহ দুই জনা গেল রাম-স্থান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনুমান।।
হনুমান বলে, প্রভু কর অবধান।
ইন্দ্রজিৎ কাটে সীতা সবা বিদ্যমান।।
শুনিয়া ত রঘুনাথ হইলা মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি যোগায় ত্বরিত।।
নির্ম্মল উৎপল জল গন্ধে সুবাসিত।
শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত।।
স্পন্দহীন বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন।
বিলাপ করেন আর কহেন লক্ষ্মণ।।
ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম্ম-নিকেতন।
ধর্ম্ম-লাগি রাজ্য-ত্যাগী বাকল বসন।।
ফল-মূলাহারী শিরে জটা-জুটধারী।
স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী।।
রাজভোগে থাকিতেন দিব্য সিংহাসনে।
দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে।।
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
জন্মের মত হারালে সীতা হেন নারী।।
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক।।
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয়।।
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা।
সূতা-সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা।।
বিবিধ উৎপাত পড়ে, বিবিধ প্রমাদ।
জ্ঞানীলোকে তাহে কিছু না করে বিষাদ।।
স্ত্রীর শোকে প্রভু কেন হয়েছ কাতর।
মহাজন সম্বরে সে বিপদ-সাগর।।
তোমার কিসের ভার্য্যা, কেবা বাপ ভাই।
তোমার সমান নাই জগতে গোঁসাই।।
সকলের প্রাণ তুমি, সব তব ছায়া।
তোমা ছাড়া কেহ নহে, সব তব মায়া।।
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন একি ব্যবহার।।
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুল-পুরোহিত।
স্বর্গবাসে গেলা তিনি শরীর সহিত।।
স্বর্গে গিয়া তিনিও যে দারা পুত্রশোকে।
স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আইলা মর্ত্ত্যলোকে।।
তপস্যা করিয়া ইন্দ্র হৈলা দেবরাজ।
শোকেতে কাতর হও, কিছু নহে কাজ।।
শ্রীরাম বলেন কিবা বুঝাও লক্ষ্মণ।
ভার্য্যাশোকে নহে ভাই কভু বিস্মরণ।।
স্ত্রী পুরুষে দোঁহে জন্মে এ ছার সংসারে।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে।।
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক।
সবা হৈতে ভাইরে ভার্য্যার বড় শোক।।
দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ বিশেষ।।
স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি।
স্ত্রী-শোক এড়ায় যেই সে পরম জ্ঞানী।।

রাজ্যহীন পিতৃহীন সে সব পাসরি।
হারাইয়া নারী ভাই পাসরিতে নারি।।
সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।
সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে।।
হইলেক কান্দিয়া শ্রীরাম অচেতন।
রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ।।
সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ।
বিভীষণ কহে বার্ত্তা কহ হনুমান।।
কেন রামের কোমলাঙ্গ ধূলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
সীতারে কেটেছে আজি রাবণ-নন্দন।।
যত পরিশ্রম সব হলো অকারণ।
বৃথা কেন করিলাম সাগর বন্ধন।।
বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইয়া বনে।
হারাইলাম প্রাণের জানকী এতদিনে।।
কাননে চলিত যবে জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার।।
ননীর পুতলী সীতা আতপে মিলায়।
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে যদি পায়।।
চম্পক-বরণী সীতা রাজার দুহিতে।
স্বামী হয়ে সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে।।
মায়ামৃগ ধরিবারে কেন গেলাম বনে।
কারে বিলাইয়া দিনু সীতা হেন ধনে।।
দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যখন কাটিল জানকী।
না জানি কান্দিলা কত সীতা শশিমুখী।।
সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন।
অযোধ্যাতে ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ।।
বিভীষণ বলে রাম না কর ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্জন।।
রাম বলে দেখিয়াছে পবন-নন্দন।
বিভীষণ বলে হনু পশুতে গণন।।
বনজন্তু বানর সে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
মহালক্ষ্মী মা জানকী কার সাধ্য কাটে।।
আর এক কথা বলি শুন রঘুমণি।
পরমাসুন্দরী সীতা ভুবন-মোহিনী।।
মজাইল লঙ্কাপুরী জানকীর তরে।
তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে।।
সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিতের সাধ্য কি যে সীতাদেবী আনে।।
দশ হাজার কিঙ্করী সীতারে আছে ঘেরে।
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে না পারে।।
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে।।
মায়াসীতা কাটি বেটা কৈল দুই খান।
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান।।
প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়।
হনুমান গিয়া দেখে আসুক সীতায়।।
এতেক শুনিয়া সবে হৈল হরষিত।
অশোকের বনে হনুমান উপনীত।।
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।
রঘুনাথে সমাচার হনু দিল আসি।।
কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিলেক এনে।।
বিভীষণে কোল দিলা রাম রঘুবর।
রামজয় ধ্বনি করে সকল বানর।।

বিভীষণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের মরণোপায় কথন

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কিরূপেতে ইন্দ্রজিৎ হইবে পতন।।
বিভীষণ বলে শুন রাজীব -লোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন।।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর। ।
যজ্ঞে পূর্ণহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে।।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ ভঙ্গ করিবে যে জন।।
ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে।।
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময়ে গিয়া তা যজ্ঞ কর ভঙ্গ।।
রাম বলেন বিভীষণ ধর্ম্মে তব মতি।
কি কথা কহিলে নাহি করি অবগতি।।
বুঝাইয়া কহ দেখি মিত্র বিভীষণ।
কেমনে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ।।
বিভীষণ বলে মিত্র করহ-শ্রবণ।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন।।
মেঘনাদ আমি আর রাজা দশানন।
তিন জন ছিলাম না ছিল অন্য জন।।
ব্রহ্মা বলিলেন মেঘনাদ মাগ বর।
মেঘনাদ বলে চাহি হইতে অমর।।
বিধি কর মেঘনাদ সে বড় প্রমাদ।
বাঞ্ছামত অন্য বর মাগ মেঘনাদ।।
মেঘনাদ বলে যদি হইলে সদয়।
মনোমত বর তবে দেহ মহাশয়।।
যজ্ঞ করে যেই দিন যাইব যুঝিতে।
হইব সংসারজয়ী তোমার বরেতে।।
শত্রুরে মারিব বাণ মেঘের আড়ে থেকে।
আমি যারে মারিব সে আমারে না দেখে।।
ব্রহ্মা বলে, যে চাহিলে দিলাম সেই বর।
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর। ।
যজ্ঞ করে যে দিন যাইবে যুঝিবারে।
সে দিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে।।
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোমার করিবে যে জন।
মরিবে তাহার হাতে না যায় খণ্ডন। ।
মেঘনাদে মারিবারে সন্ধি আমি জানি।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি।।
মায়াসীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে গেল লঙ্কার ভিতর।।
বানর-কটক লয়ে যজ্ঞভঙ্গ করে।
এখনি মারিব গিয়া রাবণ-কুমারে।।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ।।
শুনিয়া সখার কথা রামের উল্লাস।
ইন্দ্রজিৎ-মৃত্যু কথা গাহে কৃত্তিবাস।।

ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ ভঙ্গ

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাই লক্ষ্মণ।।

www.bengaliebook.com

একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট-পুরী লঙ্কার ভিতর। ।
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর।।
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সনে।।
বিভীষণ বলে গোঁসাই ভাব কি কারণ।
শত ইন্দ্রজিৎ-বল ধরেন লক্ষ্মণ। ।
তাহাতে সপক্ষ আছে সব কপিগণ।
মুর্হূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন।।
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে।
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে।।
রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ।।
লক্ষ্মণের যত শক্তি আমি তাহা জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি।।
মরেছে সকল বীর ওই বেটা আছে।
ইন্দ্রজিতে মারিয়া রাবণে মারি পিছে।।
একজনে দুই জনে মারা হবে ভার।
দুজনে দুজনা মার এই যুক্তি সার। ।
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ রাজা জিনি।
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি।।
অষ্ট বানর সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ।
হনুমান আর গবাক্ষাদি শ্রীগন্ধমাদন।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেহ বানর সম্পাতি।
নল নীল চলুক প্রধান সেনাপতি।।
গড় মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণ-হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে।।
বিভীষণ বলে গোঁসাই শুন দিয়া মন।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ। ।
শ্রীরাম বলেন ভাই দাণ্ডাও মম আগে।
বিভীষণের ভাল মন্দ তোমারে যে লাগে।।
শ্রীরামের চরণ বন্দি বানরগণ সঙ্গে।
বিভীষণ সহ তবে চলিলেন রঙ্গে।।
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল।।
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুতে দিয়া চাড়া।
হনু দাণ্ডাইল লয়ে পর্ব্বতের চূড়া।।
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসের বেড়ে।।
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁফর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর।।
বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ।।
বানর তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিৎ আগে।।
ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড পাড়ে।।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বীর পরম সন্ধানী।
বৃক্ষবাড়ি মারি নিভায় যজ্ঞের আগুনি।।
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব।।
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মূতে।
ফলমূল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিত।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিৎ।।
মেঘবর্ণ অঙ্গ, তাম্রবর্ণ দু-লোচন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ।।

জাঠি ও ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে।।
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি।
দেখাদেখি আজি তোরে দিব যমপুরী।।
না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি।
এ কারণে এতদিন তোর অব্যাহতি।।
মল্লযুদ্ধ কর বেটা, ফেল ধনুর্ব্বাণ।
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ।।
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
ঐ দেখ ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে হনুমানে।।
মেঘবর্ণ বসে আছে বট-বৃক্ষতলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নাম নিকুম্ভিলে।।
যজ্ঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে লবে- বর।
আছুক অন্যের কাজ জিনে পুরন্দর।।
রয়েছে আশ্রয় করে বট-বৃক্ষতলা।
যজ্ঞস্থলে উহারে মারহ এই বেলা।।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ দুজনে দরশন।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণ বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিৎ।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত।।
লক্ষ্মণের বাক্য ইন্দ্রজিৎ নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তখন বলে বিভীষণে।।
এক বীর্য্যে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বলে।।
পিতার সমান তুমি পিতৃ-সহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর।।
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে।।
এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে।।
খাইলি রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর।।
নির্গুণ সগুণ হয়, তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি-বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি।।
পর-কোলে দেখি খুড়া পরমাসুন্দরী।
আপনার ভাগ্যে নাই, কর ধড়ফরি।।
এত ভ্রাতৃষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাহি তাতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে।।
বানর কটক খুড়া করহ অন্তর।
যজ্ঞপূর্ণ করি আমি মেগে লই বর।।
এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটুনি।
আজি তোমায় কেটে খুড়া ঘুচাইব শনি।।
বিভীষণ বলে বেটা বলিস্ বিপরীত।
ভালমতে জানে সবে আমার সে রীত।।
রাক্ষস-কুলেতে জন্ম নাহি কদাচার।
পরদ্রব্য না লই না করি পরদার।।
চৌদ্দ হাজার দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে।।
হরে আনে পরনারী তপে তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে কামিনী।।
কত শত মুনি ঋষি মেরে কৈল পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ, করে তোর বাপ।।
ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ।
কতকাল সবে পাপ পড়িল প্রমাদ।।

www.bengaliebook.com

সৰ্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
তোর বাপের ফল যে ফলিল এতকালে।।
নিকট মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিত।।
অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস বারে বার।
অগ্নির নিকটে বর পাবে নাক আর।।
যজ্ঞপূর্ণ দিতে চাহ মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা।।
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
হাতে ধনু আইল লক্ষ্মণ মহাবলী।।
লক্ষ্মণ বলেন বেটা দুষ্ট নিশাচর।
দেখ দেখি এখনি পাঠাব যমঘর।।
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে।
সৰ্ব্বদুঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে।।
পিতৃ-আগে কৈওগিয়া সংগ্রামের কথা।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা।।
এত যদি লক্ষ্মণ তর্জ্জন করে বলে।
কুপিল যে মেঘনাদ অগ্নি হেন জ্বলে।।
অষ্টবীর বানর উঠিল তার রথে।
দুর্জ্জয় বানর সব লাগিল গৰ্জ্জিতে।।
সারথি সহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে।।
বিরথা হইল যদি রাবণ-নন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্ষ্মণ।।
দুজনার উপরে দুজনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সমান।।
ভয় পেয়ে ইন্দ্রজিৎ ভাবে মনে মন।
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন।।
ইন্দ্রজিৎ বলে শুন যত নিশাচর।
রথসজ্জা করি আমি আসিব সত্বর।।
আজি নর-বানরে পাঠাব যমালয়।
ক্ষণেক থাকহ সবে না করিহ ভয়।।
এত বলি গোপনেতে করিল গমন।
অন্যেতে কি জানিবে, না জানে বিভীষণ।।
মায়াতে সে রথখান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।
গায়েতে বিচিত্র শানা, মাথায় টোপর।
হাতে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর।।
লক্ষ্মণ বলেন বেটা মায়ার নিদান।
দেখেছিলাম এক মূর্ত্তি এবে দেখি আন।।
মেঘনাদ-মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ।।
বিভীষণ বলে তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ।।
মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আড়েতে।
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।।
ইন্দ্রে বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে।।
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর।।
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিৎ।
মারিব উহারে বন্দী করি চারিভিত।।
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস।
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ।।
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে।
সূক্ষ্মরূপে যাইয়া পাতাল রক্ষা করে।।
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
যুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে।।

www.bengaliebook.com

গগনে পর্ব্বত হাতে রহে হনুমান।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান।।
বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ।
মেঘনাদে বেড়ি বানর মারে চারিভিত।।
সম্মুখেতে বাণ-বৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন।।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিৎ পলায় তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে।।
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে।।
লাভ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে।।
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজা ফেলে চারিভিতে।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে।।
শূন্যে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান।
দুই পায়ে ধরি তারে দিল এক টান।।
অন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করে জড়াজড়ি।।
হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে, হনু তারোপরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে।।
শীঘ্র এস কপিগণ ডাকে হনুমান।
সবে মেলি ইন্দ্রজিতের বধহ পরাণ। ।
হনুমান-বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি।
সকল বানর মিলে আসে রড়ারড়ি।।
কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ বলে মহাবলী।
বানরগণেরে দেখি করে ঠেলাঠেলি।।
বানর উপরে বাণ করে বরিষণ।
কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ।।
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কাতে যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে।।
বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবি কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা। ।
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ ডাকেন বিভীষণ।
ত্বরা করি দুষ্ট বেটার বধহ জীবন।।
বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎ-কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান।।
দুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে দুই জনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনার বাণে।।
চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা।
দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা। ।
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ বাণ পদ্মাসন।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন।।
উল্কাবাণ বরুণবাণ বিদ্যুৎ খরশাণ।
গজেন্দ্র নক্ষত্র-যোগ জ্যোতির্ম্ময় বাণ।।
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন।।
দণ্ড ঐষিকাদি বাণ বাণ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার।।
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপার্শ্ব বাণ মনোহর।।
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার।
দশদিক লঙ্কাপুরী বাণে অন্ধকার।।
দুজনে বরিষে বাণ দুজনে প্রবীণ।
বাণের কুহকে নাহি জানি রাত্রি দিন।।
লক্ষ্মণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায়।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান।।

www.bengaliebook.com

বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্মা ভাবি ব্রহ্মা তোমায় করিলা সৃজন।।
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার।।
ইন্দ্রজিৎ-মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক দেবতা সকলে।।
এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিলা সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজতের উড়িল পরাণ।।
জাঠি শূল কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার পাবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিরে।।
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতের মাথা কাটি করে দুই খান।।
পড়িল যে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম ভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসের মারে।।
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ।।
পড়িল মস্তকসহ মুকুট কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিতের মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল।।
ইন্দ্রজিতের কাটামুণ্ড উপরেতে চড়ি।
কোন কপি লাথি মারে কেহ মারে বাড়ি।।
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে কপি, মড়ার উপর খাঁড়া।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিৎ-বধ গীত গান রামায়ণ।।

ইন্দ্রজিতের মরণে দেবগণের আনন্দ

যে ধরিলে ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান,
বীরদাপে বসুমতী ফাটে।
ত্রিভুবনে যত বীর, যার রণে নহে স্থির,
যক্ষ রক্ষ না যায় নিকটে।।
হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্রিভুবনে,
মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি।।
রণে মৈল ইন্দ্রজিৎ, সকলেতে আনন্দিত,
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুরাসুর ঋষি যতি, লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি,
সবে কৈলা পুষ্প বরিষণ।।
ইন্দ্রজিতের মরণে, হরষিত দেবগণে,
বাল বৃদ্ধ সবে আনন্দিত।
কহেন লক্ষ্মণ প্রতি, করিলে যে অব্যাহতি,

ত্রিভুবনে ঘুচাইলে ভীত।।
হইল অপার সুখ, খণ্ডিল মনের দুঃখ,
নিশ্চিন্ত সকলে কুতূহল।
যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, পাদ্য অর্ঘ্য হাতে করি,
সুরপুরে করে সুমঙ্গল।।
যতেক অমরা-সতী, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
সুখে ক্রীড়া করে সুরপতি।
বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি,
নাচে দেব হরষিত অতি।।
ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়,
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে।
রথখান সুশোভন, বিপক্ষে যেন শমন,
ভয়ে কেহ না যায় সম্মুখে।।
করি রথে আরোহণ, আইলেন দেবগণ,
শ্রীরামেরে কহে যোড়হাত।
বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর, ঘুচাহ দেবের ডর,
উদ্ধার করহ রঘুনাথ।।
রাবণ হউক ক্ষয়, রামের হউক জয়,
দূরে যাক দেবের তরাস।।
দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদছায়া,
নাচাড়ী গাহিল কৃত্তিবাস।।

ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন

বাণে বাণে হয়েছেন লক্ষ্মণ পীড়িত।
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত।।
দুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের স্কন্ধে।
বহির্গত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে।।
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিৎ। ।
মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিদান।
পাছে বা সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ।।
এই ভাবি পথপানে চাহেন সঘনে।
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে স্থানে।।
বহিছে শোণিতধারা লক্ষ্মণের গায়।
দেখিয়া শ্রীরাম তবে জিজ্ঞাসেন তায়।।

বিভীষণ বলে প্রভুর করি নিবেদন। | আইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ।।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে শ্রীরাচন্দ্রের আনন্দ

জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরক্ত বপু,
উপনীত রামের গোচর।
বাম করে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন,
দক্ষিণ করেতে এক শর।।
রিপুজয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশে সঙ্গে,
আইল সকল মহাবীর।
আনন্দে প্রফুল্ল কায়, রক্তধারা বহে গায়,
রণশ্রমে হইয়া অস্থির।।
শুনিয়া সংগ্রাম জয়, শ্রীরাম আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা।
সাগর তরিনু হেলে, কি আর গোখুর-জলে,
রাবণ বধিলে পাব সীতা।।
যত সেনাপতি সঙ্গে, সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে,
সঙ্গেতে সকল অধিকারী।
নল নীল বালি-সুত, সকলে আনন্দযুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি।।
বৈরীকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণগ্রাম।
লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কহেন সকল কথা,
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম।।
শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল,
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই।
লইয়া মস্তকঘ্রাণ, চুম্বিলা ধনুক বাণ,
তোমা বই নাহি আর ভাই।।
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিদশের পতি,
ক্ষিতিতলে বিষ্ণু-অবতার।

www.bengaliebook.com

তব যারে আশীর্ব্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ,
তারে জিনে হেন সাধ্য কার।।
পশুপতি বৃহস্পতি, শচীপতি করে স্তুতি,
তাহার নাহিক যম-ত্রাস।
লক্ষ্মণ করিল স্তুতি, আনন্দিত রঘুপতি,
লঙ্কাকাণ্ড গায় কৃত্তিবাস।।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে লক্ষ্মণের অঙ্গক্ষত হওয়াতে সুষেণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রদান

শ্রীরাম বলেন হে সুষেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গেতে শর।।
বাণফলা রহিয়াছে শরীর ভিতর।
কেমনে সহিল এ কোমল-কলেবর।।
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ।
সীতা উদ্ধারের মূল হইল এখন।।
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রয়েছে ফুটিয়া।
মহৌষধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া।।
এতেক বলেন যদি কমল-লোচন।
ঔষধ বাহির করে সুষেণ তখন।।
একে এক বাহির করিল যত শর।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর।।
অঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ঔষধের ঘ্রাণ।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের সমান।।
মিশায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর।
পূর্ব্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর।।
আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ।
সুষেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্মহাত।।
রাম বলে সুষেণ হে কি কব তোমারে।
তোমার সমান বৈদ্য নাহিক সংসারে।।
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমার।।
বন্দিল সুষেণ বৈদ্য রামের চরণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ।।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের বিলাপ

ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে প্রভাত সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়।।
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর।।
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ-আগে না করে সাহস।।
পাত্র মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়ে।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়ে।।
রাবণ-সম্মুখে কহে যোড় করি হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ।।

www.bengaliebook.com

লঙ্কাপুরী বীরশূন্যা হৈল এত দিনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে।।
দূতমুখে শুনি ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন।।
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
ধরিয়া তুলিল যত পাত্র মিত্র আসি।
দশ মুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী।।
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।।
রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে।।
আমার সর্ব্বস্ব তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী।।
পর্ব্বত-কন্দর কাঁপে দেখে তোর বাণ।
একবাণে ইন্দ্র বেটা না সহিত টান।।
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে পুত্র হারাইলে প্রাণ।।
কুম্ভকর্ণ ভাই-শোক রহিয়াছে বুকে।
তাহার উপর মরি তোমা পুত্র-শোকে।।
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞভঙ্গ করে তোমা বধিল জীবন।।
যদি প্রাণ বাঁচে রাম-তপস্বীর রণে।
আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে।।
হা হা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথাকারে।
সম্মুখে সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে।।
পুত্রশোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায়।।
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেকে চেতন।
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দিছে রাবণ।।

মন্দোদরীর বিলাপ

কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা অধিকারী।
ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী।।
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী।।
স্পন্দহীনা মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে, কেহ দেখে নেড়েচেড়ে।।
নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বলে নাই।।
এলোথেলো কবরী-বন্ধন কেশপাশ।
চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে শ্বাস।।
চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত।।

www.bengaliebook.com

আমি নানা উপাচারে, পূজিয়া যে মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছু দিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে।।
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড।
কি ছার পুষ্পক-রথ, বীরভাগ আছে যত,
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড।।
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী।।
শচী সহ শচীপতি, সুখেতে করুন স্থিতি,
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
লঙ্কার দেখিয়া এ দুর্গতি।
ইন্দ্রআদি দেবগণে, জিনিয়াছি তুমি রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর।।
নানা গুণে রূপে ধন্যা, যক্ষ বিদ্যাধর-কন্যা,
বিবাহ দিলাম তোমা সহ।
তারা না পাইল সুখ, ভুঞ্জিবে কতেক দুখ,
কত সবে পতির বিরহ।।
অযোনি-সম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী,
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে।।
যজ্ঞ যবে পুত্র করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,

www.bengaliebook.com

কোন লোক না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকলি অসার তার,
হায় পুত্র কি মোর জীবনে।।
শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইলা হরি,
করিতে রাক্ষসকুল নাশ।
নর নয় সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি,
নাচাড়ী রচিল কৃত্তিবাস।।

রাবণের সীতাবধে উদ্যম এবং মন্দোদরী কর্ত্তৃক নিবারণ

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরী-ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ।।
সীতা লাগি মজিল কনক-লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী।।
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইন্দ্রজিৎ।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত।।
হাতে করি লয় রাবণ খড়্গ একধারা।
কুড়ি চক্ষু ঘুরে যেন আকাশের তারা।।
দুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ।।
সীতারে কাটিতে যায় পবনের বেগে।
রাবণের পাত্র মিত্র পাছে গিয়া লাগে।।
খড়্গ হাতে ধায় রাবণ অশোকের বনে।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে।।
প্রবেশ জরিল গিয়া অশোকের বন।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।।
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী।
সর্ব্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী।।
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে।
রমণী-বধের পাপ পরকালে পাবে।।
এত ভাবি মন্দোদরী সম্বরি ক্রন্দন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন।।
পাগলিনী-প্রায় রাণী ছুটে ঊর্দ্ধমুখে।
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে।।
একেত রাবণ তাহে ক্রোধেতে মগন।
ঘুরিতেছে রক্তবর্ণ বিংশতি নয়ন।।
আতঙ্কে অস্থিরা সীতা দেখিয়া রাবণে।
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে।।
পুত্রশোকে আসিতেছে করিতে ছেদন।
কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ।।
অভাগীর দেখা দেও অশোকের বনে।
রামের মহিষী আমি কাটিল রাবণে।।
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ।।
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ, বধ করো না হে নারী।।
রাবণ বলে মায়াসীতা কাটে ইন্দ্রজিতে।
মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার জন্যেতে।।
সীতা আনি সর্ব্বনাশ হলো লঙ্কাপুরে।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে।।

www.bengaliebook.com

মন্দোদরী কহিতেছে করি যোড়হাত।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ।।
শ্রীবিশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত।
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত।।
একে দেখ মজেকে কনক লঙ্কাপুরী।
পাপেতে মজ না তাহে বধ করে নারী।।
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।
ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে।।
রাবণে দেখিয়া সীতা ফিরাইল আঁখি।
রাবণ ভাবয়ে সীতা দিলেক কটাক্ষি।।
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে।।
অভিমান ভরে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরভাগ-নারী।।

রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি নাই করেন শয়ন।।
ইন্দ্রজিৎ-শোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ।।
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে ঘরে।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বরে।।
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করে রাজ- আভরণ।।
মেঘের বরণ অঙ্গ, ধবল উত্তরী।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তুরী।।
দশ ভাগে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্রসম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুণ্ডল।।
নানা অস্ত্রে সাজিলেক মনোহর বেশে।
চৌদ্দ হাজার নারী আসি ধরে আশে পাশে।।
ইন্দ্রজিৎ-শোকে রাজা হয়েছে কাতর।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর।।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাবণ যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাত বিরোধে।।
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামের সীতা রামে দেহ থাকুক গৃহবাস।।
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।।
নিকট মরণ তার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে।।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছল ছল।।
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর।।
বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন।
রথ লয়ে সারথি যোগায় ততক্ষণ।।
কনক রচিত রথ সুবর্ণের চাকা।
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে।
রথের উপরে উঠি দশানন কহে।।
ধনুক ধরিতে লঙ্কায় যে যে বীর জানে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মোর সনে।।
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীর-চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি।।
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণ সনে করিতে সমর।।

www.bengaliebook.com

পশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝিবার সেই দ্বারে গেলেন রাবণ।।
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধনুকে দিয়া চাড়া।
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া।।
সিংহনাদ ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ।।
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান।
বিমুখ করিল রাবণ মেরে পঞ্চ বাণ।।
নীল বানরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে।
তিন বাণ বিন্ধিলেক নীলবীর বুকে।।
ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর।
নয় বাণে বিন্ধে জাম্ববানের শরীর।।
গয় গবাক্ষে বিন্ধিলেক দশ দশ বাণে।
দুই শত বাণে বিন্ধে বীর হনুমানে।।
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধল।।
বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা।
পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা।।
সারথির আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন।।
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে উভয়ে মারিয়া বানর মারি পিছে।।

রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর।।
রথখান আসে যেন বিদ্যুৎ চমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্টা বাজে চারিদিকে।।
রথ-শব্দে বানর পলায় লাখে লাখে।
পার্ব্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।।
হাতে ধনু রাবণ গেল রামের সম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম দশানন দেখে।।
দক্ষিণে অক্ষয় তূণ বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু-অবতার রাম দুবাহু প্রচণ্ড।।
সুন্দর নাসিকা রামের চৌরস কপাল।
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল।।
সুন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র গঠন।
রামের শরীরে রাবণ দেখে ত্রিভুবন।।
শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ নিরখিয়া দেখে।
পর্ব্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে।।
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
একান্ত জানিনু রাম দেব নারায়ণ।।
যদিচ রামের হাতে হয়ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব না যায় খণ্ডন।।
বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক।।

রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরাম রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ।।
শত বাণ যোড়ে রাবণ ধনুকের গুণে।
কাটিল বিংশতি বাণে রাজীবলোচনে।।
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখ শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর।।
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈল অচেতন।
রামে পাছু করি আগে রহিল লক্ষ্মণ।।
রাবণ উপরে বীর শ্রীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্য বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান।।

লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল।।
লক্ষ্মণের বাণেতে যে রথ হৈলগুঁড়া।
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্ট ঘোড়া।।
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল দেখে ভয় পায়।।
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন্ জন।।
রথ না সম্বরে রাবণ গর্জ্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিতে যে শেল লয় হাতে।।
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।।
শেলপাট দেখে চমকিত বিভীষণ।
ডাকি বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি কৈল চারি খান।।
শেল কাটা গেল বানর দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণ রাজা লঙ্কা-অধিকারী।।
কুড়ি চক্ষু ঘোরে বীর দেখি ভয়ঙ্কর।
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর।।
বজ্রসম শেলপাট দেখে লাগে ভয়।
যারে মারে শেল, তার জীবন সংশয়।।
এনেছিল শেল রামে মারিবার মনে।
কোপ করি সেই শেল হানে বিভীষণে।।
বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি।
সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকি।।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন

কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়-দানবের শেল পড়ে গেল মনে।।
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল।
দেখিব মানুষ বেটা ধরে কত বল।।
বিভীষণে বাঁচাইলি করে বীরপণা।
মারি শেল রাখ্ দেখি বাঁচায়ে আপনা।।
তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার।
মারি শেল তোরে, দেখি কে রাখে এবার।।
এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষ্মণ তপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী।।
মা বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন।
মৈলে কার সঙ্গে আর নাহি দরশন।।
রাম সুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি।
দিয়াছে অনেক যুক্তি করে কাণাকাণি।।
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
প্রাণ উড়ে দেবগণে শক্তিশেল দেখে।।
যক্ষ রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কাঁপে অষ্টলোকপাল দেব পুরন্দর।।
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল, সেই জন মরে।।
একজনে মারিলে না মরে অন্য জন।
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরণ।।
সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়।
ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায়।।
চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল।
শেলেরে করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল।।
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি দেব-অধিষ্ঠান।
এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান।।

www.bengaliebook.com

ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে।
ভাই দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে।।
আপনি শমন মূর্ত্তিমান শেলমুখে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে।।
নিজে মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর।
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর।।
আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া নাহি মারি অন্য জন।।
থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী।
যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি।।
শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে।
মহাবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে।।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশ-চূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া।।
ভূমেতে পতিত বীর না নাড়েন পাশ।
শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস।।
লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়াত রঘুনাথ হইলা ফাঁফর।।
লক্ষ্মণে রাখিবেন না রাখিবে আপনা।
তিন ঠাঁই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা।।
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে।
আপনি সুগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে।।
সুগ্রীব টানিছে শেল কপিগণ চাহে।
এত টান দেয় শেল বেরবার নহে।।
শরভ কুমুদ নল বীর আদি বীর।
শেল ধরে টানে তবু না হয় বাহির।।
বানরের মধ্যে হনুমানেরে বাখানি।
সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি।।
সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টান।
পাছে টানে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ।।
টানিতে বানরগণ না করে সাহস।
যার টানে মরিবেন তারি অপযশ।।
দিলেন ধনুক বাণ সুগ্রীবের হাতে।
শেল ধরে টানিলেন প্রভু রঘুনাথে।।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি শেলে দিলা টান।
উপাড়িয়া শেলটাট কৈলা খান খান।।
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ।।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর।
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির।।
লক্ষ্মণে জিনিলা বলে না ভাবিহ মনে।
মারিয়া পাড়িব তোরে আজিকার রণে।।
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে।
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে।।
যার লাগি তো সবায় দিনু দুঃখভরা।
মারিয়া পাড়িব আজি পরনারী-চোরা।।
পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে।
মারিয়া ঘুচাব দুঃখ আজিকার রণে।।
পর্ব্বত উপরে বৈসে দেখ সবে সুখে।
মারিব রাবণে আজি কার বাপে রাখে।।
রঘুনাথ-বাক্যে করি সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর।।
ভাই-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর।।
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ।
রাক্ষস-কটক কেটে কৈলা খান খান।।
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারে রাজা উঠে দিল রড়।।

www.bengaliebook.com

সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন।।
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায়, বলে ধর ধর।।
রঘুনাথ-বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেই দিন মারিতেন রাবণ রাজায়।।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ

লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে।
রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে।।
রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর।।
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা-নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী।।
জনক-নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিন দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি।।
হারালাম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন।।
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন।।
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগর পারে কাল হৈল বিধি।।
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর।।
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে।।
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা।।
রাজ্যধনে কার্য্য নাই, নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে।।
উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার।।
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন ভাই আমা সঙ্গে এলে বনবাস।।
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান।।
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিয়ে ডালি।
তোমা মৃতে রঘুকুলে রাখিলাম কালি।।
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন।।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর।।
এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে।।
পিতৃ-আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড।
কৈকেয়ী বিমাতা তাতে হইল পাষণ্ড।।
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হৈল, তাহে এই সর্ব্বনাশ।।
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষ্মণ।।
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস।।

হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনয়নার্থ গমন

শ্রীরাম সুষেণে কন যোড়হাত করি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি।।
আমার লক্ষ্মণ বিনা আর নাহি গতি।
জীয়াও লক্ষ্মণে যদি তবে অব্যাহতি।।
সুষেণ বলেন প্রভু না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।।
হস্ত পদে রক্ত আছে প্রসন্ন বদন।
নাসিকায় শ্বাস বহে, প্রফুল্ল লোচন।।
হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে।
আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে।।
শ্রীরাম বলেন শোকে মম হিয়া শোষে।
আপনি পাঠাও তারে ঔষধ উদ্দেশে।।
সুষেণ বলেন, শুন পবন-নন্দন।
ঔষধি আনিতে যাহ সে গন্ধমাদন।।
গিরি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী।।
ছয় শৃঙ্গ ধরে তার অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহাদেবের স্থান।।
আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্ব্বের ঘর।।
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চরে পালে পাল।।
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতলা নদী।
নদীর দুকূলে আছে বিস্তর ঔষধি।।
নীলবর্ণ ফল ফুল পিঙ্গলবর্ণ পাতা।
রক্তবর্ণ ডাটা তার স্বর্ণবর্ণ লতা।।
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রি মধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী।।
রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচাব সহজে।
রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্যতেজে।।
বিলম্ব না কর বীর যাও এইক্ষণ।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
আছয়ে গন্ধর্ব্ব সব মায়ার নিধান।
সময়েতে হনুমান হইও সাবধান।।
ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব যে হাহা হুহু আছে।
বাদ বিসম্বাদ কর তার সঙ্গে পাছে।।
শ্রীরাম বলেন পথ আঠার মাসের।
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর। ।
এত দূর পথ যাবে আসিবেক রাতি।
লক্ষ্মণের না দেখি এবার অব্যাহতি।।
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
আজি লক্ষ্মণ মরিলে কি করিবে ঔষধে।।
হাসিয়া বলেন তবে পবন-নন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ।।
মনে কিছু রঘুনাথ না কর বিস্ময়।
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়।।
শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়।।
শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি। ।
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।।
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভার।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর।।
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেবর।।
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
উঠিবামাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ।।

মহাশব্দ করি যায়, শুনিতে গভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীতি পায় রঘুবীর।।

হনুমান কর্ত্তৃক গন্ধকালী অপ্সরা উদ্ধার ও কালনেমী বধ

দুর্জ্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে থাকি দশানন দেখে।।
বিস্মিত হৈয়া রাবণ ভাবিল মনেতে।
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রাতে।।
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনুমান।।
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে।।
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমী-নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ।।
রাবণ বলে শুন হে মাতুল কালনেমী।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি।।
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার।
আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার।।
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে।।
বিশল্যাকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে।।
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায়।।
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি, বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর।।
মায়ার প্রবন্ধে এস হনুমানে মেরে।
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিব যে তোমারে।।
কালনেমী বলে মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় যে বানরা কি জানি কি হয়।।
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুমান।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ।।
বানর প্রধান বেটা, বুদ্ধে বড় শঠ।
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট।।
দশানন বলে, এত ভয় কেন তারে।
যুক্তি করে যাও যাতে চিনিতে না পারে।।
কালনেমী বলে, বাপু যত বল মিছে।
কোন যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে।।
রাবণ বলে কালনেমী না হও চিন্তিত।
যেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত।।
গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি।
গন্ধকারী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী।।
সরোবরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে।।
সুরাসুর শঙ্কা করে দেখে কুম্ভীরিণী।
সেই ডরে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি।।
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হৈল তার পেটে।।
সহজে বানর জাতি বীর হনুমান।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান।।
উহার আগে যাহ তুমি তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে।।
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল।।
নানা মতে হনুমানে করিবে আদর।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর।।

অল্পবুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধরে খাবে কুম্ভীরিণী।।
কুম্ভীরিণী ধরে খাবে পবন-নন্দনে।
হনু মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জনে।।
রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে।।
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে।।
কালনেমী বলে, একি বলিস রাবণ।
ঘরপোড়ার কাছে গেলে হারাব জীবন।।
পূর্ব্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড়।
রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি ধড়ফড়।।
সেই দিন আমি হলে যেতাম যমঘর।
ভাগ্যে বেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর।।
হনুমানের কাছে কারো নাহিক নিস্তার।
দেখিলে তখনি আমায় করিবে সংহার।।
প্রাণ হারাইতে পাঠাও হনুমান আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধভাগে।।
এত যদি কালনেমী রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।।
কালনেমী বলে রাগ সম্বর রাবণ।
তুমি মার, সেই মারুক অবশ্য মরণ।।
কালনেমী-নিশাচর ঘোর দরশন।
অষ্ট বাহু চারি মুণ্ড, অষ্ট যে লোচন।।
চলিল যে কালনেমী রাবণ আদেশে।
গন্ধমাদনেতে গেল তপস্বীর বেশে।।
পবন-গমনে চলে বীর হনুমান।
কালনেমী উপনীত তার আগুয়ান।।
মায়াস্থান সৃজিল মধুর ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল।।
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান।
হাতে করে জপমালা করিতেছে ধ্যান।।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ বন্দন।।
অঙ্গে বাড় লাগিয়াছে দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
হনুমানে দেখিয়া দিলেন জলপিঁড়ি।।
এসেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল।
স্নান করি এস, কিছু খাও ফুল ফল।।
হনুমান কহে, গোঁসাই না জান কারণ।
কোন্ সুখে খাব আমি নাহি লয় মন।।
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
সত্যপালি দুই পুত্র দিলা বনবাসে।।
জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
পালিতে বাপের সত্য এসেছেন বন।।
দোসর লক্ষ্মণ বীর সীতা ত সুন্দরী।
শূন্য ঘর পেয়ে রাবণ সীতা কৈল চুরি।।
বানর-সহায়ে রাম বান্ধিলা সাগর।
কটক সমেত গেলা লঙ্কার ভিতর।।
সীতা লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ।
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ।।
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ লয়ে গেলে।।
ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যাকরণী।।
তপস্বী বলেন তোর ছাওলিয়া মতি।
ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি।।
মম স্থানে অতিথি যদি থাকে উপবাসী।
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপস্বী।।

www.bengaliebook.com

যার বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপস্বী।।
যার বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
অতিথির উপবাসে হয় সর্ব্বনাশ।।
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার নরকে নিবাস।।
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদে।
উলিয়া করহ স্নান ঘুচুক বিষাদে।।
পান যদি কর ওর একাঞ্জলি পানি।
এক বৎসর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই না জানি।।
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে।
স্নান হেতু হনুমান চলিলেন জলে।।
ঝাঁপ দিয়া হনু জলে পড়িল যখনি।
হনুর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুম্ভীরিণী।।
কুম্ভীরিণী-শব্দ পেয়ে পলায় যত মাছ।
যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ।।
হস্ত পদ নখ যেন চোখ চোখ ছুরি।
শমনের দণ্ড যেন দন্ত সারি সারি।।
জলমধ্যে কুম্ভীরিণী হনু নাহি দেখে।
হাত পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে।।
কি কি বলি হনুমানে ধরিলেক তারে।
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে।।
কুম্ভীরিণীকে তুলিলেন পবন-নন্দন।
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন।।
ফেলিলেন কুম্ভীরিণী পর্ব্বত-প্রমাণ।
নখে চিরি হনুমান করে খান খান।।
দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে।।
দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্য কেলি।।
কুবের-নিবাসে যাই নৃত্যগীত রঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ-মুনি-অঙ্গে।।
পথে মুনি তপ করে নাম তার দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য।।
না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুম্ভীরিণী।।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ।
হনুমান-হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ।।
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার।
তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার।।
চিরজীবী হয়ে থাক সাধ রাম-কাজ।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ।।
আর এক কথা বলি শুন হনুমান।
ভণ্ড তপস্বীর হাতে হইও সাবধান।।
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিজলী।।
হেথা পথ পানে চাহে তপস্বী সঘনে।
হনুর বিলম্ব দেখি হরষিত মনে।।
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমানে।
খেয়েছে কুম্ভীরিণী ধরিয়া হনুমানে।।
অতঃপর যাই আমি রাবণ-গোচর।
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর।।
দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে।
পূর্ব্বদিক লব আমি না যাব পশ্চিমে।।
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায়।
পশ্চিম রাবণে দিব ভাগ যত হয়।।
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন।।

রাণীগণ আছে যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তার অর্দ্ধ লইব যেন ভাগে মন্দোদরী।।
মন্দোদরী-রূপে জিনে স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তার সহ ক্রীড়া হবে দিবা বিভাবরী।।
স্নান করি হনু গেল তপস্বী গোচর।
হনুমানে দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর।।
হাতে ফুল ফল ধীরে ধীরে নাড়ে।
খাও খাও বলি হনুমান প্রতি এড়ে।।
একদৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে হনু কি জানি কি বলে।।
হনুমান বলে তুই ভণ্ড যে তপস্বী।
স্বরূপে তপস্বী হলে অতিথিরে হিংসি।।
রাবণের কার্য্য সাধ তপস্বীর বেশে।
মম হাতে পরে আজি যাবে যম-পাশে।।
তোর ফুল ফল বেটা টেনে ফেল দূর।
মোর ঠাঁঞি আজি বেটার মায়া হবে চূর।।
তপস্বী ভাবিল মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষস মূর্ত্তি অতি বিপরীত।।
অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্টটা লোচন।
হনুমান বলে তোরে বধিব এখন।।
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি, পরে চুলাচুলি।।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত উপর।।
ক্ষণে নীচে হনুমান ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে গিরি দুজনার ভরে।।
লাফ দিয়া হনুমান কালনেমী ধরে।
বুকে হাঁটু দিয়া হনু কালনেমী মারে।।
লেজে জড়াইয়া তাকে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে।।
গন্ধমাদন লঙ্কা-পথ আঠারো মাসের।
এতদূরে ফেলে টেনে রাবণ গোচর।।
বসেছে রাবণ রাজা পাত্র মিত্র সনে।
অন্ধকারে কালনেমী পড়ে মধ্যস্থানে।।
কি পড়িল বলে সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়েচেড়ে দেখে বলে কালনেমী বটে।।
কালনেমী দেখে রাবণের উড়ে প্রাণ।
সর্ব্ব মায়া কৈল চূর্ণ বীর হনুমান।।

রাবণের আদেশে সূর্য্যের উদয়াচলে গমন ও হনুমান কর্ত্তৃক সূর্য্যকে কক্ষে ধারণ

লক্ষ্মণে মারিয়া শেল ভাবিছে রাবণ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ।।
আপনি আইলা ব্রহ্মা চড়ি রাজহংসে।
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বৃষে।।
ইন্দ্র যম কুবেরাদি আইল পবন।
চন্দ্র সূর্য্য দুজনে আইল ততক্ষণ।।
রাবণ বলে, শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ।।
আমার বচন শুন বলি হে ভাস্কর।
উদয় করহ গিয়া গিরির উপর।।
তোমার উদয় হলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন।।
তুমি উদয় হও চন্দ্র থাক এক ঠাঁই।
তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিলেক নাই।।

এ কথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর।
আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর।।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে।
এখন উদয় বল হইল কেমনে।।
রাবণ বলে হল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার।
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার।।
রাবণের কথা শুনি দিবাকরের ত্রাস।
ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ।।
সপ্ত ঘোড়া যোগান সূর্য্যের রথ বহে।
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে।।
নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর।
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর।।
দিবাকর পূর্ব্বদিক প্রকাশ করিল।
তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল।।
নেউটি উদয়গিরি করিল গমন।
দিবাকর সন্নিকটে দিল দরশন।।
রথ আগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর।
অচল হইল রথ সারথি ফাঁফর।।
পূর্ব্বদিক আগুলিল হনুমান বীরে।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে। ।
ঘোড়ারে প্রবোধ-বাড়ি মারয়ে সঘনে।
পশ্চিমে চলিল রথ পবন-গমনে।।
কুপিল যে হনুমান অতি ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়ে অশ্বগণে ধরিল সত্বর।।
রথ ধরে হনুমান ঘন দেয় পাক।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক।।
ছাড় ছাড় বলি সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে।
সূর্য্য যদি কোপ করে ত্রিভুবন পোড়ে।।
বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময়।
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেবা এই হয়।।
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর।।
পর্ব্বত-প্রমাণ অঙ্গ বিকৃত আকার।
অচল হইল রথ নাহি চলে আর।।
সূর্য্য বলে রাখ রথ গগন-মণ্ডলে।
পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে।।
এত শুনি দাণ্ডাইল পবন-নন্দন।
বিনয় করিয়া বলে মধুর বচন।।
কোন্ মহাশয় তুমি কোন্ মায়াধর।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর।।
সূর্য্য কহে আমি সূর্য্য ছেড়ে দেহ পথ।
উদয় হইতে যাব উদয় পর্ব্বত।।
যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি।
পুরাণ পড়েন ব্রহ্মা আর মুনি কোটি।।
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে।
পড়েছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল-বাণে।।
রজনী প্রভাত হলে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ।।
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্ব্বরী।।
আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন।।
ঔষধ আনিতে গেছে পবন-কুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে।।
হনুমান বলে দেব কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি নাম হনুমান।।
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে।।

প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ।
তাবৎ উদয়গিরি না কর গমন।।
সূর্য্য বলে কেবা শুনে তোমার বচন।
না পারি রাবণ-আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন।।
হনুমান বলে তুমি দেবের প্রধান।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মনের প্রাণ।।
রাবণের অনুরোধে যাবে তুমি বলে।
রথ সহ ডুবাইব সাগরের জলে।।
হাসিয়া বলেন সূর্য্য শুন হনুমান।
যত দেবগণ করি রামের কল্যাণ।।
সাধে কি উদয়গিরি যাই উদয়েতে।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে। ।
কি জানি কি করে রাবণ ভাবি এই ভয়।
ভয়েতে নিশিতে এলাম হইতে উদয়।।
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ। ।
শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে যদি যাই।
রাবণের কোপে বল কিসে রক্ষা পাই। ।
হনুমান বলে আছে উপায় ইহার।
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার।।
তব নাম ভানু, মম নাম হনুমান।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান। ।
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সাধিব রামের কার্য্য যুক্তি হেন আছে।।
দুই দিক রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি।
হনু ভানু দুইজনে করিব মিতালি।।
এত শুনি দিবাকর হরষিত মন।
হনুর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ।।
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সুর্য্যেরে পূরিল কক্ষতলি।।
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইলা বন্দী লক্ষ্মণের তরে। ।
হনু ভানু ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া লঙ্কা-যাত্রা

পুনর্ব্বার হনু যায় সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া ঘুরে পবন-নন্দন।।
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণ আছয়ে হরিষে।
নিত্য করে নৃত্যগীত স্ত্রী আর পুরুষে।।
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরমা রূপসী।
কেহ দেয় করতালি কেহ বাজায় বাঁশী।।
গীত বাদ্য রঙ্গরসে আছে আনন্দিত।
হেনকালে পবন-নন্দন উপস্থিত।।
হনুমানে দেখি সবে চমকিত মন।
করযোড়ে কহে কথা পবন-নন্দন।।
কে তোমরা গীত বাদ্য কর নিশাকালে।
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে।।
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন।
সঙ্গেতে জানকীদেবী অনুজ লক্ষ্মণ।।
রাবণ রাক্ষস-রাজ লঙ্কা-অধিকারী।
দণ্ডক-কাননে রামের সীতা কৈল চুরি।।
রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন।
হতেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ। ।
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আমি আসি ঔষধ করিতে অন্বেষণ।।

ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী।।
কুপিল গন্ধর্ব্ব সবে, কি বলে বানর।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর।।
হাহা হুহু মহারাজ এই মাত্র জানি।
কোথাকার রাম তারে কখন না চিনি।।
আসিয়া বানর বেটা কোন্ কার্য্যে ফিরে।
চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়া কীল মারে।।
হস্ত তুলি হনু করে দেবগণে সাক্ষী।
মারিব গন্ধর্ব্ব সব, কার বাপে রাখি।।
কোপে হনুমান হৈল পর্ব্বত আকার।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার।।
লাফে লাফে মারে সবে আছাড়ি আছাড়ি।
পড়িয়া গন্ধর্ব্ব সব যায় গড়াগড়ি। ।
হাহা হুহু রাজা আসে চড়ি দিব্য-রথে।
হনুমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে। ।
এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা হুহু নাম।
হনুমান কাছে এল করিতে সংগ্রাম।।
লাফ দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনুমান।
দুজনার ধনুক ধরিয়া দিল টান।।
কাড়িল যে দুজনার ধনুক দুই খান।
কোপে হনুমান হৈল শমন সমান।।
হাঁটুর উপরে রেখে দুই ধনুক ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া দাঁড়াইল সবা আগে।।
কুপিল যে হনুমান সংগ্রামের শূর।
কীল মেরে গন্ধর্ব্বের মাথা কৈল চূর।।
হনুমান একলা গন্ধর্ব্ব বহু দেখি।
হনুমান অঙ্গে সবে মারয়ে মুটকি।।
মনে ভাবে হনুমান রাত্রি বয়ে যায়।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া কিবা হবে ফলোদয়।।
ঔষধ না পায় হনু ভাবে মনে মন।
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবন-নন্দন।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর।
ডালে মূলে নিয়ে যাব পর্ব্বত শিখর।।
চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবর খান।
একটানে উপাড়িল বীর হনুমান।।
দুই হাতে ধরিয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া।
চৌষট্টি যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া।।
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিঁড়িল লতা পাতা।
কোথাকার বৃক্ষশাপা পড়ে গেল কোথা।।
নানা জাতি সর্প পলায় শিরে মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লইয়া উঠে গগন-মণ্ডলে।।
মাথায় পর্ব্বত তুলে নিল-হনুমান।
তুলে দিলে পারে বুঝি আর একখান।।
পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণ মুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে।।
মারিলাম কালনেমী মায়ার পুত্তলি।
কুম্ভীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী।।
তিন কোটি গন্ধর্ব্বের মারিনু সকল।
রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল।।
এতেক ভাবিয়া হনুমান হরষিত।
নন্দীগ্রামে আসিয়া হৈল উপনীত।।
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়।।
না দেখে চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে।
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ব্বত কৈলাসে।।
বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যা- নগর।।

www.bengaliebook.com

রাজ্যপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে।
হনুমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে।।
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর।
ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর ভিতর।।
সুমন্ত্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত।।
সিংহাসন উপরে পাদুকা বেড়া নেতে।
শ্বেত-চামর ব্যজন করিছে চারিভিতে।।
স্বর্ণ-সিংহাসন যেন শশধর-জ্যোতি।
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দণ্ড-ছাতি।।
রত্নময় আসনে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেত-চামর ঢুলায়।।
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
স্বর্ণ-সিংহাসন যেন শশধর-জ্যোতি।।
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দণ্ড-ছাতি।
রত্নময় আসনে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেত চামর ঢুলায়।।
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে।।
পর্ব্বত লইয়া যায় পবন-কুমার।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার।।
পর্ব্বত ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার।
সভা সহ ভরতের লাগে চমৎকার।।
না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময়।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে, নাহি করে ভয়।।
ভরত বলেন রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এত অহঙ্কার।।
মহাবুদ্ধিমান ভরত বিক্রমে সুস্থির।
একদৃষ্টে চাহেন ভরত মহাবীর।।

শত্রুঘ্নও কোপ করি ঊর্দ্ধদৃষ্টে চান।
কোথাও আকাশ-পথে না হয় সন্ধান।।
শিশুকালে শত্রুঘন করিতেন কেলি।
খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতকগুলি।।
লোহার নির্ম্মিত বাঁটুল আশী লক্ষ মণ।
ভরতের হাতে তুলে দিলেন শত্রুঘ্ন।।
মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে।
বিশেষ না জানি কেবা যায় শূন্যপথে।।
শত্রুঘ্ন বলে ভাই পাখী হেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন পাখী।।
ভরত বলেন ভাই এত কেন ভয়।
পক্ষী যক্ষ রক্ষ ও গন্ধর্ব্ব যদি হয়।।
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে তারে মারি।।
এইরূপে বিস্তর করিয়া অনুমান।
পক্ষী বটে বলি ভরত পূরিল সন্ধান।।
আশী লক্ষ মণ বাঁটুল ধনুর্গুণে যুড়ি।
জয় রাম বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি।।
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ সন্ধান।
হনুরে বাজিল লক্ষ ব্রজের সমান।।
পদের তালুকা ভাগে বাজিল বাঁটুল।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর বুদ্ধি হলো ভুল।।
নিস্তেজ হইল বীর শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন-কুমার।।
বাঁটুলে মূর্চ্ছিত হনু চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।।
হতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবন-নন্দন।
তবু নাহি ছাড়ে সূর্য্য ও গন্ধমাদন।।
ভূমে পড়ে করে হনু শ্রীরাম স্মরণ।

www.bengaliebook.com

মস্তকে পর্ব্বত আছে ঘূর্ণিত লোচন।।
রাম নাম শুনি এল ভরত শত্রুঘ্ন।
হনুর নিকটে এল ভাই দুই জন।।
ভরত বলেন, কপি থাক কোন্ স্থান।
রাম যে স্মরিলে রামের কি জান সন্ধান।।
কোথা হৈতে আইলে কে কহ বিবরণ।
জান কোথা রাম সীতা কোথায় লক্ষ্মণ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
দেখা কি হয়েছে তব রাম সীতা সনে।।
বাক্য নাহি সরে হনু ব্যথায় আকুল।
বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল।।
সভা ছাড়ে বশিষ্ট আইল সেই স্থানে।
হনুরে সবল কৈল মন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে।।
যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ গোচর।
মুনি জানে যত কর্ম্ম লঙ্কার ভিতর।।
লোকাচারে প্রকাশ না কৈল মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী।।
মুনি বলে, ভরত এমন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন কৈলে মারি হনুমানে।।
পরম ধার্ম্মিক দেখি বানর-প্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সন্তান।।
বশিষ্ঠের মন্ত্রে হনুর দূর হৈল ব্যথা।
ভরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা।।
অবধান ঠাকুর ভরত শত্রুঘন।
রাম লক্ষ্মণ সীতার শুন বিবরণ।।
বাসা করেছিলা রাম পঞ্চবটী-বনে।
সূর্পণখার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণে।।
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দ হাজার নিশাচর আসি।।
সবারে মারেন রাম দণ্ডক-কাননে।
পুরে যোগীবেশে সীতা হরিল রাবণে।।
সুগ্রীবেরে সঙ্গে রাম করিল মিত্রতা।
বালি মারি সুগ্রীবের দেন দণ্ড-ছাতা।।
বানর লইয়া রাম বান্ধিলা সাগর।
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর।।
বাইশ অঙ্কেতে এক মহা অক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি।।
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিন মাস রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহামার।।
কভু হারে প্রভু জিনে তিন মাস যুঝে।
রাক্ষসের সে মায়া কাহার সাধ্য বুঝে।।
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বান্ধি বৈরিগণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে।।
মুক্ত যদি হলো নাগপামের বন্ধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিলা লক্ষ্মণ।।
কুপিয়া রাবণ রাজা সন্ধিহিল রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে।।
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ কারণ।।
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
উপাড়িয়া লয়ে যাই পর্ব্বত সমেতে।।
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিলেক প্রাণ।
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞান।।
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার।
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার।।
তুমি রাজ্য নিলে হে, রাবণ নিল নারী।

লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ব্বরী।।
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই।
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই।।
দিবা নিশি সুমঙ্গল ভাবেন দোঁহার।
রাম সঙ্গে বৈরীভাব দেখি যে তোমার।।
আমারে মারিয়ে তব এই হৈল লাভ।
প্রকাশ হইল রাম সঙ্গে বৈরভাব।।
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সকলেতে আমার চাহিয়া আছে পথ।।
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হয় আমার।
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার।।
লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুই জন। ।
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
ধরাতলে পড়ি কান্দে ভরত শত্রুঘ্ন্।।
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে পড়ে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে।।
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি।
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি।।
ভরত বলেন, শুন বীর হনুমান।
ত্বরিতে পর্ব্বত লয়ে করহ পয়াণ।।
আমিহ তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে।
থাকুক ভাই শত্রুঘ্ন অযোধ্যা-নগরে।।
হনুমান বলে, তুমি যাইবে কি মতে।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা লয়ে যেতে।।
ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি।
পর্ব্বত লইয়া তুলি যাহ শীঘ্রগতি।।
হনুমান বলে, গিরি নাড়িতে না পারি।
বলহীন হইয়াছি বল না কি করি।।
যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে।
তবে আমি পারি এ পর্ব্বত লয়ে যেতে।।
শত্রুঘ্ন কহিতেছেন হনুমান আগে।
পর্ব্বত তুলিয়া দিতে কোন্ ভার লাগে।।
শত্রুঘ্ন আনিয়া দিল ধনু একখান।
গুণ দিয়া ভরত যুড়িল তাহে বাণ।।
ভরত বলেন বাছা পবন- কুমার।
পর্ব্বত সহিত উঠ বাণেতে আমার।।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িল ভরত।
হনুমান সহ শূন্যে উঠিল পর্ব্বত। ।
ঊর্দ্ধে তুলে দিল বাণে শতেক যোজন।
ভরতের বিক্রম বাখানে হনুমান।।
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান।
আমা সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান।।
হইয়ে সাগর পার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্ব্বত লয়ে সবাকার আগে।।

সুষেণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের জীবন রক্ষা

পর্ব্বত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়া বীর রঘুনাথে কয়।।
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
এ কারণে আনিলাম পর্ব্বত সমেতে।।
শ্রীরাম বলেন বাপু পবন-কুমার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার।।
রাম বলে হনু দিল পর্ব্বত আনিয়া।
আপনি সুষেণ লহ ঔষধ চিনিয়া।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণ বৈদ্য যায়।
সকল পর্ব্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায়।।
ছয় শৃঙ্গ পর্ব্বত সে অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান।।
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর।
তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর।।
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতরা নদী।
নদীর দুকূলে দেখে বিস্তর ঔষধি। ।
দেবগণ আদি কেলি করেন আনন্দে।
মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে। ।
ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মড়া কত।
এই জন্য নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত।।
আনন্দে সুষেণ হনুমানের বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী।।
ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে।
তখনি ঔষধ বাটে রত্নময়-শিলে।।
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-পদে নমস্কার করি।।
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে।।
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে।।
ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিলেক যোড়া।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া।।
অন্তরে অন্তরে বিঁধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ। ।
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম স্থির হৈল প্রাণ।।
বিভীষণ সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি।
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি।।
ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল।
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল।।
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে।
শ্রীরামের চক্ষে জল মুক্তাধারা পড়ে।।
শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে সেইক্ষণ।।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে।
পর্ব্বতে বানরগণ উঠে লাখে লাখে। ।
লম্ফে ঝম্পে পর্ব্বতের বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গে।
ফল ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে।।
বহুদিন উপবাস যুঝিয়ে বিকল।
উদর পূরিয়া খায় যত ফুল ফল।।
ফুল ফল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা।
আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা। ।
ফুল ফল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট।
নড়িতে চড়িতে নারে মাথা করে হেঁট।।
জাম্ববান কহিছে শ্রীরাম বিদ্যমান।
কার্য্যসিদ্ধি হইল লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ।।
পর্ব্বত রাখিতে যাক বীর হনুমানে।
আজ্ঞা দেন রাম জাম্ববানের বচনে। ।
রাম সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিল উঠানি।।
পর্ব্বত লইয়া বীর যায় অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে বসি দশানন দেখে।।
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান।
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া পান। ।
মস্তকে পর্ব্বত হনু পড়িল বিপাকে।
এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে।।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ড-লোচন।

www.bengaliebook.com

তালভঙ্গ সিংহমুখ ঘোর- দরশন।।
উল্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আজ্ঞা পেয়ে সাত বীর চলিল সত্বর।।
মেরু জিনি এক এক জনের শরীর।
শূন্য-পথে হনুরে বলিছে সাত বীর।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি মান কোনজনা।
আজি বেটা বানরা বুঝিব বীরপণা।।
ফিরিয়া যাইবে বুঝি বাঞ্ছা কর মনে।
যমালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে।।
হনু বলে তোদের মত লক্ষ যদি আসে।
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে।।
চারিদিকে ঘেরে সবে যুঝে একেবারে।
মাথায় পর্ব্বত বীর চাহে ক্রোধভরে।।
হাত নাহি ছাড়ে বীর পর্ব্বত নাহি ছাড়ে।
পাক দিয়া সাতজনে জড়ায় লাঙ্গুলে।।
লাঙ্গুলে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়।।
তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান।
দুই হাতে লেজ ধরে হেঁটে দিল টান।।
মাথা গলাইয়া বেটা পড়ে গেল সরে।
পলাইয়া যায় রড়ে নাহি চায় ফিরে।।
লঙ্কার ভিতরে গেল পলাইয়া ত্রাসে।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাসে।।
অবধান শুন রাজা লঙ্কা অধিপতি।
ঘরপোড়ার হাতে কারো নাহি অব্যাহতি।।
মারিবারে দাঁড়ালাম সাতজন বলে।
মস্তকে পর্ব্বত হনু জড়ালে লাঙ্গুলে।।
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে।
লেজে বেঁধে আছাড় মারিল ছয় জনে।।
আছাড়েতে চূর্ণ হলো ছজনার হাড়।
আমি বেঁচে আছি কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড়।।
লাঙ্গুল ছাড়াব বলে ঘন দিনু টান।
লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক কাণ।।
পড়েছিনু যে সঙ্কটে শঙ্কর তা জানে।
তব পিতৃ-পুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে।।
রাক্ষস-বচনে রাবণের উড়ে প্রাণ।
শমন সমান বৈরী বীর হনুমান।।
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
একে একে হনুমানে বাখানে বিস্তর।।
অন্তরীক্ষ-পথে চলে বীর হনুমান।
যথাস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন।।
হনুমান বলে আমি পবন-নন্দন।
অনেক গন্ধর্ব্বগণে করেছি নিধন।।
যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান।
সে ঔষধে সবাকার বাঁচাইব প্রাণ।।
দুই হাতে কচালে ঔষধ করে গুঁড়া।
জলে গুলে গন্ধর্ব্ব উপরে দেয় ছড়া।।
উঠিয়া গন্ধর্ব্ব সব চারিদিকে চায়।
খেদাড়িয়া হনুমানে মারিবারে যায়।।
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে।
লঙ্কাকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

সূর্য্যদেবের মুক্তিলাভ

হইয়া সাগর পার অতি কুতূহলী।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী।।

কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আইল হনুমান।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান।।
বসেছেন বানর বেষ্টিত রঘুনাথ।
উপস্থিত হনুমান যোড় করি হাত।।
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবন-কুমারে।।
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবন-নন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ।।
হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধি গেলাম রাতারাতি।।
ঔষধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই।।
পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের ঠাঁই।
যোড়হাত করি স্তব করিনু গোঁসাই।।
তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কশ্যপ পুত্র করহ বিশ্রাম।।
যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন।
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন।।
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি।
ধরিয়া এনেছি তাই না পোহাতে রাতি।।
শ্রীরাম বলেন বাপু একি চমৎকার।
না পোহায় রজনী না ঘোচে অন্ধকার।।
সূর্য্যের উদয় জন্য সংসার প্রকাশে।
ছাড়হ ভাস্করে উনি উঠুন আকাশে।।
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ।।
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবন-নন্দন।
যতেক বানর করে চরণ-বন্দন।।
আদি কর্ত্তা আপনি বংশের দিবাকর।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর।।
উদয়-পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভুবন।।
কপিগণ কহে ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।।
শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান।
তোমার প্রসাদে ভাই পাইলেক প্রাণ।।
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন।
যদি চাহ লহ, করি আত্ম-সমর্পণ।।
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন।
কৃতার্থ বানরবংশ মানে কপিগণ।।
বারমাসী ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে।
সুগ্রীব প্রসাদ দিল যত মনে আসে।।
দিলেন দাড়িম্ব পক্ব বিদারিয়া সন্ধি।
নারিকেল ফল দিল সহস্রেক কান্দি।।
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিলেন মধুর।
অমৃত-সমান দিল খাইতে খর্জ্জুর।।
বড় বড় আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিঘত প্রণাম কোষ দিলেন কাঁঠাল।।
নানাবর্ণে ফল দিল শ্বেত কালো রাঙ্গা।
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা।।
ফুল ফল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা।
লক্ষ বানরেতে বহে ফুল ফল বোঝা।।
রাজপ্রসাদ বহু ফল পেয়ে হনুমান।
প্রাচীন বানরগণে কত হৈল দান।।
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

মহীরাবণের লঙ্কায় আগমন ও রাবণের সহিত মন্ত্রণা

রাবণ মরিবে কবে ভাবে কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।।
কহিবার শক্তি নাই কন ধীরে ধীরে।
এখন রাবণ আছে জীবিত শরীরে।।
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে।।
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে।।
কোলাহল শুনি ভাবে রাজা দশানন।
মরিয়ে মানুষ বেটা পাইল জীবন।।
মরিয়ে না মরে একি বিপরীত বৈরী।
জানিলাম মজিল কনক-লঙ্কাপুরী।।
মরিল সকল বীর শূণ্য হৈল লঙ্কা।
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা।।
বন্ধু বান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর।
মনে মনে চিন্তা করে দেখি একবার।।
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া।
কারে পাঠাইব যুদ্ধে না পাই ভাবিয়া।।
ইন্দ্রজিৎ নাহি রণে যাবে কোন্ জনে।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে।।
অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন।।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
এত দিনে পার্ব্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে।।
রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ-গোচরে।।
সন্তানের স্নেহবশে দুঃখিতা অন্তরে।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে।।
তখন কহিনু বাপু না শুনিলে কাণে।
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে।।
বিভীষণ ভাই তোর ধর্ম্মশীল অতি।
এসেছিল বুঝাইতে তারে মার লাথি।।
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে।
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে।।
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ।
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন।।
এক যুক্তি আছে বাপু কহি যে তোমারে।
দিগ্বিজয়ে গেলে যবে পাতাল ভিতরে।।
ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন।
মহীতে জন্মিল নাম সে মহীরাবণ।।
পাতালেতে আছে পুত্র সর্ব্ব গুণবান।
তাহা হইতে হইবে দুঃখের অবসান।।
বিষাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে।
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে।।
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন।।
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্ বৈরী।।
কালিকা পূজিয়া সে পাইল বরদান।
অব্যাহত মায়া জানে সর্ব্ব ঠাঁই যান।।
আছয়ে দুর্জ্জয় পুত্র পাতাল ভিতরে।
মারিতে দুর্জ্জয় বৈরী সেইজন পারে।।
পূর্ব্বকথা আছে তাহা হইল স্মরণ।
বিপত্তে স্মরণ করো আসিব তখন।।

একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক পড়িল তার কপাল উপর।।
পাতিলেক অঙ্ক মহী খড়ি লয়ে হাতে।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে।।
সকল পাতালপুরী চিন্তে একে একে।
আকাশ পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে।।
পৃথিবী গণিয়ে স্থির নাহি হয় চিত্তে।
কোন্ জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে।।
সাগরের উপরে কনক-লঙ্কাপুরী।
তাহাতে আছয়ে পিতা রাজ্য-অধিকারী।।
অসময়ে পিতার জানিল সে কারণ।
তাহার কারণে পিতা করিল স্মরণ।।
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন।
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন।।
শনিবারে শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়।
ইন্দ্রজিতার দোসর হৈতে মহী যায়।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
আপনি মরিতে দেখ যম আনে ধরে।।
যাত্রা সিদ্ধি করি মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে।
ঊর্দ্ধপথে সুড়ঙ্গ হইল আচম্বিতে।।
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
মহী দেখি মহারাজ ত্যজে সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন।।
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন।
মহী কৈল রাবণের চরণ বন্দন।।
সিংহাসনে দুজনে বসিল একাসনে।
করযোড় করি মহী বলে পিতৃস্থানে।।
কোন্ কার্য্যে পিতা মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন্ প্রয়োজন।।
কান্দিয়া রাবণ রাজার চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিল সকল।।
রাবণ বলে শুন বাপু দুঃখের কাহিনী।
সূর্পণখা তব পিসী আমার ভগিনী।।
হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক কাণ।
কেমনে সহিত প্রাণে এত অপমান।।
মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ।
আচম্বিতে নাক কাণ কাটে কি কারণ।।
রাবণ বলে সূর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা।
পাইয়া বৈধব্য দশা সদাচারে নিষ্ঠা।।
লঙ্কার ঐশ্বর্য্যসুখ পরিত্যাগ করি।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী।।
চৌদ্দ হাজার নিশাচর খর ও দূষণ।
দিয়াছিনু সূর্পণখায় করিতে রক্ষণ।।
গিয়াছিল সূর্পণখা পুষ্প-অন্বেষণে।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে।।
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে পাঠায় বনবাসে।।
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী।
সূর্পণখার সঙ্গে কহে বাক্য দুই চারি।।
পুষ্প লাগি রসাভাষ নারী দুইজনে।
কোপ করি নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণে।।
এই অপমান কহে সে খর দূষণে।
সৈন্য লয়ে গিয়া যুদ্ধ করিল দুজনে।।
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুজনার সনে।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে।।
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোদুঃখে।
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে।।

www.bengaliebook.com

জিজ্ঞাসিলাম এ দুর্গতি করিলেক কেটা।
সূর্পণখা বলে দাদা নয় এক বেটা।।
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটী বনে।
পরামাসুন্দরী এক নারী তার সনে।।
সূপর্ণখা-মুখে শুনে এ সকল কথা।
কোপে হরে আনিয়াছি রামের বনিতা।।
বনের বানর সব সহায় করিয়া।
সাগর বান্ধিল রাম গাছ পাথর দিয়া।।
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে।
ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু সবে রণে পড়ে। ।
সৈন্য ও সামন্ত মেরে দর্প কৈল চূর্ণ।
রণে মৈল সহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ।।
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ রামে জিনিতে না পারি।
সঙ্কটে পড়িয়া বাপু তোমারে যে স্মরি।।
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী।
সে মহীরাবণ কহে করি যোড়পাণি।।
স্বর্ণপুরী লণ্ডভণ্ড হৈল তব দোষে।
পশ্চাৎ ডাকিলে সব করিয়া বিনাশে। ।
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ।।
মম ডরে দেব দানব সবে করে শঙ্কা।
আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা।।
আমার বাণের টান না সহে সংসারে।
নর-বানরেতে এত অপমান করে।।
মোর ডরে দেবগণ যায় স্বর্গ ছাড়ি।
বেন্ধে আনি দেবগণে গলে দিয়ে দড়ি।।
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি।
যারে খাই, সেই কায় অপূর্ব্ব কাহিনী।।
কটাক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ।
হেন মায়া করিব না জানে কোন জন।।
ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে।
শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে।।
নর-বানর ভুলাইব কত বড় কাজ।
আর দুঃখ না ভাবিহ শুন মহারাজ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তব বৈরী দুইজনে।
নরবলি দিব লয়ে পাতাল ভুবনে।।
রাম লক্ষ্মনেরে আর নাহি তব শঙ্কা।
সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা।।
মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ।।
রাবণ বলে পুত্র তুমি প্রাণের সমান।
তোমা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ।।
বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরী হবে ক্ষয়।
তোমার গুণেতে মোর সর্ব্বত্রেতে জয়।।
মহী বলে শুন পিতা লঙ্কা-অধিকারী।
স্থির হয়ে বৈস তুমি আমি মারি বৈরী।।

রাবণ ও মহীরাবণের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া বিভীষনের রাম লক্ষ্মণের রক্ষা বিধান

দুই জনে কহে কথা বসি সিংহাসনে।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে।।
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়ে কেন রয়েছে রাবণ। ।
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে বীর নাহি আর।
কি মন্ত্রণা করে রাবণ দেখি একবার।।

www.bengaliebook.com

প্রণমিয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ জাম্ববান।
পক্ষীরূপ হইয়া চলিল বিভীষণে।।
রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিমিখে।
রাবণ সহিত মহীরাবণেরে দেখে।।
পিতা পুত্র দুই জনে বসি একাসনে।
যুক্তি করে দুজনেতে হরষিত মনে।।
মহীরাবণে দেখিয়ে চিন্তিত বিভীষণ।
রামের নিকটে এল ত্বরিত গমন।।
বিভীষণ কহে আসি করি যোড়হাত।
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ।।
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ।
মায়ার সাগর বেটা বুদ্ধে বিচক্ষণ।।
মন্দোদরী-গর্ভে সেই জন্মিল তনয়।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুর করে ভয়। ।
পাতাল-পুরেতে থাকে বাপের আদেশে।
মহাবল পরাক্রম সবে ভয় বাসে।।
তাহার সংগ্রামে প্রভু কারো নাই রক্ষা।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাণ-শিক্ষা।।
মায়া পাতি ডাকিনী ছাওয়ালে যেন হরে।
সেইমত মহী মায়া করে চুরি করে।।
কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধি।
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী।।
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে।।
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতরে।
আজি নিশি জাগ সবে হইয়া সত্বরে।।
বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্ববান।
মহীর মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ। ।
জাম্ববান কহে শুন বীর হনুমান।
বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান।।
বিভীষণের বচন করহ অবগতি।
কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি।।
হনুমান বলে, শুন যত বীরভাগে।
চোরা বেটা বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে।।
মরিল সকল বীর মহী বেটা আছে।
মহীরাবণ বধিয়া রাবণে বধি পিছে। ।
এখনো রাবণ বেটা জীতে সাধ করে।
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে। ।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে সুগ্রীবের গতি।
যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি।।
লেজের কুণ্ডলী গড় করিব নির্ম্মাণ।
সকলে জাগিয়া থাক সবে সাবধান।।
রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়ে।
কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডিয়ে।।
বিভীষণ বলে শুন পবন-নন্দন।
প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন্ জন।।
যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয়।
তাবৎ আমার মনে না হয় প্রত্যয়।।
শ্রীরাম বলেন শুন পবন-কুমার।
আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার।।
হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্ববান।
হনুমান বীর বড় কহিলা প্রমাণ।।
দেখাদেখি এসে যদি রণে দেয় হানা।
তবেত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপণা।।
অলক্ষিতে চোর আসি যাবে চুরি করে।
দেখিতে না পাবে হনু কি করিবে তারে।।
অলক্ষিতে আসিবে সে চুরি বিদ্যা জানে।
একত্তরে সবাই থাকহ জাগরণে।।

www.bengaliebook.com

জাম্ববান বলে তব অতুল বিক্রম।
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম।।
এইবেলা বৈস সবে দৃঢ় যুক্তি করি।
বেলা অবসান হৈল আইল শর্ব্বরী।।
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়।।
ভরত হইয়া এল হনুমানের কাছে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে।।
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিছেন পবন-নন্দন।।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ।
ইহা শুনি পাছু হটে সে মহীরাবণ।।
হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ।।
হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা।
দ্বার না ছাড়িও যদি আসে তব পিতা।।
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে।।
কৌশল্যা বলেন শুন পবন-কুমার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মোরে দেখাও একবার।।
হনুমান বলে মাতা করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ হেথা আসুন বিভীষণ।।
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল দূর থেকে।।
বিভীষণে দেখি বুড়ী যায় গুড়িগুড়ি।
তাহা দেখি হনু করে দন্ত কড়মড়ি।।
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবন-নন্দন।।
বিভীষণ বলে শুন আবার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন।।
এত বলি বিভীষণ করিল গমন।
হইয়া জনক-ঋষি দিল দরশন।।
জনক বলেন শুন পবন-নন্দন।
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন।।
আমার জামাতা হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশবর্ষ গত নাহি দরশন।।
তোমারে না চিনি আমি বলে হনুমান।
ক্ষণকাল থাকহ আসুন বিভীষণ।।
এতেক শুনিয়া ঋষি হনুমান-বোল।
হনুমান-সঙ্গেতে যুড়িল গণ্ডগোল।।
হেনকালে বিভীষণ দিলেন হাঁকার।
পলায় জনক-ঋষি দেখা নাহি আর।।
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবন-নন্দন।।
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্ব্বথা।।
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন।।
হনুমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে।।
বিভীষণ বলে শুন পবন-নন্দন।
চোরা মায়া কত জানে সে মহীরাবণ।।
সাবধানে থাক তুমি আজিকার নিশি।
রাম লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা বেঁধে আসি।।
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম লক্ষ্মণের পাশে।।

সুগ্রীব-অঙ্গদ-কোলে আছে দুই ভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই।।
মহামায়া স্মরি ধূলি দিল উড়াইয়ে।
রাম লক্ষ্মণ নিদ্রা যায় অচেতন হয়ে।।
অচৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর।
হাত হৈতে খসে পড়ে গাছ ও পাথর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে নিদ্রায় অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন।।
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতরে লয়ে রাখিল গোপনে।।
জাম্ববানের কথা যদি হৈল অবসান।
হেনকালে করযোড়ে বলে হনুমান।।
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে।
সাবধানে থাক যেন না পায় সন্ধানে।।
শ্রীরামেরে কহিলেন পবন-নন্দন।
বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন।।
চক্র আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে।
শূন্যেতে আসিতে পারে কাহার পরাণে।।
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল মায়ার নিধান।
পাতালে রহুক গিয়া হয়ে সাবধান।।
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি।
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে থাকি দ্বারী।।
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন।
গঠিল বিচিত্র গড় পবন-নন্দন।।
প্রাচীর চৌতার হৈল অতি মনোহর।
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর।।
সুগ্রীবের কোলে রাম কমল-লোচন।
অঙ্গদের কোলে রন ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
লাঙ্গুলের গড়ে বীর যুড়িলেক দেশ।
তাহাতে সসৈন্যে রাম করেন প্রবেশ।।
অপূর্ব্ব লেজের গড় নির্ম্মাণ যে করি।
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়া প্রহরী।।
সকল কটক মাঝে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছ পাথর হাতে কপি করে জাগরণ।।
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগন।
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফিরে ঘনে ঘন।।
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে।।
এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল।
কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল।।

মহীরাবণের মায়াযুদ্ধ দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণকে হরণ

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবন-কুমার।।
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেথা।।
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ।।
রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন।।
ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর।।
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
ঠাক কটক দেখে সব গড়ের ভিতরে।।
মনে মনে ভাবে মহী রাবণ-নন্দন।
মায়াতে ছলিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।

www.bengaliebook.com

বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে।
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে।।
মনে মনে চিন্তা মহী করিয়ে তখন।
মায়াতে হইল অজ-রাজার নন্দন।।
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে শুন পবন-নন্দন।।
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে করি দরশন।।
হনুমান বলে গোঁসাই করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ।।
হেনকালে বিভীষণ দিল দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ।।
হনু বলে শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথ-রাজা এসেছিলেন এখন।।
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে এথা।।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র হাতে।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষ মনেতে।।
হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ।
হনুমান-স্থানে বার্ত্তা পুছে ঘনে ঘন।।
হনু জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
হনুমান দেখে তাকে গড়ের বাহিরে।।
হনুমান বলে কে রাক্ষস বিভীষণ।
ঔষধ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এখন।।
বাহির হইয়া এলে কোন পথ দিয়ে।
তোমারে দেখিয়ে মোর স্থির নহে হিয়ে।।
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে।
রাবণের চর হয়ে আছ রাম-স্থানে।।
রাবণের চর হয়ে এস যাও নিতি।
কপট করিয়া রামসহ কৈলে মিতি।।
মোর ঠাঁই রাক্ষসা তোর নাহিক নিস্তার।
লেজের বাড়িতে লব যমের দুয়ার।।
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে।
লঙ্কার বসতি পাঠাইব যমপুরে।।
রাবণের দূত তুমি রামের নিকটে।
কি বলিব তোর বাক্যে মম বুক ফাটে।।
বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে।।
গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয়।।
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধে সুরাপানে।
আমার সে পাপ, যদি খল থাকে মনে।।
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়।
ব্রহ্মবধ গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয়।।
বিভীষণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিচার না করে কেন বল অনুচিত।।
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর।
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর।।
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ সন্ধি কেবা জানে।
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে।।
কত রূপ হয়ে এল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ।।
হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ডর।
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর।।
লাজে হনুমান বীর করে হেঁটমাথা।
বিভীষণে র্ভৎসিলাম অনুচিত কথা।।
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত।
বিভীষণে র্ভৎসিলাম নহেত উচিত।।

www.bengaliebook.com

হনুমান বলে কথা শুন বিভীষণ।
আগে গিয়া দেখি চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রমাদ পড়িল মনে জানিল তখন।।
বিভীষণ বলে শুন পবন-নন্দন।
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে।।
আশ্চর্য্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে না দেখিয়ে ফাটে প্রাণ।।
কটকের মাঝে নাহি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ।।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন।
প্রমাদ পড়িল উঠ বলে বিভীষণ।।
কটক-ভিতরে শুনে হৈল মহারোল।
বানর-মণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল।।
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা নাহিক সম্বিত।
কোথা গেলে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত।।
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান।
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ।।
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়ে তাহে দিব ঝাঁপ।
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ।।
শিরে হাত কান্দে বালি-পুত্র যুবরাজ।
বৃথায় শরীর আর জীবনে কি কাজ।।
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল।।
জাম্ববান বলে সবে না কর ক্রন্দন।
উপায় করহ শুন আমার বচন।।
ক্রন্দন সম্বর শুন বানরের রাজ।
যেমতে নিস্তার পাই চিন্ত সেই কাজ।।
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি সময়।
সুস্থির হইলে সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি হয়।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখ জগতের সার।
বিনাশ করিতে পারে সাধ্য আছে কার।।
সুমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীব রাজন।
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ।।
মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন।।
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার।
কহিল সুগ্রীব রাজা এই যুক্তি সার।।

শ্রীরাম লক্ষ্মণের অন্বেষণে হনুমানের পাতালপুরে গমন

সুগ্রীব বলেন শুন পবন-কুমার।
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার।।
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্ব্বজন।
করে এসো শ্রীরাম লক্ষ্মণে অন্বেষণ।।
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণ-কুমার।
ত্রিভুবনে এ কলঙ্ক রহিল তোমার।।
তব বুদ্ধি ভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে।
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে।।
সুগ্রীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল।
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল ছল।।
মারুতি বলেন আমি যাব অন্বেষণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে।।

www.bengaliebook.com

তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিব জলধি-জলে এ দেহ পাতন।।
এত কহি কান্দে হনু পবন-নন্দন।
কোথা পাব শ্রীরাম লক্ষ্মণ অন্বেষণ।।
এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোক্য খুঁজিয়া।।
সুগ্রীব-রাজার কাছে লইয়া বিদায়।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায়।।
যে পথে লক্ষ্মণ রামে হরেছে রাক্ষসে।
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে।।
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ।
বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী যেমন কৈলাস।।
প্রথমে দেখিল বলিরাজার বসতি।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী।।
মহা তপোবনে দেখে কত মুনি ঋষি।
নাগিনী যক্ষিণী যত পরামরূপসী।।
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ অশেষরূপী লোক।
জরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগ শোক।।
তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে।
পরমাসুন্দরী কত দেখে আশে পাশে।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে কত তীর্থ-স্থান।
সেথা রাম লক্ষ্মণের না পায় সন্ধান।।
সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে।।
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুজিঁল সব পুরী।
রাক্ষসের পুরী যেন অমর-নগরী।।
ত্বরিত গমনে গেল পুরীর ভিতর।
পাষাণ রচিত কত দীধি সরোবর।।
অসংখ্য পুরুষ নারী পরম সুন্দর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর।।
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ব্বত প্রমাণ।
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র নির্ম্মাণ।।
মনে মনে চিন্তা করে পবন-কুমার।
এই পুরে আছে রাম লক্ষ্মণ আমার।।
মর্কট রূপেতে রহে বৃক্ষের উপর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘাট দেখে সরোবর।।
বহু লোক আসি তথা করে স্নান দান।
বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান।।
বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহারিয়া দেখে।
এমন বানর যে আইল কোথা থেকে।।
একজন ছিল তথা বৃদ্ধা চিরজীবী।
বানরে দেখিয়া বৃদ্ধা মনে মনে ভাবি।।
বৃদ্ধা বলে শুন সবে আমার বচন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত-কথা শুন দিয়া মন।।
করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজা।
বিস্তর প্রকারে কৈল মহামায়া পূজা।।
করিল বিস্তর পূজা বহু উপবাস।
অমর হইতে রাজার ছিল বড় আশ।।
অমর হইতে দেবী দিলা বর।
দেবী বলে অন্য বর চাহ নিশাচর।।
মহী বলে অতি কিম্বা দেবতা গন্ধর্ব্ব।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব্ব।।
সংগ্রামেতে কারো হাতে মরণ না হয়।
সেই বর দিল দেবী বুঝিয়ে আশায়।।
মহী বলে প্রকারেতে হলেম অমর।
যত জাতি যোদ্ধা আছে কারো নাহি ডর।।
নর আর বানর এ দুই বাকী আছে।
ভক্ষ্য-জাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে।।

www.bengaliebook.com

ভগবতী বলে ভয় কারে নাহি আর।
নর-বানরের হাতে সবংশে সংহার।।
অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ।
নর কপি এলে হবে রাজার মরণ।।
বন্দী করে আনিয়াছে শিশু দুই নর।
কোথা হইতে উপনীত হইল বানর।।
এই কথা গুপ্তে বুড়ী কহে একজনে।
চারিদিকে দেখে পাছে অন্য কেহ শুনে।।
শুনিয়া হরিষ হৈল পবন-নন্দন।
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মনে। ।
হেনকালে নারী সব নগর-নিবাসী।
জল লইবারে আসে কক্ষেতে কলসী।।
এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী।
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী।।
রাজার বাটীতে কেন বাদ্যভাণ্ড রোল।
কেহ নাচে কেহ গায় নৃত্য কোলাহল। ।
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব।
রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব।।
বৃদ্ধা নারী বলে শুন যতেক রূপসী।
রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি।।
কহিতে নিষেধ আছে কহিবার নয়।
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয়। ।
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি।
মহামায়া-কাছে আজি হবে নরবলি।।
আনিয়াছে দুটিশিশু পরম সুন্দর।
না দেখি এমন রূপ অবনী ভিতর।।
কোন্ অভাগীর পুত্র দেখে ফাটে প্রাণ।
দণ্ড চারি ছয় পরে দিবে বলিদান।।
বন্দী করে রাখিয়াছে সঙ্গোপনে ঘরে।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে।।
এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে।
হনুমান শুনিলেন বৃক্ষোপরে বসে।।
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি।
এইখানে শ্রীরাম লক্ষ্মণ আছে বন্দী।।
শরীর পুলক বীর পবন- তনয়।
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয়।।
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে।।
দোহারা লোহার গড় ভিতর বাহিরে।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে।।
চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন।
ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
মক্ষীরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
শরীর ধারণ করি দোঁহে নমস্কারে।।
আচম্বিতে মারুতি নোঙায় গিয়া মাথা।
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ কন কথা।।
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবন-নন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা, কোথা বিভীষণ।।
হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে।
মহীরাবণ হরিয়ে এনেছে পাতালেতে।।
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রবোধ করিয়া বলে পবন-নন্দন।।
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা।
মহামায়া পূজা হবে বাজিল বাজনা।।
বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিস্তর।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর।।
নানা সুবাসিতা পুষ্প গন্ধ মনোহর।
সাজাইয়া লয়ে যায় মহামায়া- ঘর।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম বলেন শুন পবন-নন্দন।
বিপাকে পড়েছি হেথা হইবে কেমন।।
নাহি সৈন্য সেনাপতি নাহি ধনুঃশর।
কেমনে রাক্ষস-হাতে পাইব নিস্তার।।
যোড়হস্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে।
রাক্ষস মারিতে প্রভু কোন্ ভার লাগে।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তব শ্রীচরণ দাস।
বৃক্ষ পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ।।
রবাণ রাজার বংশ যেখানে যে থাকে।
তোমার প্রসাদেতে মারিব একে একে।।
অনেক ব্রাক্ষণ হিংসে বহু দেব ঋষি।
গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি।।
দুর্জ্জয় রাক্ষস-বংশ হইবে সংহার।
রাক্ষস বধিতে প্রভু তব অবতার।।
অলক্ষিত মায়া তব কোন্ জন জানে।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে।।
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা।
প্রীতিবাক্যে কব গিয়া গুটিকত কথা।।
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত।
সাগরে ডুবাব লয়ে মন্দির সহিত।।
মনোনীত বুঝে আসি মহেশ-জায়ার।
রাম বলেন কতক্ষণে আসিবে আবার।।
মারুতি বলেন এক তিল ছাড়া নই।
কি বলেন কাত্যায়নী কথা দুই কই।।

মহামায়া কর্ত্তৃক হনুমানকে রাম লক্ষ্মণের উদ্ধারের উপদেশ দান

এত বলি মারুতি যে হইল বিদায়।
মহামায়া মন্দিরেতে অবিলম্বে যায়।।
পক্ষীরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কাণে।
মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে।
আপনি কি এই আজ্ঞা করেছে মহীরে।।
সবংশে মারিব মহী দেখিবে পশ্চাতে।
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে।।
রামের কিঙ্কর আমি সুগ্রীবের দাস।
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস।।
মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে।
পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে।।
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ।
দেব দ্বিজ ধর্ম্ম হিংসা করে অনুক্ষণ।।
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার।
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার।।
মহী বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান।
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান।।
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম।
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম।।
রাম কহিবেন শুন হে মহীরাবণ।
দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন।।
প্রণাম করিবে মহী দেখাতে রামেরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে।।
হেঁটমুণ্ডে পড়ে মহী প্রণাম করিবে।
তুমি লয়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে।।
দেবী বলিছেন বাছা এই যুক্তি সার।
শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার।।
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি।
শিব রাম অভেদ কহেন শূলপাণি।।

www.bengaliebook.com

অনাথের নাথ রাম জগতের সার।
পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগৎ সংসার।।
যোগে যোগাধার রাম কালে মহাকাল।
রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল।।
মূঢ়বুদ্ধি মহী চাহে রামে দিতে বলি।
অবশেষে হবে যাহা জানি তা সকলি।।
দেবীরে প্রণাম করি হনুমান গেল।
শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হৈল।।
যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
কহিল দেবীর কথা দুজনার কাণে।।
উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা।
যখন করিবে মহী দেবী-আরাধনা।।
যখন লইয়া যাবে তোমা দোঁহাকারে।
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে।।
মক্ষীরূপ হইয়া থাকিব অলক্ষিতে।
আসিবে মহীরাবণ দেবীরে পূজিতে।।
প্রণাম করিতে কবে সমাপিয়া পূজা।
প্রণাম না জানি, মোরা রাজপুত্র রাজা।।
কিরূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি।
প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি।।
প্রণাম করিবে রাজা দেবী-বিদ্যমান।
মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান।।
তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম।
সবংশে বধিব বেটায় করিয়া সংগ্রাম।।
বুকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলিব ছিঁড়িয়া।
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া।।
মারুতির বচনে হরিষ দুই ভাই।
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই।।
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিনজন।
দেবীরে পূজিতে মহী করিলা গমন।।
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
দুজনারে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে।।
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে।।
পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনু দেখে শুনে।।
নিকট হইল কাল সে মহীরাবণে।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে।।

০৭৯. মহীরাবণ বধ

করযোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি।
রাম লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি।।
মহীরাবণ হরিয়া লয়েছে দুই ভাই।
কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই।।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের বচন।
হাসিয়া বলেন শুন সর্ব্ব দেবগণ।।
শত্রুধনু নামে ছিল গন্ধর্ব্ব-সন্তান।
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্য গান।।
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদন।
তাহাতে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণ।।
বিষ্ণু-সম্ভাষিতে গেল অষ্টাবক্র-ঋষি।
বাঁকা-মূর্ত্তি দেখিয়া গন্ধর্ব্বে হৈল হাসি।।
বাঁকারূপ দেখিয়া গন্ধর্ব্ব করে ব্যঙ্গ।
মুনিরে দেখিতে তার হৈল তাল ভঙ্গ।।
মুনি কহে মোরে দেখি কর উপহাস।
সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ।।
পাপী হয়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে।
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি থাকহ পাতালে।।

শুনিয়া মুনির শাপ চিন্তে বিদ্যাধর।
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর।।
অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা নাহি চিনি।
ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি।।
কৃপা কর ধরি আমি তোমার চরণ।
কর প্রভু এ পাপীর শাপ বিমোচন।।
শত্রুধনু-বচন শুনিয়া মুনিবর।
প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর।।
আমার বচন কভু না হইবে আন।
পাতালে রহিবে হয়ে রাক্ষস প্রধান।।
তপঃ ফলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে।
সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে।।
দুরন্ত রাক্ষস-বংশ করিতে সংহার।
মনুষ্য-রূপেতে বিষ্ণু হবেন অবতার।।
সেই রাম লক্ষ্মণেরে লয়ে যাবে হরে।
পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার পুরে।।
মুণ্ড কাটা যাবে তোর হনুমান-হাতে।
শাপমুক্ত হয়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে।।
হনুমান হাতে হবে শাপ-বিমোচন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই হৈল মহীরাবণ পাতাল ভুবনে।।
মুনির বচন কভু নহেত অন্যথা।
দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা।।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কৌতুকে দেখিতে যান মহীর মরণ।।

যতেক দেবতাগণ রহে শূন্য-পথে।
মহামায়া পূজে মহী হরিষ মনেতে।।
রাশি রাশি ফুল ফল দিয়া রাজা পূজে।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে।।
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশান।
প্রণাম করিতে মহী কৈল সম্বিধান।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম করে দেখাও আপনি।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি।।
শত দণ্ডবৎ করে দেবীর সম্মুখে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান দেখে।।
দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনুমান।
লাফ দিয়া মহীরে কৈল দুইখান।।
প্রতিমা-রূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখে পলায় তরাসে।।
মুক্ত করিলেন হনু শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
হনুর প্রতাপেতে হাসেন দুইজনে।।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
অদ্ভুত অশ্রুত কথা রাম-অবতার।
সেবক হইতে রামের হইল নিস্তার।।
মুনি-শাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ।
গন্ধর্ব্বরূপেতে গেল অমর-ভুবন।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ।।

অহীরাবণ বধ

রাম-গুণ গাইতে রে তনু পতন যদি রে হয়।

www.bengaliebook.com

যায় অমর-ভুবনে, চাপিয়া বিমানে শমন
চাহিয়ে রয়।।
অর্দ্ধ নাভিকূপে লয়েরে যখন ডুবায়।
শত শমন আসিয়ে তারে কি করিতে পারে,
পাতকী তরাতে শ্রীরামের নামটি
ওগো এসেছে সংসারে।।

মহীরাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর।
ধাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর।।
পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে।
কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে।।
আচম্বিতে রাজা লয়ে পড়িল প্রমাদ।
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ।।
রাজার মরণ শুনি রাণী জ্বলে কোপে।
আলুথালু বেশভূষা অধরোষ্ঠ কাঁপে।।
রাণী বলে এই ছিল যোগাদ্যার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে।।
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে।
মজিল রাজার রাজ্য মহামায়া হতে।।
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর।
কি দোষেতে মহীরে ভাবিলা দেবী পর।।
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নর-বানরের প্রাণ লব শেষকালে।।
এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী।
ধনুক লইয়া উঠে মার মার করি।।
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্য গণন।
হনুর উপরে করে বাণ-বরিষণ।।
বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনুমান।
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান।।
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি।
কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি।।
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে।
প্রসবে সন্তান এক মহা ভয়ঙ্করে।।
অষ্টগোটা বাহু তার চারি গোটা মুণ্ড।
বিকট মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড।।
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত বিক্রম।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম।।
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনুমান সনে।
সাপটিয়া কীল লাথি মারে হনুমানে।।
গর্ভের রুধির পূঁজে ব্যাপিত শরীরে।
আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে।।
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল সমান।
তাহার বিক্রম দেখে হাসে হনুমান।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস।
হনুমান বলে বেটার বড়ই সাহস।।
এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোর রণ।
মহীরাবণের বেটা সে অহীরাবণ।।
আথালি পাথালি হানে মারুতির বুকে।
কিছু নাহি বলে হনু সম্বরিয়া থাকে।।
হনুমান বলে বেটার আস্পা দেখি অতি।
এখনি পাঠাব তোরে যমের বসতি।।
মারিবারে হনুমান ধায় উভরড়ে।
ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া পড়ে।।
হেনকালে হনুমান চিন্তিল উপায়।
পবন স্মরণে রণে ঝড় বয়ে যায়।।
বিষম বাতাসে ধূলা লাগে তার গায়।
পাছরিয়া ধরে হনু আর কোথা যায়।।
দুই পদে ধরে তারে লয়ে ফেলে দূর।

www.bengaliebook.com

পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চূর।।
সংগ্রামে আইল আর যত যত জন।
লইল সবার প্রাণ পবন-নন্দন।।
পাতালবাসী মুনি ঋষি হৈল আনন্দিত।
ভয় দূরে গেল সবে মহা হরষিত।।
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান।
হনুমানে সকলেতে করয়ে কল্যাণ।।
শত্রুরে মারিয়া যাত্রা কৈল তিন জন।
মহীর পূজিতা দেবী কহেন তখন।।
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল ভিতর।।
এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
পাতাল হইতে করিল দেবীর উদ্ধার।।
হইয়ে হরিষযুক্ত চলে তিন জন।
আগে রাম পাছে হনু মধ্যেতে লক্ষ্মণ।।
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন।
আপন কটকে গিয়া দিল দরশন।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে পেয়ে সুগ্রীব বিভীষণ।
জাম্ববানে দিল কোল এই তিন জন।।
হনুর প্রশংসা করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হনুমানে কোল দিল সুগ্রীব বিভীষণ।।
জাম্ববান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য হনুমান বলে যত কপিগণ।।
দুই প্রহর আকাশে যখন দিবাকর।
সিংহনাদ ছাড়ে তখন ভল্লুক বানর।।
চারি দ্বার চাপিয়া বানরের সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।।
মহীরাবণ পড়িল শুনিয়া দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন।।
রামায়ণ গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
যেই জন শুনে তার পূবে অভিলাষ।।

রাবণের তৃতীয়বার যুদ্ধে আগমন

রাম যা কর নিজগুণে, আমি ভজন সাধন জানিনে।
মিছে গেল দীনের দিন, না হৈল ভজন ঘেরিল শমনে।।
যা কর হে রামচন্দ্র জগৎ-গোঁসাই।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে আর কেহ নাই।।
মায়ানদীর তীরে আছি রাম তোমার চরণ করে সার।
ও রাঙ্গা চরণ তরণী করে রাম আমায় কর হে পার।।
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বরে।।
যুঝিবারে তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ- আভরণ।।
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছল ছল।
কোমপনে যুঝিতে চলিল রণস্থল।।
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী।
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী।।
দশমুণ্ডে রতন-মুকুট সারি সারি।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তূরী।।
নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।।

কোপে কাঁপে অধরোষ্ঠ চলে রণমুখে।
দশ হাজার রাণী এসে ঘেরে চারিদিকে।।
কেহ ধরে আশে পাশে কেহ ধরে কর।
কারো পানে ফিরিয়া না চান লঙ্কেশ্বর।।
না থাকে রাবণ রাজা কারো উপরোধে।
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে।।
মন্দোদরী বলে শুন লঙ্কা-অধিপতি।
বুদ্ধিমন্ত হয়ে কেন ছন্ন হৈল মতি।।
পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর।
বিশ্রবা-মুনির পুত্র পরম সুধীর।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে।
যম ইন্দ্র কম্পমান তোমায় দেখিলে।।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
আমি কি বুঝাব তোমায় হীনবুদ্ধি নারী।।
তপাথি কিঞ্চিৎ বলি করি পরিহার।
স্থির হয়ে দাণ্ডাইয়ে শুন একবার।।
মুনিগণে কহে সর্ব্ব শাস্ত্রের বিহিত।
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত।।
বিপদে সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে।
সে বুদ্ধি পুরুষ থাকে পরম কুশলে।।
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব।
কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য।।
কোন্ কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন্কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর।।
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে।
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ-পরশে।।
শ্রীরাম মনুষ্য নন বিষ্ণু-অবতার।
সীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর।।
দশানন বলে, সীতা দিতে পারি ফিরে।
হাসিবেক বিভীষণ না সবে শরীরে।।
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ।।
ছোট হয়ে খোটা দিবে বড় ভয় বাসি।
সান্ত্বনা হইয়ে গৃহে বৈসহ প্রেয়সী।।
বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিরে দিতে না পারিব কদাচন।।
মন্দোদরী রাণী বলে ভাগ্য হলে হীন।
বল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ।।
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্চিৎ।।
সংসারের কর্ত্তা রাম পতিত-পাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন।।
সত্ত্বগুণে সেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রুভাবে আইলেন মারিতে তোমারে।।
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে।।
যে জন পালন-কর্ত্তা সেই জন মারে।
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে।।
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা-অধিকারী।
সামান্য হে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী।।
শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি।।
জপ যজ্ঞ পূজা করে রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চ্চনাতে পড়ে আছেন দুয়ারে।।
নীরাহারে অনাহারে জপে কত জন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় যেই শ্রীচরণ।।
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পান মুনি ঋষি।
সে রাম ভাবেন আমায় নিরাহারে বসি।।

www.bengaliebook.com

জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে।।
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যাহা আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।।
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে মরণে।।
ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী।
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্ব্বোপরি।।
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে।।
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিংবা মারি।
ক্রন্দন সম্বরি গৃহে যাহ মন্দোদরী।।
মরণ নিকটে তার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীরর প্রবোধে।।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছল ছল।।
অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীতে গেল অন্তঃপুর।।
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ।
সারথি সাজায়ে রথ যোগায় তখন।।
কনক রচিত রথ সুগঠন চাকা।
উপরেতে শোভা করে ধ্বজের পতাকা।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ সাজিল প্রচুর।
রথের উপরে রাজা সংগ্রামের শূর।।
দশানন বলে অস্ত্রধারী যত জনে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে।।
মহীরাবণ পড়িল বংশের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি।।
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর।।
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ।।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক রথ প্রেরণ

হাতে ধনু শ্রীরাম ভ্রমিছেন রণস্থলে।
লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে।।
কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে।
ভুবনবিজয়ী ধনুর্ব্বাণ করি হাতে।।
চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে।
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে।।
হেন রথে উঠি যুঝে রাজা দশানন।
শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরিষণ।।
রথোপরে যুঝে রাবণ, রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগন-মণ্ডলে।।
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর।
রাম লাগি রথ পাঠাইল পুরন্দর।।
স্বর্গ হৈতে আসে রথ পড়িছে বিজুলি।
রথ হৈতে মাথা নোঙায় সারথি মাতলি।।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর।
আর এক পাঠাইল সুবর্ণ-টোপর।।
মারি প্রভু রাবণে দেবের কর হিত।
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাখ রামায়ণ গীত।।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত মন।।
কোথাকার রথখান কাহার মাতলি।
রাবণ প্রেরিত রথ মায়ার পুতুলী।।

www.bengaliebook.com

রামেরে চিনিতে নারে দুষ্ট দশস্কন্ধ।
রথে তুলি কোথা লবে করিয়া প্রবন্ধ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রথ দেখি রাম-সৈন্য ভাবে মনে মন।।

শ্রীরামের সহিত রাবনের যুদ্ধারম্ভ

রসনা রাম নাম ভুলনা রে।
দেখ মিছে মায়াজালে, বদ্ধ করে কালে,
ডুবায় অকূল পাথারে।।

ইন্দ্র-রথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে।
চিন্তিত রাবণ-রাজা টুটে আসে বলে।।
রথের সারথি রামে কৈল প্রদক্ষিণ।
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ।।
চিনিল রাবণ-রাজা ইন্দ্রের বিমান।
মনে মনে দশানন করে অনুমান।।
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ ভাই কুম্ভকর্ণ।
এখনি দেবতা বেটায় করিতাম চূর্ণ।।
এত দিন করে সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখে হলো শত্রু-অনুগত।।
শত্রুকে পাঠায় রথ আমা বিদ্যমানে।
এত বলি কোপ-দৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে।।
কোপ-মনে মাতলিবে কহে লঙ্কেশ্বর।
সবলের অনুবল যতেক অমর।।
এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচয়ে জীবন।
একে এক কাটিব সকল দেবগণ।।
কোপ সম্বরিয়া রাজা বসি মনোদুঃখে।
রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে।।
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে মারে সর্পের আকার।।
সর্পবাণ দেখি রামে লাগিল তরাস।
বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন নাগপাশ।।
নাগপাশ নিবারণে জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ।।
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে।
রাবণের সর্পবাণ ধরে ধরে গিলে।।
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল কুপিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।।
বাণ বরষিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের মাতলি।
জর্জ্জর ইন্দ্রের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে নালি।।
কোপেতে রাবণ বজ্র-জাঠা লয় হাতে।
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে।।
জাঠাগাছ হাতে করি তর্জ্জে লঙ্কেশ্বর।
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর।।
এই আমি জাঠা মারি পূরিয়া সন্ধান।
রক্ষা কর দেখি রাম ধরে ধনুর্ব্বাণ।।
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে।
যতদূর যায় জাঠা তার ততদূর পুড়ে।।
বৃক্ষের নিকটে গেলে সব বৃক্ষ জ্বলে।
আলো করি আসে জাঠা গগন মণ্ডলে।।
যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে।
সর্ব্ব অস্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্নিতে।।
বাণ পোড়াইয়া জাঠা আসে বায়ুবেগে।
মাতলি কহেন তখন শ্রীরামের আগে।।
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার-বিজয়।
সেই শেল মার প্রভু জাঠা হবে ক্ষয়।।
এড়িলেন শেলপাট মাতলির বোলে।

রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে। ।
জাঠাগাছ কাটা গেল রুষিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্‌বর।
বাণ ফুঁটে রঘুনাথ হইল কাতর।।
কাতর হইয়া রাম ধনু দিলা টান।
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈলা খান খান।।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে।
কোপে রাম গালি পাড়ে রাবণের তরে। ।
সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ।
পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ।।
সীতা যদি আনিতে আমার বিদ্যমানে।
সেই দিন পাঠাতাম যমের সদনে।।
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি।
দেখাদেখি আজি পাঠাইব যমপুরী।।
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকি।
পড়িলি আমার হাতে কার সাধ্য রাখি।।
গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে আসে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে। ।
বানরেতে গাছ পাথর ফেলে চারিভিতে।
চারিদিকে মারে বাণ না পারে সহিতে।।
আয়ুঃশেষ হয় রাবণ টুটে আসে বলে।
চারিদিকে রামরূপ রাবণ নেহালে।।
বজ্র-অস্ত্র মারে রাম রাবণ উপর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর।।
হাত পা আছাড়ি রাজা করে ধড়ফড়।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠি নিল ধনুঃশর। ।
আরবার দুই জনে বাধে মহারণ।
বিষ্ণুমন্দ্রে গদা মারিলেন রাম পুনঃ।।
কালচক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল ভাবে কমল-লোচন।।
পাশুপত-বাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন।।
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল।
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল।।
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন।
যোড়হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন। ।
হাতের ধনুক বাণ ফেলি ভূমিতলে।
কর যুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে।।
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি।।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়।।
তুমি চন্দ্র তুমি সুর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর।।
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি। ।
না জানি ভকতি স্তুতি জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর।।
তুমি হে অনাদি আদি অসাধ্য-সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড বিনাশন।।
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা-নন্‌দন।।
জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার।।
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়াময়।

কুড়ি হস্ত যুড়ি রাজা এক দৃষ্টে রয়।।
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার।
রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার।।
কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে।।
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না করিবে আর।।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর।।
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে।।
স্তবে তুষ্ট হৈলা যদি কমল-লোচন।
তবে ত মজিল সুষ্ট না মৈল রাবণ।।
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি।
উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী।।
দেবগণ বলে মাতা করি নিবেদন।
প্রমাদ ঘটিল বড় না মৈল রাবণ।।
শ্রীরামে করিল স্তব দুষ্ট নিশাচর।
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্যজিল সমর।।
তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর।।
এত শুনি বাগবাদিনী চলিলা সত্বর।
বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর।।
ডাক দিয়া বলে রাবণ শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি।।
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্বর।
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর।।
শ্রীরাম বলেন মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।।
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর।
পুনর্ব্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর।।
পুনর্ব্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে।।
সিংহে সিংহে পর্ব্বতে যেমন বাজে রণ।
সেইরূপ বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ।।
পঞ্চবাণ যুড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সেই বাণ কাটে রাবণ অগ্নিমুখ-বাণে।।
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র ঘায়।।
হেনকালে যুক্তি দিল রাক্ষস বিভীষণ।
ব্রহ্ম-কবচ কাটি পাড় মরুক রাবণ।।
ব্রহ্ম-মন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে।
কবচ কাটিয়া পাড়ে শ্রীরামের বাণে।।
ব্রহ্ম-কবচ কাটি রাম তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে।।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণে।
কি করিতে পার রাম মনুষ্য-পরাণে।।
রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
অবশ্য রাবণ তৈরি করিব বিনাশ।।
যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ।।
সন্ধান পূরিয়া রাম কালচক্র এড়ে।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে।।
এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
পুনঃ মাথা সেইখানে উঠে ততক্ষণ।।
আরবার রঘুনাথ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
দুই মাথা কাটিয়া পাড়িলা সেইখানে।।
রণস্থলে রাবণের উঠে দুই মাথা।

দেখি চমৎকার হৈল সকল দেবতা।।
আরবার রঘুনাথ এড়ে ব্রহ্মজাল।
তিন মাথা কাটি বাণ সান্ধায় পাতাল।।
তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণে।
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণে।।
আরবার সন্ধান পূরিলা রঘুবীর।
ঐষিক বাণেতে তার কাটিলেন শির।।
চারি মাথা কাটা গেল অতি চমৎকার।
ব্রহ্মা-বরে চারি মাথা উঠে আরবার।।
মাথা কাটা গেল নাহি মরে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চ মাথা কাটেন সত্বর।।
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত।
সেই পাঁচ মাথা তখন উঠে আচম্বিত।।
আরবার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড।
মুকুট সহিত কাটে ছয়গোটা মুণ্ড।।
মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে।
সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাথা উঠে।।
ধর্ম্মচক্র-বাণ রাম যুড়েন ধনুকে।
সাত মাথা কাটিলেন সর্ব্বজন দেখে।।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝিছে রাবণ।
সপ্তমুণ্ড রাবনের উঠে ততক্ষণ।।
সপ্তসার-বাণে রাম অষ্টমুণ্ড কাটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমুণ্ড উঠে।।
নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে।
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে এক চাপে।।
দশ মাথা কাটে পুনঃ দশ মাথা উঠে।
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে।।
শ্রীরাম বলেন বেটা বড়ই দুর্ব্বার।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝে আরবার।।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম পূরিলা সন্ধান।
রাবণের মধ্যে কাটি করে দুইখান।।
অর্দ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ব্রহ্মা-বরে অর্দ্ধ অঙ্গ, অঙ্গে লাগে যোড়া।।
তবু নাহি পড়ে রাবণ বড়ই দুর্ব্বার।
রামের উপরে করে বাণ-অবতার।।
রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর শরীর।
সম্বরিয়া আকর্ণ পূরেন রঘুবীর।।
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিবামাত্রেতে উঠে তিলে নাহি ব্যথা।।
না মরে কাটিলে মাথা, যুঝয়ে রাবণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ।।

রাবণের অম্বিকা-স্মরণ

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ।।
আচ্ছন্ন হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ বর্ষে যেন মেঘ বরিষয়ে বৃষ্টি।।
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনুমান ক্রোধিত অন্তর।।
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কিল রাবণে মারিল।।
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায়ে করে রুধির বমন।।
চেতন পাইয়া কিল হনুমানে মারে।
রাম জয় বলিয়া আপনি বীর সারে।।

www.bengaliebook.com

এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম আসি করেন শ্রীরাম।।
বাণে বাণে ক্ষতদেহ হৈল দুজনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর।।
অচৈতন্য হয়ে পড়ে ধূলায় ধূসর।
অম্বিকারে স্তব করে হইয়া কাতর।।

অম্বিকার স্তব

কোথা মা তারিণি-তারা হও গো সদয়।
দেখা দিয়ে রক্ষা কর মোরে অসময়।।
পতিতপাবনি পাপহারিণি কালিকে।
দীজন-জননি মা জগৎ-পালিকে।।
করুণানয়নে চাহ কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়ে রামের সমরে।।
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্কর ত্যজিল তাই ডাকি মা তোমারে।।
তুমি দয়াময়ী তারা শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে।।
নামগুণে ব্যক্ত আছ এ তিন ভুবন।
রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণ।।
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর-সম্পদ।।
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক।।
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ।
আর্দ্র হৈল হৈমবতীর মন উচাটন।।

রাবণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অম্বিকার অভয় দান

স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিলা দরশন।
বসিলেন রথে, কোলে করিয়া রাবণ।।
আশ্বাস করিয়া কন না কর রোদন।
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন।।
আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি আসে শঙ্কর।।
অসিত-বরণী কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘন তিমির নাশন।।
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ।
তাহে শ্যামরূপে নীল সৌদামিনী বেশ।।
কর পদ নখে শশী অলকা প্রকাশে।
বিম্বফল স্খলিত অধরে মন্দ হাসে।।
শোক গেল রাবণের দুঃখ বিনাশনে।
হইল আহ্লাদ চিত্ত দেবী দরশনে।।
নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়।
দয়াময়ী বিনা মোরে সদয়া কে হয়।।
সাক্ষাতে করিলা স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর।।
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে।
বাণ বরিষণ করে তর্জ্জন গর্জ্জনে।।
আগুসারি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী।।
বিস্ময় হইয়া রাম ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান।।
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মিতা ঘটিল ব্যাঘাত।।

কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণে আজি হর-বরাঙ্গনে। ।
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদ-বরণী-কোলে রাজা দশানন।।
দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ সবিস্‌ময়।
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময়।।
বিষণ্ন হইয়া রাম বসিলা ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে চিন্তিল সকলে।।
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত।
তবে আর কে করিবে দশাস্যে নিপাত। ।
উপায় নাহিক আর করিব কেমন।
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ।।
এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর।
দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডিকার।।
বিধাতারে কহিলেন সহস্র-লোচন।
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন।।
বিধি কন বিধি আছে চণ্ডী- আরাধনে।
হইবে রাবণ বধ অকাল-বোধনে।।
ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয়।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা করিবারে যায়।।
রাবণ বধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ।।
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈলা চণ্ডীর বোধন।।
দেবগণ সহিতে পূজিতে মহামায়।
এখানে চিন্তিত রাম কি হবে উপায়। ।
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ সংহার।
জনক-নন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার।।
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু সঞ্চয় বানর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর।।
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস সংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র সার।।
অনুপায় সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন কি হবে মিতা আর।।
নয়নেতে বহে জল শুখাইল মুখ।
তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক।।
বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার।।
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়।।
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান। ।
রোদন করিছে সবে ছাড়িছে সমর।
দেখিয়া রামের দুঃখ যতেক অমর।।
ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়।।

রাবণ বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর অকালবোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলু-পাণি,
উপায় কেবল দেবীপূজা।
তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুরগণ,

বোধিয়া শরতে দশভুজা।।

পূজা রাম কৈলে তাঁর, হবে রাবণ সংহার,

শুন সার সহস্রলোচন।

শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি,

জানাও শ্রীরামে বিবরণ।।

প্রেমে পুলকিত চিত, পদ্মযোনি আনন্দিত,

শ্রীরাম নিকটে উপনীত।

বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়,

রাবণ বধের যে বিহিত।।

ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি,

কহ বিধি কি উপায় করি।

মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম,

রক্ষিল রাবণে মহেশ্বরী।।

বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু,

তবে হবে রাবণ সংহার।

অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,

তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার।।

শ্রীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে,

অনুক্রম কহ শুনি তার।

শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তে শুদ্ধ সময়,

শরৎ অকাল এ পূজার।।

বিধি আছে নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,

কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর।

সে দিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত,

কল্পারম্ভে সুরথ রাজার।।

সে দিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,

শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।

কন্যারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাহি ঘটে,

অত্র যোগ সব হৈল যাতে।।

www.bengaliebook.com

বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কর ষষ্ঠী-কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়,
কল্পখণ্ডে সুরথ রাজন।।
এই উপদেশ কন, শুনি রাম সুখী হন,
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা,
স্নান দান করিলা শ্রীরাম।।
বনপুষ্প ফলমূলে, গিয়া সাগরের কূলে,
কল্প কৈলা বিধির বিচার।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি,
বিরচিল চণ্ডীপূজা সার।।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত নাট্ট করে জয় দেয় কপি সব।।
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়।।
সায়াহ্ন-কালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভরায় বিল্বাদি-বাসন।।
আপনি গড়িয়া রাম মূরতি মৃন্ময়ী।
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ বিজয়ী।।
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।।
এইরূপে উদ্যোগ করিলা দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত।।
অসাধ্য সুসাধ্য তাহে নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়া আনিল হনুমান।।
গত হৈল ষষ্ঠী-নিশা দিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ।।
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিলা।
বেদ-বিধি মতে পূজা সমাপ্ত করিলা।।
শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীতনাট্ট চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান।।
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রামচন্দ্র অর্চ্চনা করিল।।
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈলা রঘুনাথ।
নৃত্যগীতে বিভাবরী হইল প্রভাত।।
নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃত্যগীতে নানা মতে নিশি জাগরণে।।

নবমী পূজা

নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
উদ্যোগ করিল ফল মূল।
যথা বেদবিধি মত, আনিলা সামগ্রী যত,
কপিগণ যোগাইছে ফুল।।
অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী ধরা,
পলাশ পাটলি ও বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত, বনপুষ্প নানামত,
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল।।
রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার নল,
আমলকীপত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর, কনক-চম্পক সার,
কোকনদ সহস্রেক পাত।।
অতসী অপরাজিতা, যাতে দুর্গা হরষিতা,
চামেলী চম্পক নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা দুপাটী, জাঁতি যূথী আর ঝাঁটি,
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর।।
তুলসী তিসি ধাতকী, ভুমি-চম্পক কেতকী,
পদ্মবক কৃষ্ণকেলি আর।
স্বর্ণযূথিকা বান্ধুলি, শীর্ণ শিউলি-আঁধুলি,
কুরুচি গোলাপ পুষ্পসার।।
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার, পুষ্প রাখে ভারে ভার,
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বনফলে।।

নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা

পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিক ভাবেতে ভাব বিধান আচরি।।
তন্ত্র-মন্ত্রমতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ।।

www.bengaliebook.com

অর্চ্চনা করিলা যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান।।
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ।।
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মহেশ্বরী।।
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি দয়া বুঝি না হৈল দুর্গার।।
বঞ্চনা করিলা দেবী, বুঝি অভিপ্রায়।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায়।।
নয়নে বহিছে ধারা সশোক অন্তর।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর।।
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর প্রভু নিস্তার কারণ।।
তুষিতে চণ্ডীর মন করহ বিধান।
অষ্টোত্তরশত নীলোৎপল কর দান।।
দেবের দুর্ল্লভ পুষ্প যথা তথা নাই।
তুষ্টা হবে ভগবতী শুনহ গোঁসাই।।
শুনিয়া তাঁহার বাক্য রামচন্দ্র কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম মিত্র বিভীষণ।।
দেবের দুর্ল্লভ যাহা কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর।।
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়।
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়।।
দাস আছে কেন চিন্তা কর প্রভু মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
একদণ্ডে আনি দিব শত নীলোৎপল।।
বিভীষণ কন বীর হনুমান কাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে।।
এক বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়।
হনু কহে আনি দিব নাহিক সংশয়।।
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান।
দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল পয়াণ।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর স্তব ও হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে।।
দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতি নাশিনী।
দুর্গমে শরণি বিন্ধ্যাগিরি-নিবাসিনী।।
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী।।
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিদা সাকারা।।
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিব সীমন্তিনী শ্যামা সর্ব্বাণী শঙ্করী।।
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী।।
কালীহ কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার।।
লম্বোদরা দিগম্বরা কলুষ-নাশিনী।
কৃতান্ত-দলনী কাল ঊরু বিলাসিনী।।
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্টা হৈলা হৈমবতী অমর ঈশ্বরী।।
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম আশে।
রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাসে।।

www.bengaliebook.com

এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান।
ওথা নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান।।
অষ্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবনবেগেতে বীর করে আগমন।।
রামচন্দ্র নিকটে আসিয়া উত্তরিল।
গণনা করিয়া রামে নীলপদ্ম দিল।।
আনন্দিত হৈল রাম পেয়ে নীলপদ্ম।
দেবীভাগে বিচিত্র করিল চিত্ত-পদ্ম।।
সঙ্কল্প করিল পদ্ম করিতে প্রদান।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ।।

দেবী কর্ত্তৃক একটী পদ্ম হরণ

পুলকিত চিত, বিধান রচিত,
মূলমন্ত্র উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রেক দল,
সঁপে শঙ্করী-চরণে।।
করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হর-মনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তাঁর,
মহেশ্বরী পরাৎপরা।।
ক্রমে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব,
রাম জগৎ-গোঁসাই।
শেষেতে বিয়োগ, হৈল অত্র যোগ,
এক পদ্ম মিলে নাই।।
হইয়া বিস্মিত, চিত্ত চমকিত,
সঙ্কল্প ভঙ্গেতে ভয়।
হনুমানে কন, ব্রহ্ম-সনাতন,
শুন পবন- তনয়।।
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া,
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়,
ঠেকিলাম ঘোর দায়।।
যাহ পুনর্ব্বার, এক পদ্ম আর,
আন গিয়া বাছাধন।

www.bengaliebook.com

হনুমান কয়, শুন মহাশয়,
শতাষ্ট আছে গণন।।
শুন হে গোঁসাই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে,
পঙ্কজ হরিলা কালী।।
আমায় বিস্ময়, অন্যথা না হয়,
দেখেছি গণনা-ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী,
না ভুলিও প্রভু ভ্রমে।।
পবন-নন্দন, কহিল যখন,
শুনিয়া বিস্ময় রাম।
আঁখি ছল ছল, বহে অশ্রুজল,
কান্দেন ত্রিলোক-ধাম।।
বুঝিলাম সার, কপালে আমার,
আছে যে কত যন্ত্রণা।
কৃত্তিবাস গায়, এ হেতু আমায়,
অভয়ার বিড়ম্বনা।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার কালিকার স্তব

নমস্তে শর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।
অর্পণা অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া,
মহেশ্বরী মহামায়া।।
উগ্রচণ্ডা উমা, আশুতোষ-রমা,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজরাজেশ্বরী, ভীমা ভয়ঙ্করী,
শঙ্করী শিবা ষোড়শী।।
মাতঙ্গী বগলা, কল্যাণী কমলা,

www.bengaliebook.com

ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী।।
সহস্র সুহস্তে, ভীমা ছিন্নমস্তে,
মাতা মহিষ-মর্দ্দিনী।
নিস্তার-কারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনী।।
দৈত্য-নিকৃন্তিনী, শিব-সীমন্তিনী,
শৈলসুতা সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, দুষ্ট-নিষ্কন্দিনী,
দিগম্বরের ঘরণী।।
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ-অরি,
কালিকা করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী।।
সর্ব্বসুশোভিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী,
নমস্তে লোল-রসনা।
নমো দিগ্বসনা, সর্ব্ব-শবাসনা,
বিশ্বা বিকট-দশনা।।
সারদা বরদা, শুভদা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশ বাহিনী, মহেশ-ভাবিনী,
সুরেশ বন্দিতা বামা।।
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হর-রাণী,
হর-রমা কাত্যায়নী।
শমন ত্রাসিনী, অরিষ্ট-নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।।
হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।

www.bengaliebook.com

সর্ব্বদা চঞ্চল পদ্ম-পত্র- জল,
ভয়ে ভীত জড়সড়।।
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার।।

দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্তুতিবাক্য

কাতরে কহেন রাম দেবী পদতলে।
আর্দ্রচিত্ত রোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুজলে।।
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম স্তুতিবাক্যে কয়।
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়।।
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-ছেদিনী।
মহামায়ারূপে ত্রিজগৎ-আচ্ছাদিনী।।
তুমি কর্ম্ম, তুমি মূল কর্ম্মের কারণ।
তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জা নিরূপণ।।
সর্ব্বময়ী সর্ব্ব-আত্মা তুমি সর্ব্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ গো তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরভূমি।।
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত।
আপন সম্পদ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুগত।।
তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ মোক্ষ প্রদায়িনী।
স্ত্রী পুরুষ নপুংসক জীব-সহায়িনী।।
যোগমায়া-যোগে মোরে আনিলে ভূতলে।
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোকজলে।।
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে প্রযোজক প্রযোজ্য গণন।।
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বধারা ছাড়া নহে কেহ।।
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী প্রায়।
তোমার এ নাট্য-খেলা পুত্তলিকা প্রায়।।
কারে কর রাজা, কারে মন্ত্রী কর তার।
কেহ গজবাহী, কেহ গজ রক্ষাকার।।
কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্পদিনে পাত।
কারো শিরে ছত্র, কারো শিরে বজ্রাঘাত।।
কেহ যার শিবিকায়, কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী, কেহ কষ্টে রয়।।
কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মিলে, ভিক্ষায় ভক্ষণ।।
কেহ রোগী, রাগী কেহ হয় বলান্বিত।
কেহ সাধু, চোর কেহ ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত।।
এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন।।
ত্রিভুবনে দুঃখ তাপে স্থাপিছ আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা, নিবেদি তোমায়।।
সুখভাণ্ড অল্প হলো দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি।।
নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়।।

বলে অবসন্ন আমি, যা জান তা কর।
হইয়াছি অতিশয় জীর্ণ কলেবর।।

দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন

জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দেও দয়া না হয় তোমার।।
ক্লেশে অবসন্ন তনু শুন গো তারিণী।
দয়া কর দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণী।।
কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে।
রাজ্য বিনাশিয়া শেষে আনিলে কাননে।।
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণের দ্বারায় শেষে জানকী হরালে।।
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলা বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র-তরণে।।
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষ আছে লঙ্কেশ্বর।।
কষ্টে রণ করিলাম, হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা।।
করিলাম অর্চ্চনা মা অকাল-বোধনে।
তবু কৃপা না হইল মোর আরাধনে।।
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু রচন।।
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহনী।
হরিলে গো হর-রাণী সঙ্কল্প-নলিনী।।
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন।
হের মা নয়ন-কোণে মানস পূরণ।।
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সহে যাতনা আর, জীবন বিকল।।
এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয়।।
কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির।
বক্ষ মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রু-নীর।।
লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্ববান।।
শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার।।
যাহ মিতা সুগ্রীব স্বগণে লয়ে যাও।
মিথ্যা আর কেন কান্দ মিছে মুখ চাও।।
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যা ভুবনে।
রাখিব যতনে তারে সত্যের পালনে।।
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র ভিতরে।
এত বলি কান্দে রাম দুঃখিত অন্তরে।।
আকুল দেখিয়া রামে সকলে বুঝায়।
কৃত্তিবাস বিরচিল মধুর ভাষায়।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীকে নিজ চক্ষু দিবার সঙ্কল্প ও দেবী কর্ত্তৃক নিবারণ

শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান।
এরূপ ব্যাকুল কেন হলে ভগবান।।
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিয়া রাবণে সীতা করিব উদ্ধার।।
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
না শুনে কাহারো কথা করেন রোদন।।

www.bengaliebook.com

শিরে করাঘ্যত করি করেন হুতাস।
বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশ।।
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীল-কমলাক্ষ মোরে বলে সর্ব্বজনে।।
যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিবে সকল।।
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে।।
আর কিবা দেখ ভাই কি করি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন।।
কমল-লোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে।।
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান।।
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল দয়া দেখিয়া রোদন।।
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে।।
কি কর কি কর প্রভু জগৎ-গোঁসাই।
পূর্ণ হৈল, চক্ষু উপাড়িয়া কার্য্য নাই।।
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন।।
ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর হেন করা ভাল নয়।।
পুত্র প্রতি মাতৃস্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মোর পক্ষে মীন ভুজঙ্গের মাতা প্রায়।।
ঠেকেছি বিষম দায়ে জানকী উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা রাবণ সংহারে।।
যা করিলে সে ভাল, বারেক ফিরে চাও।
শবে অস্ত্রাঘাত, মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও।।
ভরসা তোমার তারা না কর নৈরাশ।
আশা আছে, আশ্বাসেতে দাও মা আশ্বাস।।
কালবিনাশিনী কালে কালের কামিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম মোহিনী।।
অশন বিহনে তনু শীর্ণ আছে মোর।
কবিবর কহে মা দুঃখের নাহি ওর।।

রাবণ বধের জন্য শ্রীরামের প্রতি দেবীর আদেশ ও দশমী পূজা সমাপন

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি,
স্তুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন।
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়,
হও তুমি ব্রহ্ম-সনাতন।।
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর-গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি,
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে।।

মায়ায় মনুষ্য তুমি, চতুর্ব্ব্যূহ আসি ভূমি,
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
ভব-ভাব্য প্রভু হও, কভু কোন্ ভাবে রও,
শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমার।।
তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা উদ্ধারের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধুজলে,
রাক্ষসের বিনাশ করিতে।।
দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠ নগরে।
ব্রহ্মাশাপে ধরা এল, শত্রু ভাবেতে পাইল,
তেঁই প্রভু তুমি ধরা পরে।।
অকাল-বোধন পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলে বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ।।
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি.
এত বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায়ে কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ,
নবমী করিলা সমাধান।।
দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ কৈল মনস্কাম,
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী।।

রাবণের মঙ্গলার্থ বৃহস্পতির চণ্ডী পাঠ ও হনুমান কর্ত্তৃক চণ্ডী অশুদ্ধ করণ

সংগ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি,
তাহা দেখি যত দেবগণ।

ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, পবনেরে কহি তবে,
পাঠাইলা রামের সদন।।
বিশেষ কহিলা দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী,
পরামর্শ দিল রঘুবরে।
শুনিয়া দৈব- বচন, বিভীষণে রাম কন,
পাঠাইতে পবন-কুমারে।।
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান যায়,
উত্তরে নিমিষে হাটি বাট।
যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তাঁর কাছে,
একমনে করে চণ্ডীপাঠ।।
মক্ষিকার রূপ ধরে, চাটিলেন দ্বি-অক্ষরে,
দেখিতে না পান বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়,
হনুমান সচিন্তিত অতি।।
ছাড়ি মক্ষী-কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে,
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রঙ্গে ভঙ্গ দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট,
হনুমান পুঁথি কাড়ি লয়।।
প্রথম মাহাত্ম্য স্তোক, মুছে ফেলে তিন শ্লোক,
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নিরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী,
কৈলাসেতে করিলা গমন।।
স্তব করি দশানন, কান্দে কত শোক- মন,
ফিরে না চাহিলা মহেশ্বরী।
হেথা রাম এল রণে, ন্দ্ররথ আরোহণে,
বিজয় কোদণ্ড ধনু ধরি।।

হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ধার্ম্মিক বিভীষণে। | চারি জনে যুক্তি করে রাবণ না জানে।।

www.bengaliebook.com

দশানন ভাবে রাম যুঝিতে না পারে।
পলাইয়া যাবে বুঝি ত্যজিয়ে সীতারে।।
এতেক ভাবিয়া রাবণ সুস্থ কৈল বুক।
এখন পাইলে সীতা দুঃখোপরি সুখ।।
মরিয়াছে মেঘনাদ সে মহীরাবণ।
সীতা পেলে সব দুঃখ হয় নিবারণ।।
এত ভাবি দশানন হরষিত হয়।
শ্রীরামেরে উপদেশ বিভীষণ কয়।।
পূর্ব্বের এক কথা প্রভু হইল স্মরণ।
তপস্যা করিনু যবে ভাই তিন জন।।
বর দিতে পদ্মযোনি আইল যখন।
চাহিল অমর বর রাজা দশানন।।
ব্রহ্মা বলিলেন শুন ওহে নিশাচর।
না মাগ অমর বর চাহ অন্য বর।।
দশানন বলে অন্য বর নাহি চাই।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধনে কোন কার্য্য নাই।।
ব্রহ্মা বলে দশানন দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব।।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায়।।
খণ্ড খণ্ড করে যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর।।
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন।
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন।।
হস্ত পদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষ্ণশর।
অস্ত্রঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর।।
অতএব তোরে বলি শুন-দশানন।
কর পদ মুণ্ড ছেদে না হবে মরণ।।
কাটা মুণ্ড জোড়া লাগিবেক তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে।।
মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখন রাবণ তুমি হইবে সংহার।।
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার সে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে।।
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান।।
বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোনমতে।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে।।
তখন মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই।
তোমার এ মৃত্যু-অস্ত্র রাখ তব ঠাঁই।।
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে রাজা দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকিতে কন।।
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি।।
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর একমত কথা কহে মতান্তরে।।
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখনি সে রাবণের হইবে পতন।।
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম ভিতর।।
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে।
কুড়ায়ে শঙ্কর লয়ে অঙ্গে সোড়া দিবে।।
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে।।
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে।।
সে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি।
রাম বলে, না মরিবে লঙ্কা-অধিপতি।।

www.bengaliebook.com

সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন।
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ।।
মন্দোদরীর নিকটে আছয়ে সে বাণ।
সে বাণ আনিলে হয় বিনাশ রাবণ।।
মন্দোদরীর অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান।।
বারণের ভয়ে বাত না বহে পবন।
সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন্ জন।।
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন।।
হনুমান বলে, কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি।।
রাম বলে বহু শ্রম কৈলে বারম্বার।
না হলো রাবণ বধ সকলি অসার।।
হনুমান বলে প্রবু কর আশীর্ব্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ।।
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে।
জাম্ববান সুগ্রীবের পদধূলি লয়ে।।
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ।।
কক্ষতলে পাঁজি পুঁথি ডান হাতে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা যায় গুড়ি গুড়ি।।
লোলিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ।
মলিন হয়েছে মাংস ছাড়ি গণ্ডদেশ।।
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্র গলে।
রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে।।
জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এত বলি রাণীর অগ্রেতে উপনীত।।
পার্ব্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী।
চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী।।
বৃদ্ধ বিপ্র দেখি রাণী পুলকিত মন।
বৈস বৈস বলি দিল রত্ন-সিংহাসন।।
রাণী দিল সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে।।
দ্বিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত।।
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
হউক রাজার জয় করি আশীর্ব্বাদ।।
প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পূর্ব্বাপর।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর।।
মন্দোদরী যে ধন আছে তোমার ঘরে।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে।।
মন্দোদরী বলে, এমন আছয়ে কি ধন।
দ্বিজ বলে দেখিলাম করিয়া গণন।।
জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন মৃত্যু গৃহেতে তোমার।।
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়ে না কহিবে কাহারো গোচর।।
এতেক কহিয়া ছলে উঠে দ্বিজবর।
কহে মন্দোদরী রাণী করি যোড়কর।।
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখিছ করিয়া গণন।।
দ্বিজ বলে, মন্দোদরী কারো না ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা।।
লঙ্কাপুরে যে দ্রব্য আছয়ে যেখানেতে।
বলে দিতে পারি যদি গণি খড়ি পেতে।।
সে সকল কথাতে নাহিক প্রয়োজন।
কহি যে স্থানে আছে গোপনে সেই ধন।।

www.bengaliebook.com

ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে।
প্রকাশিয়া সে কথা না বল কোনমতে।।
বিপ্রের বচনে রাণী হইলা বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয়।।
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে।।
দ্বিজ বলে তুষ্ট হলেম তোমার বচনে।
সাবধানে রেখো যেন কেহ নাহি শুনে।।
ইহা বলি দ্বিজবর চলিল সত্বরে।
পাদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাই ফিরে।।
দ্বিজবর কহে শুন রাণী মন্দোদরী।
যত কহ তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী।।
রেখেছ গোপনে সত্য মিথ্যা কভু নয়।
তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয়।।
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি।।
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কিরূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ।।
মন্দোদরী বলে, দ্বিজ না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে।।
পরম হিতৈষী তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে।।
তব আশীর্ব্বাদের তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে।।
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিক-স্তম্ভ মারি এক লাথি।।
ভাঙ্গিল স্ফটিক-স্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান।।
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে।।
বাণ দিয়া রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম।।

রাবণ বধ

শ্রীরাম বলেন, রাবণ কি ভাবিছ বসে।
মরণ নিকট তোর যুদ্ধ দেহ এসে।।
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার।।
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ।।
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির।
বাণে বাণে নিবারণ কৈলা রঘুবীর।।
শূন্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে।।
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার।
বাণ দেখি দেবগণের লাগে চমৎকার।।
কনক রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্তবেশে।।
পশুপতি বৈসেন বাণের মাঝখানে।
চালনা করেন ঊনপঞ্চাশ পবনে।।
ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর।।
বাণের গর্জ্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর।।
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী।।

www.bengaliebook.com

নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি।
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ ব্রহ্মবাণ পূজি।।
মৃত্যু-অস্ত্র ধনুকে যুড়িলা মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।।
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ।।
চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ।।
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুক বিন্ধি কৈল দুই চির।।
ছটফট্ করে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গমন-মণ্ডলে।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একাত্তর।।
কাণাকাণি যুক্তি করে যত দেবগণ।
কেহ বলে এইবার মরিল রাবণ।।
হস্ত পদ নাহি নাড়ে মরিল নিশ্চয়।
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয়।।
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে।
মনে করি কপট ভাবেতে পড়ে আছে।।
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ।
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন।।
অরিভাবে কার্য্য নাহি, না যাব নিকটে।
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে।।
শিবদূত বিষ্ণুদূত সবে ফিরে যায়।
বেঁচে আছে বলে কেহ নিকটে না যায়।।
মরেছে রাবণ বলে কেহ কেহ হাসে।
বেঁচে আছে বলে কেহ পলায় তরাসে।।
কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার।
দশ মাথা কাটা গেল না হৈল সংহার।।
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্ব্বকালে।
মহাশয়ন করিবে রাবণ রণস্থলে।।
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে।
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে।।
কোন দেব বলে, রাবণের মৃত্যু আছে।
অমর হইতে বর পায় কার কাছে।।
জানিল কাল্মীকি মুনি পুরাণানাসারে।
রাবণ দুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে।।
ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লিখে।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে।।
মুনি মনে জানে রাবণ হইবে দুর্জ্জয়।
প্রকাশিয়ে মৃত্যু-লেখা উপযুক্ত নয়।।
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে।
এবার মরেছে রাবণ সন্দ নাহি তাতে।।
নির্ণয় করিতে নারে যত দেবগণে।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে।।
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন।
শাপেতে রাক্ষসযোনি হয়েছে এখন।।
শরাঘাতে জরজর পড়ে রণস্থলে।
একবার দরশন দিব এইকালে।।
এখনি মরিবে রাজা নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ।।
লক্ষ্মণেরে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান।
সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্যজ্ঞান।।

রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি শিক্ষা

www.bengaliebook.com

এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে।
বলি এক উপদেশ শুন সাবধানে।।
রাজার বংশেতে জন্ম লয়ে দুই ভাই।
চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই।।
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে।
রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে।।
অরণ্যেতে বধিলাম তাড়কা রাক্ষসী।
বিবাহ করিয়া দোঁহে অযোধ্যাতে আসি।।
অভিপ্রায় ছিল যে শিখিতে রাজনীত।
সে আশা নিরাশা হলো বিধি বিড়ম্বিত।।
পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হোল বনে।
বনে বনে চৌদ্দ বর্ষ ফিরি দুইজনে।।
ভল্লুক বানর লয়ে বনে বনে ফিরি।
কে শিখাবে রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি।।
অযোধ্যা-নগরে গিয়া পাব রাজ্যভার।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ-ব্যবহার।।
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম যাব কার কাছে।
অযোধ্যা-নগরে লোক নিন্দা করে পাছে।।
রাবণ প্রবীণ রাজা মান্য করে সবে।
করেছে অধর্ম্ম-কর্ম্ম রাক্ষস-স্বভাবে।।
রাজকীর্ত্তি কর্ম্মে রাবণ অতীব পণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ।।
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুই চারি।।
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে, শাস্ত্রে হেন কয়।।
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
উপনীত হৈল যথা লঙ্কার ঈশ্বর।।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি।
লক্ষ্মণে দেখিয়ে করে সকরুণ স্তুতি।।
দশানন বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এ সময় মোর মাথে দেহ শ্রীচরণ।।
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী।।
অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময়।।
লক্ষ্মণ ঈশ্বর তুমি পরম পণ্ডিত।
পাঠালেন রাম মোরে শুধাইতে নীত।।
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীতি সংসারে রামের অগোচর।।
রাজনীতি আমি বল, কি কব রামেরে।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে।।
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া করি একবার দিন দরশন।।
শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান।।
দয়া করে যদি রাম আসেন এখানে।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে।।
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের অগ্রে আসি সবিশেষ কন।।
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন।।
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে।
উঠিতে না পারে রাবণ বিষম প্রহারে।।
স্তুতি বাক্য কহিলেন আমার সাক্ষাতে।
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে।।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি।
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি।।

উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে। ।
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে।।
রামের সর্ব্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ব্রহ্ম-সনাতন।।
মায়াতে মানবদেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি।।
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম।
আসুরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম।।
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা বিস্মৃতি।।
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর।।
রাম বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান।।
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজধর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত।।
দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃস্বরে বচন।।
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ।।
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে। ।
অলসে রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার।।
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে। ।
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন।।
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা।।
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড।।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে।।
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে।।
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়।।
পূরাব নরকুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে।।
হেলায় রহিল পড়ে না হয় পূরণ।
তার প তব সঙ্গে বাজিল এ রণ।।
কুণ্ড পূরাইতে যবে করিনু মনন।
তখনি পূরালে পূর্ণ হইত সে পণ।।
হেলাতে রাখিনু ফেলে না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার।।
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ-সমুদ্র মাঝে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।।
একদিন মনেতে হইল এক কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা।।

দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণ-সমুদ্র-সলিলেতে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ-সমুদ্রের জল।।
ক্ষীরোদ-সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে।।
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে পাসরি।।
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল।।
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার।।
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হলে শুভকর্ম্ম করিবে তখনি।।
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়।।
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব।।
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে জীবগণ   যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত।।
সকলের শক্তি নহে যাইতে সেথায়।
কেহ কেহ দৈবশক্তি অনুসারে যায়।।
দৈবশক্তিহীন যে বা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে।।
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈবশক্তিহীন তারা যাইতে না পারে।।
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে।।
অনায়াসে যাইতে পার সবে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মে ডেকে।।
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে।।
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ।।
তখনি করিতাম যদি হৈল যবে মনে।
কোন্‌কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে।।
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত।
তার পর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত।।
অতএব শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া সে বাসনা বৃথা হলো।।
শ্রীরাম বলেন, শুন লঙ্কা-অধিপতি।
শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি।।
সুকৃতি কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তর।
পাপকর্ম্ম-পক্ষে কিছু কহ আরবার।।
পাপকর্ম্ম হেলা করে রাখা যে জন্যেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে।।
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি।।
দশানন বলে, তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর।।
পাপকর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ।।
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে।।
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
সূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ।।
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধেতে আমি সীতা আনি হরে।।

www.bengaliebook.com

সূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে।।
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে।।
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে।।
অতএব শীঘ্রগতি হরে আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল আমার সীতার জন্যেতে।।
এক লক্ষ পুত্র মোর সত্তয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিলাম শেষে লঙ্কা-অধিপতি।।
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে।।
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে।।
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি-কথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বায় আইল জড়তা।।
শ্রীচরণ-দৃষ্টি করি প্রাণত্যাগ কৈল।
জয় শব্দ হেনকালে সুরপুরে হৈল।।

বিভীষণের রোদন

আমার আর কেহ নাই ভবে,
ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে,
দারা পুত্র পরিবার কেবা কোথা রবে।।
আসিয়ে শমন-দূত যখন বাঁধিবে।
ওরে ছেড়ে সংসার মায়া,
ভাব মন রাঘবে।। ধ্রু।।
রাবণ পড়িল দেবগণ হরষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা, গন্ধর্ব্বে গায় গীত।।
রাবণ পড়িল রাম কপি পানে চান।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিদ্যমান।।
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনুমান।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়া এক টান।।
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নীল সেনাপতি।
হাতের বলয় লয় নল মহামতি।।
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি গোঁপ আর চুল।।
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
পড়িল রাবণ- রাজা জগতের বৈরী।।
রাম বলে কপিগণ হও এক পাশ।
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ।।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গেতে বিভীষণ।
রাবণ নিকটে তবে গেল ততক্ষণ।।
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়।
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়।।
বিভীষণ তখন রাবণে কৈল কোলে।
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে।।
ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে।
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে।।
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে।।
মরণ করিলে সার, নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা।।
সবংশে সহিত এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান।।
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আমার।
কার তরে দিয়া যাহ লঙ্কা-অধিকার।।

বিভীষণ কহে রাম যুক্তি বল সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোমার অধিকার।।
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতার আনে লঙ্কার ভিতরে।।
চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে।
মরণ সময়ে শিব না চাহিলা ফিরে।।
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানিনু ভায়ের ঘটিল দুর্গতি।।
পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিল জীবন।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ।।
বিভীষণের রোদনে শ্রীরাম দুঃখ- মন।
রাম বলে না কান্দ ধার্ম্মিক বিভীষণ।।
ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার।।
রামের বচনে তবে সম্বরে ক্রন্দন।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ।।

মন্দোদরীর রোদন

একবার বদন তুলে ফিরে চাও হে,
উঠ উঠ লঙ্কা-অধিকারী।
আমার শূন্য হলো লঙ্কাপুরী।।
ওহে ত্যজে শয্যা মনোহর।
কেন ধূলায় ধূসর কলেবর।। ধ্রু।।
অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ।
রণস্থলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন।।
রাবণে বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দ হাজার নারী।
শশধরে যেন তারাগণ আছে ঘেরি।।
সোণার কোমল অঙ্গ ধূলাতে মগন।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ।।
আমার ছাড়িয়া প্রভু যাহ কোন্ স্থানে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে।।
কেন বা আনিলে সীতা এ কালসাপিনী।
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী।।
কি কাজ করিল তব শঙ্কর শঙ্করী।
রাম লক্ষ্মণ সংহারিল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।।
আপদ পড়িলে দেখ কেহ কারো নয়।
সীতার কারণে হলো এতেক প্রলয়।।
শমন হইল তব সূর্পণখা ভগ্নী।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী।।
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর বানরের রণে।।
কারে দিয়া গেলে এ কনক লঙ্কাপুরী।
কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী।।
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে।।
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী।।
বিভীষণ বলে শুন রাণী মন্দোদরী।
আর না বিলাপ কর চল অন্তঃপুরী।।
এত বলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে।
আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে।।
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি।
সভা বিদ্যমানে মোরে মারিলেন লাথি।।
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জানহ আমার।।
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ।

বাড়িল সে মন্দোদরীর দ্বিগুণ ক্রন্দন।।

শ্রীরামের নিকট মন্দোদরীর চিরায়ত্ব বর লাভ

রাবণের মুণ্ড কোলে কান্দে মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনীতে প্রবোধিতে নারি।।
না কান্দ না কান্দ রাণী মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির।।
মন্দোদরী বলে রাজায় মারিল যে জনে।
সেইজনে একবার দেখিব নয়নে।।
মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ।।
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আ-উদর চুলী।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হয়ে উতরোলী।।
কটক বেষ্টিত বসে আছেন শ্রীরাম।
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম।।
সীতাজ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী।
জন্মায়তী হও বলি আশীর্ব্বাদ করি।।
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ।
হেন বর দিলে কেন কমল-লোচন।।
চন্দ্র সূর্য্য সমুদয় পৃথিবী যদি ছাড়ে।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে।।
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিরচিল।।

মন্দোদরীর পরিচয় দান ও চিরায়ত্বের ব্যবস্থা

সংসারে অসীমা, যাঁহার মহিমা,
শুনেছ ময়দানব।
যাঁর মহাশেলে, ত্রিভুবন টলে,
লক্ষ্মণের পরাভব।।
তাঁহার নন্দিনী, রাবণ-ঘরণী,
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ, করিতে দর্শন,
ত্যজিয়া যে অন্তঃপুরী।।
শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয়,
তুমি গোলোকের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী,
কহি যোড় করি হাত।।
দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর,
তারে যে বান্ধিয়া আনি।

যেই ইন্দ্রজিৎ, দেবে মানে ভীত,
আমি যে তার জননী।।
জন্মায়তী করি, বর দিলে হরি,
এ বচন নহে আন।
স্বামী এই মৃত, আমার আয়ত,
কিরূপে কর বিধান।।
তুমি সত্যবাদী, ওহে গুণনিধি,
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতিরে,
কি কথা কহ আপনি।।
সূর্য্য-বংশ-জাত, প্রভু রঘুনাথ,
কহেন হয়ে লজ্জিত।
সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা,
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত।।
শুন মন্দোদরী, যাহ নিজ পুরী,
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে মরে, গেল স্বর্গপুরে,
খণ্ডিল সকল পাপ।।
শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী,
দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
রাবণের চিতা, রহিবে সর্ব্বথা,
চিরকাল রবে আয়তে।।
রহিবেক চিতা, মিথ্যা নহে কথা,
শুন মন্দোদরী রাণী।
আয়ত স্বভাবে, সর্ব্বকাল রবে,
মিথ্যা না হইবে বাণী।।
রামের বচনে, সুখী হয়ে মনে,
গৃহে যায় ততক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গীত, ভাষা সুললিত,

রাবণের সৎকার ও মুক্তি

শ্রীরামের স্থানে বর পেয়ে মন্দোদরী।
প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী।।
রাবণে বধিয়া দুঃখ হইল অপার।
না ধরিব ধনু, রাম কৈলা অঙ্গীকার।।
রাম বলে, বিভীষণ না ভাবিও মনে।
আপনার দোষে মৈল রাজা দশাননে।।
রাবণের অগ্নিকার্য্যে কর বিভীষণ।
আর কেহ নাহি রাজার করিতে তর্পণ।।
ক্রন্দন সম্বর মিতা শুন মম বাণী।
রাবণের তর্পণ তুমি করহ এখনি।।
রামের আজ্ঞায় যায় সংকার করিতে।
নানা দ্রব্য অস্ত্র আনে ভাণ্ডার হইতে।।
অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ আনে ভারে ভার।
সুগন্ধি চন্দন আনে গন্ধ মনোহর।।
পর্ব্বত সমান বীর দুর্জ্জয় শরীর।
রাবণে বহিতে এল সহস্রেক বীর।।
সকল রাক্ষস এসে রাবণেরে ধরে।
পর্ব্বত সমান বীরে তুলিবারে নারে।।
দুর্জ্জয় প্রতাপ হনুমান মহাবীর।
কোলে করে লয়ে গেল সাগরের তীর।।
রাবণেরে স্নান করাইল সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ-বাহু-মূলে।।
দিব্য বস্ত্র পরাইল সোণার পইতে।
সাগরের কূলে খুলে রাবণের চিতে।।
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ।
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ।।
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠ-ভুবন।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন রাবণ-উদ্ধার।।

বিভীষণের অভিষেক

একবার ডাক মন রামনাম বলিয়ে রে।
দেখ এ তিন ভুবনে, সীতানাথ বিনে,
কে আর তারিবে তোমারে।। ধ্রু।।
রণে অবসর পেয়ে কমল-লোচন।
লক্ষ্মণ সহিত গিয়া বসিল তখন।।
ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি।
মাতলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী।।
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার।
তাঁর শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার।।
রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল।
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল।।
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন।।
তুমি হেন মিতা হও জন্ম-জন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে।।
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধু পার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার।।
এক ধার আমার রহিছে শুধিবার।

বিভীষণে নাহি দিলাম লঙ্কা-অধিকার।।
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা-অধিপতি।
চারি যুগে থাকিবে আমার এ সুখ্যাতি।।
আমার বচনে মিত্র কর আগুসার।
বিভীষণে দেহ শীঘ্র লঙ্কা-অধিকার।।
হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর।।
গন্ধর্ব্বে ঔষধি দিক নানা তীর্থ- জল।
লঙ্কা মধ্যে স্ত্রী পুরুষে গাউক মঙ্গল।।
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা।।
নানাবিধ রত্ন ধন যেখানে আছিল।
রাক্ষস বানরে সব বহিয়া আনিল।।
গায়কেতে গীত গায় নাটে করে নাট।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট।।
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ।।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর।।
একলক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল।
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল।।
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া।।
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা।।
ঢেমচা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল।।
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ ত্রিভুবন কম্প।।
বাজিল রাক্ষসী-ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার।।
তুরী ভেরী খঞ্জরী খমক আর বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁসি।।
টিকারা টঙ্কার আর চৌতারা মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ।।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈল নারায়ণ।।
ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী।।
বিভীষণ রাজা হৈল রাজ্যখণ্ড সুখী।
রহিল রামের কীর্ত্তি বিভীষণ সাক্ষী।।
পুনর্ব্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে।
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিও মনে।।
মন্দোদরী দিব তোমায় মম অঙ্গীকার।
রাজ-স্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার।।
অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ।
রাণী মন্দোদরী তোমায় দিলাম এখন।।
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ।।

সীতাকে রাবণের নিধন বার্ত্তা জ্ঞাপন ও সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ

পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমানে।।

www.bengaliebook.com

সীতারে আনিতে যায় পবন-নন্দন।
হনুরে প্রণাম করে নিশাচরগণ।।
সবে বলে আচম্বিতে এলো হনুমান।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ।।
এই কথা নিশাচরে ভাবে মনে মন।
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন।।
সীতারে দেখিয়া হনু নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা।।
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে যে তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপোপ।।
রাম পাঠাইলেন আমারে তব পাশ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস।।
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী।।
হনুমান বলে মাতা কি ভাবিছ মনে।
শুভ কথার উত্তর না দেহ কি কারণে।।
সীতা কহে যে বার্ত্তা কহিলে হনুমান।
নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান।।
যদ্যপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী।
তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি।।
হনু বলে, রাজ্য ধনে নাহি প্রয়োজন।
রাজ্য ধন সব মাতা তব শ্রীচরণ।।
তবে যদি দান দিবে সীতা ঠাকুরাণী।
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননী।।
তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী।
আমার সাক্ষাতে তোমায় উঠাইত বাড়ি।।
করিয়াছে তোমার দুর্গতি অপমান।
এ সবার প্রাণ লব এই মাগি দান।।
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়ি গোছে গোছে।
আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে।।
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশান।
তাতে মুখ ঘসাড়িয়া লইব পরাণ।।
শুনিয়া হনুর বাক্য যত চেড়ীগণ।
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ।।
চেড়ী সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী।
হনুমান প্রাণ লয় রাখ গো আপনি।।
জানকী বলেন তুমি বিচারে পণ্ডিত।
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত।।
মহাবীর হনু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি।।
যতদিন ছিল চেড়ী রাবণের ঘরে।
তাহার আজ্ঞায় দুঃখ দিয়াছে আমারে।।
এখন সে সবংশেতে মরিল দশানন।
চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন।।
কহিবে আমার দুঃখ শ্রীরামের স্থানে।
প্রণাম করিব গিয়া রামের চরণে।।
চলিলেন হনুমান সীতার বচনে।
কহিল সকল কথা শ্রীরামের স্থানে।।
যে সীতার লাগিয়া করিলে মহামার।
সে সীতার হইয়াছে অস্থি চর্ম্মসার।।
চেড়ীর তাড়নে সীতার কণ্ঠাগত প্রাণ।
তবু রাম বিনা তাঁর মনে নাহি আন।।
এত যদি কহিলেন পবন-নন্দন।
শ্রীরাম বলেন সীতায় আনে কোন্ জন।।
এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল বিভীষণে।।
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে।
মাথা নোঙাইল গিয়া সীতার চরণে।।

www.bengaliebook.com

বিভীষণ বলে মাতা করি নিবেদন।
তোমারে যাইতে হৈল রাম- দরশন।।
আনিল সুবর্ণ দোলা রতনে মণ্ডিত।
সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত।।
বিভীষণ বলে শুন জনক-নন্দিনী।
সুবর্ণ-দোলাতে আসি উঠহ আপনি।।
পর-রত্ন-আভরণ যেবা লয় চিতে।
রাম-দরশনে মাতা চলহ।।
মরিল রাবণ তব দুঃখ হৈল শেষ।
রাম-সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ।।
স্নান করি পর মাতা বিচিত্র বসনে।
সোনার দোলায় চল রাম-সম্ভাষণে।।
সীতা বলে কিবা স্নান কিবা মোর বেশ।
অশোকের বনে কাটাইনু দুঃখ শেষ।।
বিভীষণ বলে কথা কহিলে প্রমাণ।
কেমনে এ বেশে যাবে রাম বিদ্যমান।।
বিভীষণের পরিবার সরমা সুন্দরী।
স্নান-দ্রব্য লয়ে সবে এল ত্বরা করি।।
সিংহাসনে বসাইল সীতা চন্দ্রমুখী।
কেহ তৈল দেয় গায়ে কেহ আমলকী।।
পিঠালি মাখায়ে কেহ অঙ্গে তুলে মলি।
রত্নের কলসে কেহ শিরে জল ঢালি।।
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরান বস্ত্র যতেক সুন্দরী।।
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজলি।
কনক রচিত সীতা পরেন পাশুলি।।
রত্নেতে জড়িত বান্ধে বিচিত্র কবরী।
নানা চিত্রলেখা তাহে আছে সারি সারি।।
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত।
নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।।
অঙ্গরাগ সিন্দূর দিলেক ভালে অঙ্গে।
গলেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাই।
যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই।।
লুকাইতে চাহে রূপ না হয় গোপন।
জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন।।
রত্নময় চতুর্দ্দোল যোগাইল আনি।
সানন্দে বসিলা তাহে জনক-নন্দিনী।।
ঘেরিলেক চতুর্দ্দোলা নেতের বসনে।
যাত্রা কৈলা সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে।।
যতনে পাতিল পথে নেতের পাছড়া।
রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া।।
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি।
পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আসি।।
রাক্ষস বানরেতে বেষ্টিত চারিভিতে।
বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ-বেত হাতে।।
যতেক বানর-সেনা চারিভিতে ঘেরে।
পরস্পর দ্বন্দ্ব সীতা দেখিবার তরে।।
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর।
যতেক লঙ্কার নারী হইলা বাহির।।
বাল বৃদ্ধ যুবতী লঙ্কার যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল।।
না সম্বরে অম্বর ধাইয়া যায় রড়ে।
বৃদ্ধ জন দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে।।
শোককুলে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী।
দ্রুতগতি ধেয়ে চলে লজ্জা পরিহরি।।
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলুলিত চুলে।।

www.bengaliebook.com

মন্দোদরী বলে শুন জনক-নন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।।
পুরীসহ বিনাশ করিয়া কোপগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে।।
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।।
যদি সতী হই, থাকে পতি প্রতি মন।
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন।।
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি।।
কিছুদূর থাকিতে না যায় চতুর্দ্দোল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল।।
কনক রচিত সীতার শ্রবণকুণ্ডল।
লেগেছে তাহার ছায়া গগন মণ্ডল।।
নানা বনপুষ্পমালা আমোদিত গন্ধে।
কনক রচিত দোলা করে আনে স্কন্ধে।।
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে।।
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে।।
সুখেতে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে।
এককালে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে।।
তোমারে দেখিবে রাম অশুভ-নয়নে।
আমাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে।।
কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে।
রাম-সম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে।।
বাহির হইল দোলা লঙ্কাপুর-গড়ে।
নেতের বসনে দোলা লয়েছেন বেড়ে।।
দুই ঠাটে হুড়াহুড়ি হৈল ঠেলাঠেলি।
বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দ্দোলী।।
রাজা হয়ে বিভীষণ ভূমে বহে বাট।
কটকের চাপ দেখি হাতে নিল ছাট।।
ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি।
চারিদিকে পড়ে ছাট লাগে চটচটি।।
ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে।।
পরিশ্রমে বিভীষণ ঘন বহে শ্বাস।
বহুকষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ।।
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর।।
বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ।
নিকটেতে জাম্ববান যোড়হস্তে রন।।
পথ বাহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি।
ছাট মারি বিভীষণ মধ্যে করে গলি।।
কটকের দুঃখে রাম কোপ হৈল মনে।
কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে।।
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি।।
কেন ঘেরিয়াছ দোলা আমিত না জানি।
কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি।।
দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও ঝঞ্ঝাট।।
ঘুচাও দোলার বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাট।
দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও ঝঞ্ঝাট।।
যারে উদ্ধারিলাম দেখুক সর্ব্বলোকে।
সতী যে হইবে সে রাখিবে আপনাকে।।
বুঝিলেন হনুমান শ্রীরামের মন।
সীতার পরীক্ষা হেতু হয়েছে মনন।।
দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ।

www.bengaliebook.com

পরীক্ষা করেন কিম্বা দেন বিসর্জ্জন।।
ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ।
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ।।
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন অবনী-মণ্ডলে। ।
সীমন্তে সিন্দূর-চিহ্ন রঙ্গ বড় লাগে।
চন্দন তিলক শোভে কপালের ভাগে।।
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর।
পক্ব বিম্বফল জিনি অতি শোভাকর।।
নানা রত্ন পরিধান রূপে নাহি সীমা।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা।।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগনে।
মূর্চ্ছিত হইল সবে সীতা দরশনে।।
জানকীরে দেখে যেই সে হয় মূর্চ্ছিত।
অন্যের কি কব কথা দেবতা বিস্মিত।।
কেহ ভাবে আইলেন আপনি শঙ্করী।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি।।
অন্যে বলে ত্যজিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল।
লক্ষ্মী অবতীর্ণা বুঝি দেখিতে ভূতল।।
কেহ ভাবে আপনি সাবিত্রী মূর্ত্তিমতি।
কেহ বলে বশিষ্ঠ-গৃহিণী অরুন্ধতী।।
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে।
অন্য লোকে কত তর্ক করে রণস্থলে। ।
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা।
বসুন্ধরা-সুতা সীতা কৃশা কলেবরা।।
উপস্থিত হইলেন সভা বিদ্যমান।
হেরিয়া হরিষে সবে হয় হতজ্ঞান।।
রামের চরণ সীতা করে নমস্কার।
করিলেন লক্ষ্মণে বাৎসল্য ব্যবহার।।
করপুটে সীতা রহিলেন সভা-স্থানে।
লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে।।

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ বিষাদে।
সতী স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে।।
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়।
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়।।
বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর।।
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস।।
সূর্য্যবংশে জন্ম, দশরথের নন্দন।
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন। ।
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে।।
এই দেখ সুগ্রীব বানর-অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি।।
লঙ্কার ভূপতি এই বীর বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন।।
ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া তাহাদের ঠাঁই।।
যথা তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে।।
থাকিতে রাক্ষস-ঘরে না হত উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ গাহিত আমার।।

www.bengaliebook.com

ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
মেলানি দিলাম এবে সভার ভিতরে।।
যতেক বলেন শ্রীরাম তারে রুক্ষ-বাণী।
রোদন করেন তত শ্রীরামের ঘরণী।।
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন।।
জনক-রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে তুমি মম প্রতি।।
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি।।
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ-ছাওয়ালে।।
সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ।।
হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন।।
বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ।।
কটক পাইল দুঃখ সাগর বন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে যে রণে।।
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথায় জীবন।।
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে।।
বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান।
সভা বিদ্যমানে কর এত অপমান।।
কৃপা করি লক্ষ্মণ করহ এ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ।।
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি।।
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে থাক্ লাজ।।
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর-কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড।।
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ করেন তাতে শ্রীরাম-মহিষী।।
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন।।
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে।।
শুন দেব বৈশ্বানর, তুমি সর্ব্ব আগে।
পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে।।
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব ঠাঁই পাব অব্যাহতি।।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
সীতা সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ।।
অগ্নিতে প্রবিষ্ট মাত্র রামের মহিষী।
ঢালিয়া দিলেক তাহে ঘৃতের কলসী।।
অগ্নি ঘৃত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে।
কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে।।
কুণ্ডমধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি।
শ্রীরামের ঝরিতে লাগিল দুটি আঁখি।।
দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।।
কি করি লক্ষ্মণ ভাই, সীতার কি হৈল।
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল।।
সীতার বিহনে ভাই সকলি অসার।
অযোধ্যার ছত্রদণ্ড না ধরিব আর।।

অগ্নি হৈতে উঠ সীতে জনক-কুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি।।
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুঃখ।
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদমুখ।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানা দেশে।
সব দুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে।।
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ডধর।
কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের সোসর।।
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈলা ছারখার।।
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন।।
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর।।
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্ববান সুষেণ যে বালিব কোঙর।।
হনুমান বলে কেন কান্দে হে লক্ষ্মণ।
আমি জানি সীতার যে নাহিক মরণ।।
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কান্দে না কান্দ সীতা পাইবে এখন।।
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা-গীত গান কৃত্তিবাস।।

শ্রীরামচন্দ্রের সীতা গ্রহণ

কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন।
ধাইয়া আইলা ব্রহ্মা আদি দেবগণ।।
কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর।
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর।।
হস্ত তুলি কন ব্রহ্মা শ্রীরামের ডাকি।
কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলা জানকী।।
সীতাদেবী না মরেন অগ্নিতে পুড়িয়া।
এখনি পাইবে সীতা কান্দ কি লাগিয়া।।
দেবের ঠাকুর তুমি সাংসারের সার।
সামান্য মানুষ হেন কর ব্যবহার।।
তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ।
সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং নারায়ণ।।
শ্রীরাম বলেন মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম।।
বিরিঞ্চি বলেন, রাম বলি সারোদ্ধার।
তব অবতারে প্রভু কৌতুক অপার।।
মৎস্য-অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার।
কূর্ম্ম-অবতারে তুমি স্থাপিলে সংসার।।
তৃতীয় অবতারে বরাহ-রূপ ধরি।
বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন উপরি।।
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্য মহাবল।
স্বর্গ আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তাহার ভয়ে কাঁপে।
তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহরূপে।।
হইলে বামন বেশ পঞ্চমাবতারে।
বলিকে ছলিয়া দ্বারী হইলে তার দ্বারে।।
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈলা ভৃগুপতি।
একবিংশবার নিঃক্ষত্র কলৈ বসুমতী।।
সপ্তমেতে রামরূপ হৈয়া নারায়ণ।
বধিয়া রাবণে রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন।।
ধনুর্দ্ধারী রূপে রাম ধনু ধরি হাতে।
দলিলা রাক্ষসগণে তাহার আঘাতে।।

যত যত অবতার অংশরূপ ধরি।
রাম-অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি।।
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার।
সবংশে রাবণে তুমি করিলে সংহার।।
যত যত ক্ষত্রিয় আছিল ভূমণ্ডল।
সবার অধিক রাম তুমি ধর বল।।
না মরিত দশানন অন্য কারো বাণে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িলা রাম এই সে কারণে।।
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।।
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার।
ইহ পরলোকে তার হইবে উদ্ধার।।
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকপতি।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।।
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ।
মানুষের কর্ম্ম কর কেন নারায়ণ।।
না শুনেন ব্রহ্মার সে প্রবোধ বচন।
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।।
ব্রহ্মা বলিলেন অগ্নি উঠহ সত্বর।
সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর।।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর।
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর।।
আকাশ পাতাল যুড়ি অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে।।
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন তেমনি আছে গাত্রবস্ত্রখানি।।
মস্তকেতে পঞ্চফুল সেহ না আওরে।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে।।
অগ্নি বলিলেন আমি পাপ পুণ্য সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি।।
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ।।
আজি হতে রাম মোর সফল জীবন।
করিলাম আজি আমি সীতা পরশন।।
বলি রাম, সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্য দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ।।
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র।।
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করিলা তখন।।

দশরতের শ্রীরাম-সম্ভাষণ ও ভরতের প্রতি বরদান

বিরিঞ্চি বলেন রাম যে করিলা কাম।
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সমাজ।।
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ।
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন।।
তোমা লাগি ভরত শত্রুঘ্ন প্রাণ ধরে।
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে।।
নানা যজ্ঞ করহ, করহ নানা দান।
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান।।
দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে।
মৃত পিতা এসেছেন তোমা সম্ভাষণে।।
পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব্ব দর্শন।
দুই ভাই কর পিতৃ-চরণ বন্দন।।
দেব-রথারূঢ় রাজা দেব-বেশধারী।
করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি।।

পুত্রবধূ শ্বশুরের বন্দেন চরণ।
রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন।।
দগ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ী-বচনে।
প্রাণ ছাড়িলাম রাম তোমা অদর্শনে।।
পিতা উদ্ধারিল যেন অষ্টাবক্র ঋষি।
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে আমি বসি।।
দেবগণ যুক্তি করে সব আমি শুনি।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি।।
লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ।
রামের যেমন সেবা করিছে লক্ষ্মণ।।
সফল হইবে অযোধ্যার পুরজন।
তুমি রাজা হয়ে সবা করিবে পালন।।
জানকীর চরিত্রে আমার চমৎকার।
শুদ্ধা হয়ে করিলেন কুলের উদ্ধার।।
ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের সোসর।
আমা তুল্য তাহাকে পালিবে বহুতর।।
বলিল তোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন।
মাতা পুত্রে দুইজনে করেছি বর্জ্জন।।
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ।
কৃতাঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তার মত।।
মম দুঃখে ভরত যে হয়েছে দুঃখিত।
তারে তব আর বর্জ্জন না হয় উচিত।।
ভরতেরে বর দেহ দেব বিদ্যমান।
তাহাতে হেইব তৃপ্ত জুড়াইবে প্রাণ।।
রামের বচনে রাজা করেন বিধান।
ভরতের শ্রদ্ধা মম অমৃত সমান।।
ভরতেরে বরদান দেবগণ শুনে।
আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ লক্ষ্মণে।।
করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার।
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার।।
বলেন সীতার প্রতি প্রবোধ বচন।
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন।।
দশ মাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে।
তেঁই সে তোমারে রাম দেশে নিতে নারে।।
হইলে গো অগ্নিশুদ্ধা দেবলোকে জানে।
শ্রীরামের সহ যাহ আপনার স্থানে।।
যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ ঘুচিবেক হইবে পবিত্র।।
দেবরথে চড়ি রাজা দেববেশ ধরি।
পুত্রবধূ সান্ত্বাইয়া যান স্বর্গপুরী।।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বানরগণের জীবন দান

হইল রাক্ষস ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর।
বলিলেন রামচন্দ্রে তুমি মাগ বর।।
দেবে রক্ষা করিলে মারিয়া দশানন।
বর মাগ ব্যর্থ রাম না হবে বচন।।
শ্রীরাম বলেন ইন্দ্র যদি দিবে বর।
তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর।।
ধন জন না দিলাম নহে ভূমি গাঁথি।
এড়িয়া স্ত্রী-পুত্র এল আমার সংহতি।।
হৃতা সীতা পাইলাম হইলাম সুখী।
বানরের ভার্য্যা পুত্র কেন হবে দুঃখী।।
এত যদি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাথ।
বলিছেন পুরন্দর যোড় করি হাত।।
ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
মারিয়া জীয়াতে পার এ তিন ভুবন।।

www.bengaliebook.com

তুমি জান আপনা তোমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তব নাম জপে যে।।
আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন।
রূপে বেশে সবে হউক দেবতা সমান।।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত-সঞ্চারে।
সুধাবৃষ্টি হয় মৃত বানর উপরে।।
কাটা হাত কাটা পা সব লাগে জোড়া।
চারি দ্বারে উঠে সৈন্য দিয়া গাত্র মোড়া।।
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে।
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে। ।
কুম্ভকর্ণে মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে।
ইন্দ্রজিতা মার বলি কেহ ডাক পাড়ে।।
দেবান্তক নরান্তক আর যে ত্রিশিরা।
রাবণেরে মার ঝাট পরনারী-চোরা।।
উন্মত্ত পাগল সবে হয়ে রণস্থলে।
ইষ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরে কোলে।।
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম।
হইল রাক্ষস নাশ শত্রুজয়ী রাম।।
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী।
দেবগণ দেখ হেথা, এই স্বর্গপুরী। ।
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর।
মাথা নোঙাইল গিয়া রামের গোচর।।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।
মরিয়া প্রসাদে তব পাই প্রাণদান। ।
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে।
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে।।
মরিল বানর যত পেল প্রাণদান।
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব-বিদ্যমান।।
রাম বলে দেবরাজ জিজ্ঞাসি তোমারে।
এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে।।
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
পড়িল উভয় সেনা রাক্ষস বানর।।
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর।
প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর। ।
উভয় সৈন্যেতে হৈল সুধা বরিষণ।
বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন।।
অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব স্থানে।
প্রাণদান রাক্ষসে না পেলে কি কারণে।।
ইন্দ্র বলে রাক্ষসে না পাইল জীবন।
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমল-লোচন।।
রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে।।
রামে মার শব্দ করি মরেছে রাক্ষস।
রামনাম করে মরি গেছে স্বর্গবাস। ।
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার।
অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার।।
মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম-গুণে।
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে।।
ইন্দ্র বলিলেন যাহ সবে নিজ বাস।
এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ।।
চৌদ্দবর্ষ বনে দশমাস উপবাস।
শ্রীরাম জানকী দোঁহে হউক সম্ভাষ।।
অবিশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম।
বিশ্রাম করহ রাম যাই স্বর্গধাম। ।
শ্রীরামকে সীতারে করিয়া সমর্পণ।
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন।।
যখন যে কর্ম্ম বভীষণ তাহা জানে।
এগারশত বৃহন্দে নেতের কাপড় টানে।।

www.bengaliebook.com

কাঞ্চন-নির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন।
রত্নসিংহাসনে পাতে নেতের বসন।।
উপরে চাঁদোয়া দোলে খাটে শোভে তুলি।
ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজলী।।
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারিভিত।
পারিজাত-পুষ্প করে গন্ধে আমোদিত।।
বিশ্বব্যপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে।
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে।।
বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরী।
আওয়াসের বাহিরে বানর সারি সারি।।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার।
সীতা সহ রাম প্রবেশের সে আগার।।
শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি।।
রাম সীতা দুই জনে বসি সিংহাসনে।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরিয়া বিষণ্ন দুই জনে।।
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তোমার বিচ্ছেদে।
যে দুঃখ পেয়েছি সে কহিতে মরি খেদে।।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন।
তোমার বিহনে দেখি শূন্য ত্রিভুবন।।
দশ মাস তোমার বদন অদর্শনে।
অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম মানি মনে।।
সুধাকরে জ্ঞান করিতাম দিবাকর।
তাপ ভয়ে না হইতাম তাহার গোচর।।
ভ্রমর ঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী।।
সাগর বন্ধন করি পাইব জানকী।
এ আশায় প্রাণ আছে নতুবা থাকে কি।।
পূর্ব্বে যত দুঃখ পাইলেন দেবী সীতা।
রামেরে কহেন সীতা হয়ে হর্ষান্বিতা।।
উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল।
পরস্পর আলাপে সকল দুঃখ গেল।।
প্রভাত হইল নিশা উদিত ভাস্কর।
একে একে সবে গেল রামের গোচর।।
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ।
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ।।
বহুকাল অনাহার বহু পর্য্যটন।
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন।।
করুক তোমার পরিচর্য্য দাসীগণ।
আনুক কস্তূরী আর সুগন্ধি চন্দন।।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম-তনু হয়েছে সমল।
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল।।
সহস্র যুবতী কন্যা আছে মম পাশ।
করিয়া তোমার সেবা পূরাউক আশ।।
শ্রীরাম বলেন, ওহে রাক্ষসাধিপতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি।।
লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম্মময়।
পরনারী চোর তুমি মম মনে লয়।।
পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শসুখ দূরে থাক না চাই নয়নে।।
কোটি কোটি দেবকন্যা এক ঠাঁই করি।
সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী।।
রাজকূলে জন্মিয়া ভরত ভাই সুখী।
কেবল আমার দুঃখে হয়ে আছে দুঃখী।।
হেন ভরতেরে যদি করি আলিঙ্গন।
তবে স পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন।।
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম বনে বহুতর।
তরিলাম বহু নদ নদী ও সাগর।।

চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি কর, যেন ঝাট যাই দেশে।।
বিভীষণ বলে প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ।
একদিন মধ্যে তুমি যাবে নিজদেশ।।
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
একদিনে তোমারে লইবে নিজ ধাম।।
এক দান চাহি আমি বিতর সম্প্রতি।
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি।।
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন।।
শ্রীরাম বলেন প্রীত হইনু তোমারে।
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে।।
আহার না করে যারা মরণ না গণে।
হেন বানরের প্রীতি ভালবাসি মনে।।
সুগন্ধি চন্দন বানরে দেহ দান।
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান।।
বানর-প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণে।
নানা সুখে স্নান করাইল কপিগণে।।
স্বর্ণখাটে বানর বসিলা সারি সারি।
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল বিদ্যাধরী।।
দেব দানবের কন্যা গন্ধর্ব্ব রূপসী।
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি।।
কঙ্কন ঝঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ।।
দিব্য নারায়ণ তৈল সুগন্ধি চন্দন।
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন।।
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ।।
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে ভার।।
অপূর্ব্ব সে ভক্ষ্য-দ্রব্য দিব্যনারী তায়।
স্বর্ণথালে পরিবেষে বানরেরা খায়।।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি।
ক্ষীর-লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি।।
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ-গাড়ু।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাললাড়ু।।
ঝাললাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ।
বাপ না মরিলে যেন পাইলেক মোহ।।
গলা আঁচড়ায় কেহ কেহ করে থো থো।
বুড়া বুড়া কপি বলে হাত বাড়িয়ে থো।।
সোণার ডাবরে তারা করে আচমন।
রতন বাটায় করে তাম্বুল ভক্ষণ।।
রত্নাসিংহাসনে তারা করিল শয়ন।
পদসেবা করিতে আইল-কন্যাগণ।।
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যা মেলে।
দশ দশ দিব্য নারী প্রত্যেকের কোলে।।
রাবণ হরিয়াছিল যতেক নাগরী।
কালবশে তারা শেষে বানরের নারী।।
সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচর পুরে।
নিশা না প্রভাত হয় ভাবিছে অন্তরে।।
সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ।
পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখে উদিত তপন।।
আইল বানরগণ রামের গোচর।
প্রণাম করিয়া কহে শুন রঘুবর।।
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে।
সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে।।

www.bengaliebook.com

যে সুখে ছিলাম কল্য করি নিবেদন।
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ।।
কন্যাগুলা লয়ে করি দেশেতে গমন।
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন।।
আজ্ঞা কর লঙ্কায় আর থাকি দুই মাস।
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস।।
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কন্যাদান দিয়া তুমি তোষ কপিগণ।।
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হলে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
নানা রত্ন দিল আর গজমুক্তাগণ।।
বসন ভূষণ কত দিলেক মাণিক।
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক।।
নানা দ্রব্যে করাইল বানরে সম্মান।
সমান বয়স বেশ কন্যা করে দান।।
অন্য দানে নাহি মানে আনন্দ তেমন।
কন্যাদানে যেমন হরিষ কপিগণ।।
একেক বানরে পাইল দশ দশ নারী।
নিবেদন করে প্রভু দেশে যাত্রা করি।।

শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশ যাত্রা

আনিল পুষ্পক-রথ দেব-অধিষ্ঠান।
তদুপরি আছে যে কুঠরি স্থানে স্থান।।
রথ দশ যোজন থাকয়ে সর্ব্বক্ষণ।
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি যোজন।।
পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস যোড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে।।
চড়েন পুষ্পকে রাম সীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে।।
সুমিত্রা-নন্দন বীর চড়িলেন তাতে।
একপাশে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যগণ।
প্রসন্ন-বদনে রাম কহেন বচন।।
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি।
গুণে বিভীষণের দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি।।
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ যে করিল হনুমান।।
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার।
মেলানি মাগিলাম আমি করি পরিহার।।
রাক্ষসে বানরে রাম দিলেন মেলানি।
ছল ছল করিয়া পড়িছে চক্ষে পানি।।
যোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে।
শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে।।
কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত।
চারি ভাই তোমরা দেখিব একসাথ।।
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান।
বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান।।
শ্রীরাম বলেন শুনি এ বড় আনন্দ।
অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ স্বচ্ছন্দ।।
দেশে তোমা সবার যাইতে নাই চিতে।
যে যাবে সে চড় এস পুষ্পক-রথেতে।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাক্ষস বানর।
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর।।
রথোপরি আওয়াস দিব্য বাড়ী বেড়া।
একেক বানর করে দশ বাড়ী যোড়া।।

www.bengaliebook.com

যেই কপি পাইয়াছে দশ দশ নারী।
সেই কপি যোড়ে গিয়া দশ দশ বাড়ী।।
বনে ডালে বেড়াইত যারা যূথে যূথে।
দেবকন্যা লইয়া চড়িল গিয়া রথে।।
তিনকোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।
রথের এক কোণে গিয়া রহিল তখন।।
চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর।
এতেক চড়িল গিয়া রথের উপর।।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজদেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেতু ভঙ্গ

বস্ত্র দিয়া ঘর এক চারিদিক ঘিরি।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরাম-সুন্দরী।।
শ্বেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি।
রথে আনি জুড়িলেক করি পাঁতি পাঁতি।।
লইয়া পুষ্পক-রথ রাজহংস উড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেতে পড়ে।।
পবন-গমনে রথ যায় যথা যথা।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা। ।
উঠিল পুষ্পক-রথ গগন-মণ্ডল।
সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল।।
রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভালমতে।
রাঙ্গা হৈল বানর ও রাক্ষস-শোণিতে।।
এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্টজন।
ইন্দ্রজিৎ এখানে পড়িল করি রণ।।
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে।
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে।।
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ঔষধ আনিল হনু সুষেণের বোলে।।
পড়িল রাবণ হেথা জগাতের বৈরী।
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী।।
দেখ সীতা সাগরের কল্লোল বিধান।
মম পূর্ব্ব পুরুষের সাগর নির্ম্মাণ।।
তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিনু জাঙ্গাল।
উপরে পাথর, হেঁটে তমাল পিয়াল।।
জানকী বলে, প্রভু কমললোচন।
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলে গমন।।
রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন।
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন।।
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার।।
রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী।
পাতালে থাকিয়া তাহা সাগর দেব শুনি।।
উঠিয়া কহেন যোড় করি দুই হাত।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ।।
আমারে বান্ধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার।।
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্ জন।।
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে।।
ঘনুহুলে তিনখানি পাথর খসায়।
করি দশ যোজন একেক পথ হয়।।
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে।।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার। অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার।।

শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন।।
শিবপূজা করিতে রামের লাগে মন।
বুঝিয়া পুষ্পকরথ নামিল তখন।।
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেন কুসুম চন্দন।।
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি।।
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম।।
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতূহলে।
রাম সীতা দুই জনে স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে।।
চতুর্দ্দোলে দ্বারী মাত্র রহেন লক্ষ্মণ।
রাম সীতা দোঁহে হয় কথোপকথন।।
দৃষ্টি কর জানকী, সমুদ্রতীর হেথা।
ঘর সাজাইলাম যে দিয়া লতা পাতা।।
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি।
একেক যোজন পথ ঘর একখানি।।
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন।।
কিষ্কিন্ধ্যার দেখ এই গাছের ময়ালি।
সুগ্রীব হইল মিত্র, হেথা মারি বালি।।
ঋষ্যমূক-পর্ব্বত যে অত্যুচ্চ শিখর।
সুগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর।।
সীতা বলিলেন, রাম কমললোচন।
এ পর্ব্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন।।
বস্ত্র ছিঁড়ি ফেলিলাম গাত্র- আভরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি করিনু ক্রন্দন।।
লতা পাতা ধরি আমি রহিবার মনে।
ছাড় ছাড় বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে।।
শ্রীরাম বলেন নাহি কহ সে বচন।
তোমারে হরিয়া তার হইল মরণ।।
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু।
তব কেশে ধরিয়া সে হইল অল্পায়ু।।
পম্পা-সরোবর সীতা কর নিরীক্ষণ।
ছিলেন ইহার কুলে মতঙ্গ ব্রাহ্মণ।।
স্নাবস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষ-ডালে।
হইল সহস্র বর্ষ তবু নাহি গলে।।
মরিল কবন্ধ হেথা ঘোর দরশন।
যাহার একেক হাত একেক যোজন।।
জটায়ু-পক্ষীর স্থান দেখহ জানকী।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী।।
প্রমোদিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ।
এই ঘর হইতে তোমায় হরিল রাবণ।।
তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ।
এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস।।
হের আর রণস্থলী দেখহ সুন্দরী।
সহস্র রাক্ষসে খর দূষণেরে মারি।।
অগস্ত্য-মুনির স্থান দেখ পঞ্চবটী।
যথা সূর্পণখার নাসিকা কান কাটি।।
ঐ দেখ মুনিপাড়া শরভঙ্গ- ঘর।
যথা ধনুর্ব্বাণ মোরে দিলা পুরন্দর।।

www.bengaliebook.com

অত্রি-মুনির বাড়ী সীতা নহে বহু দূর।
যেখানে পরিলা তুমি সুন্দর সিন্দুর।।
কুন্তী-নদী-তীর এই কর প্রণিধান।
করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান।।
হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচর।
শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপর।।
চিত্রকূট গিরি সীতা ঐ দেখা যায়।
ভরত আইল যথা লইতে আমায়।।
ভরত বশিষ্ঠ এল কুল-পুরোহিত।
ভরত বিনয় করিলেন যথোচিত।।
শুনিলে ভরত-বাক্য পিতৃসত্য নড়ে।
কার্য্যসিদ্ধি হইলে সকল মনে পড়ে।।
শৃঙ্গবের পুর ঐ গাছের ময়াল।
যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল।।
নন্দীগ্রাম দেখ সীতা গাছের ময়ালী।
যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী।।
নন্দীগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী।
রথে থাকি দেখে তারা দিয়া উকিঝুকি।।
নন্দীগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ।
সবে বলে প্রভু আজি যাব বুঝি দেশ।।
শ্রীরাম বলেন হেথা মুনি ভরদ্বাজ।
তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ।।
বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন।
বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন।।
মুনি-তপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ।
দেখিলেন সর্ব্বত্র সকল সন্নিবেশ।।
মুনির চরণে রাম করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি শুভ সমাচার।।
বহুকাল বনবাসী না জানি কুশল।
কহ আগে ভরতের রাজা বলাবল।।
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী।
কে কেমন আছেন তা কিছুই না জানি।।
মুনি বলে রাম তুমি না হও উতরোল।
সকলে আছেন ভাল এসে দেহ কোল।।
মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে।
দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে।।
রাজকর্ম্মে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী।
চারিযুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি।।
চতুর্দ্দোল সিংহাসন ছাড়ি খাট পাট।
হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট।।
গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে।
অগুরু চন্দন চূয়া না মাখে শরীরে।।
ভরত হইয়া রাজা নহে রাজভোগী।
মুনি-ব্যবহার করে যেন মহাযোগী।।
রত্ন-সিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি।
তোমার পাদুকা রাখি ধরে দণ্ড ছাতি।।
পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদে লয়ে থাকে রাজকর্ম্মে।।
দেয়ান সারিয়া যবে ভরত ঘরে যায়।
তব পাদুকার ঠাঁই মাগয়ে বিদায়।।
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
আগ্রহ হইল তাঁর করিতে সম্ভাষ।।
মুনি বলে, শ্রীরাম আইলা নিকেতন।
তব দরশনে মম সফল জীবন।।
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুপ্রীতি ফলে।
সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের ফলে।।
রামরূপে শ্রীহরি আইলে মম পাশ।
কি করিব প্রার্থনা এথাই স্বর্গবাস।।

www.bengaliebook.com

যত দুঃখ পেলে রাম দণ্ডক-কাননে।
ততোধিক দুঃখ রাম সীতার হরণে।।
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলে মারিয়া রাবণে।।
তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার।
যে কর্ম্মের কারণে তোমার অবতার।।
সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধ্যানে।
এই ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে।।
যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে।
ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আচারে।।
তোমার প্রসাদে দরিদ্র নহে এই মুনি।
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইব সত্তর অক্ষৌহিণী।।
দিব্য আওয়াস দিব, দিব্য দিব বাসা।
ভালমতে করিব যে সৈন্যের সম্ভাষা।।
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী।
রজনী প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি।।
শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি হেথা থাকি, কালি দেশেতে গমন।।
বানরের ভক্ষ্য-বস্তু ফল সে কেবল।
তপোবৃক্ষে তোমার ফলয়ে নানা ফল।।
এই দেশে যত আছে কাঁটাল রসাল।
অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে ডাল।।
শুষ্ক-বৃক্ষ মঞ্জরুক ফল ফুল পাতে।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে।।
নিন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়।
পথে যেন বানরেরা হাতে ফল পায়।।
যত বার চান রাম তত দেন ঋষি।
আলাপে উভয়ে মন উভয়েতে তুষি।।
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে বিশ্বকর্ম্মা হন আগুয়ান।।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইলা সোণার চউরি।
সোনার ঘাট বাঁন্ধিলেন দীঘল পুখরী।।
আশী যোজনের পথ করি আয়তন।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিল গঠন।।
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে।
দেবকণ্যাগণে মুনি আনিল সেখানে।।
ঠাঁই ঠাঁই রচিল সোনার নাট্যশালা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদির মেলা।।
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে।
জাহ্নবী যমুনা-নদী সেইখানে বহে।।
আরবার ভরদ্বাজ যুড়িলেক ধ্যান।
আপনি কমলাদেবী হন অধিষ্ঠান।।
লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞে গিয়া করেন রন্ধন।
দেবকণ্যাগণ করে সে পরিবেশন।।
স্বর্ণথাল সোণার ডাবর ঝারি পীড়ি।
আশী যোজনের পথ বসে সারি সারি।।
স্বর্ণথালে পরিবেশে, সবে বসি খায়।
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়।।
কি কত অন্নের কথা কোমল মধুর।
খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর।।
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ।।
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচূর।
যাহা নিরখিবামাত্র হয় মতি চূর।।
নিখুঁত নিখুঁত মণ্ডা আর রসকরা।
দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা।।
সরুচাকুলির রাশি লবণ ঠিকরি।
গুড়পিঠে রুটি লুচি খুরমা কচুরি।।

www.bengaliebook.com

ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরের লাড়ু মুগের সাউলি।
অমৃতা চিতুই-পুলি নারিকেল-পুলি।।
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া।।
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক।।
দেবযোগ্য ভক্ষ্যভোগ রসাল সুমৃদু।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু।।
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে।।
ঊর্দ্ধদৃষ্টে রহে সবে, নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে চিৎ হয়ে শুইলেক খাটে।।
উলটিয়া ডাবরে করিল আচমন।
স্বর্ণখাটে শুয়ে করে তাম্বুল ভক্ষণ।।
দেবকন্যা কোলে করি নিদ্রা যায় সুখে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে সবে আপন কৌতুকে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার।
ভরদ্বাজ-মুনির যে ফল তপস্যার।।
নানাসুখে হইল নিশার অবসান।
শ্রীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোত্থান।।

শ্রীরামের স্বদেশ গমন ও স্বজন সম্ভাষণ

হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞা দান।
ভরতের সমাচার দেহ হনুমান।।
নন্দীগ্রামে যাইবে ভরতের উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ বিশেষে।।
শৃঙ্গবের পুরে তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ।।
চণ্ডাল নিমেষে হনু উঠিল গগন।
ভরত-সম্ভাষিতে যায় ত্বরিত গমন।।
মনে মনে চিন্তে বীর পবন-নন্দন।
কোনরূপে গুহের আগে দিব দরশন।।
স্বভাবে চণ্ডাল-জাতি বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল।।
ভেটিব মনুষ্যরূপে তার বিদ্যমান।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনুমান।।
চক্ষুর নিমেষে গেল শৃঙ্গবের পুরে।
নিজরূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধরে।।
গজমুখী ঘর সব ছাউনি সব নাড়া।
হনুমান বলে এই চণ্ডালের পাড়া।।
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেওয়ানে।
নররূপে হনুমান গেল বিদ্যমানে।।
গুহক-চণ্ডাল তার গলে পুষ্পমাল।
হনুমান বার্ত্তা কহে শুন হে চণ্ডাল।।
শ্রীরাম তোমায় জানাইলেন কল্যাণ।
মিত্র-সম্ভাষণে চল ত্যজহ দেওয়ান।।
হরিষে চণ্ডাল কহে গদগদ ভাষে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কতদূরে আছে।।
হনু কহে রাম ছিলা ভরদ্বাজপুরে।
পথে দেখা পাবে তাঁর চলহ সত্বরে।।
শ্রীরাম আইসে দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝা গুড় গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল-পাড়া।।
উভ করি ঝুঁটি বান্ধে টানি পড়ে ধড়া।
নানা অস্ত্রে সাজে জাঠি শেল ও ঝকড়া।।
চতুর্দ্দিকে হাত চুলি বাজায় চামুচি।
উফর ধাফর করি চণ্ডাল ফৌজ নাচি।।

www.bengaliebook.com

নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দিত হয়ে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে।।
গুহ্ বলে ধনা মনা দাসী যে সকল।
মিত্র সম্ভাষণে লবে শালুকের ফল। ।
ওড়া ভরি মৎস্য লবে কৈ আর উৎপল।
পদ্মের মৃণাল লবে আর পাণিফল।।
চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শাণ।
সাতকোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান।।
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্ব্বত।
যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ।।
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে।
রামের ইঙ্গিত পেয়ে বানরেরা নড়ে। ।
শ্রীরাম বলেন মিত্র আছহ কুশলে।
গুহ্ বলে রাম তুই এলি ভালে ভালে। ।
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ।
ভক্তিমাত্র লন রাম নাহি লন দোষ। ।
শ্রীরাম গুহের মনস্তুষ্টির কারণ।
রথ হৈতে নামিয়া দিলেন আলিঙ্গন।।
জগতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালি।
চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি।।
সাতকোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ।
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ।।
রাম-সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান।
সর্ব্বলোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান।।
রাম রাম বলিয়া পরাণ যার যার।
চরমে সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি আর।।
নিজরূপে হনুমান উঠিল গগনে।
ভরতের স্থানে যায় ত্বরিত গমনে।।
নানা তীর্থ এড়াইয়া নদী নানা স্থানি।
হইল গোমতী পার পরম সন্ধানী।।
হেঁটে তালগাছ এড়ে ত্রিশত যোজন।
নন্দীগ্রাম উত্তরিল পবন-নন্দন।।
গগন-মণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে।
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে।।
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্ব্বতের সার।
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত আকার।।
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে।।
ত্রিযোজনে প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্ম্মাণ।
দুর্গ দ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান।।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত।
অষ্টআশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আবাস।
অত্যুচ্চ একেক ঘর লেগেছে আকাশ।।
মরকত স্তম্ভে লাগে মাণিক রতন।
হস্ত ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন।।
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আদির যত মেলা।।
রত্ন-সিংহাসনোপরি নেতবস্ত্র পাতি।
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি। ।
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদ লৈয়া থাকে রাজকর্ম্মে।।
ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান।।
নামিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম।
যোড়হাত করি বলে আপনার নাম।।
হনুমান নাম মোর জাতিতে বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন-কোঙর।।

স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর আমি দাস।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ।।
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ।
তোমা দরশনে হয় পাপ বিমোচন।।
কেকয় রাজার কন্যা তোমার জননী।
দশরথ-ভূপতির মধ্যমা গৃহিনী।।
রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী।
সৌভাগ্য তাঁহার সমা নহে অন্য রাণী।।
করিলা রাজার সেবা প্রধানা মহিষী।
জন্মিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী।।
বর মাগিলেন তিনি অতি সে অনার্য্য।
শ্রীরামের বনবাস ভরতের রাজ্য।।
সে দুর্নাম গেল তাঁর তোমা পুত্রগুণে।
তোমার চরিত্রে চমৎকার ত্রিভুবনে।।
হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বহ।
রাজা হৈয়া ভাই ভক্ত হেন নহে কেহ।।
ভরত ভূপাল হয়ে নহে রাজ্যভোগী।
মুনি-ব্যবহার কর যেন মহাযোগী।।
যাঁহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজ্যখণ্ড।
যাঁহার পাদুকাপরি ধর ছত্রদণ্ড।।
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
সেই রাম পাঠাইলেন তোমার উদ্দেশে।।
শুভবার্ত্তা কহে যদি পবন-নন্দন।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন।।
হনুমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে।
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল ঝরে।।
ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে।।
তিন শত গাভী দিল বাছি ভাল ভাল।
দুই শত গাছ দিল রসাল কাঁটাল।।
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশীলক্ষ তোলা।
মণি মুক্ত দিল কত মধ্যে গাঁথা পলা।।
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান।
এমন এগার শত কন্যা দিল দান।।
কন্যাগণে দেখি হাসে পবন-নন্দন।
পশু আমি কন্যায় কি মোর প্রয়োজন।।
ভরত যে দান দেহ কিছুই না মানি।
রামের মঙ্গল যাহে তাহা আমি গণি।।
এত যদি হনুমান কহিল বচন।
পুনশ্চ ভরত তারে দিলা আলিঙ্গন।।
বহুদিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
তুমি নহ বানর দেবের মধ্যে গণি।।
ভরত বলেন বীর জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায়।।
কোন্ কোন্ সেনাপতি কি তার বাখান।
দেশে আইলে সবাকার করিব সম্মান।।
এত যদি পূর্ব্ব কথা জিজ্ঞাসে ভরতে।
সর্ব্ব কথা হনুমান লাগিল কহিতে।।
রাজ্য ছাড়ি শ্রীরাম গেলেন পঞ্চবটী।
তথা সূর্পণখার নাসিকা কাণ কাটি।।
মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ।
মায়ামৃগ ছলে সীতা হরিল রাবণ।।
সুগ্রীবের সহ সখ্য সীতা অন্বেষণ।
বালিরে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ।।
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব-আদেশে।
সীতা অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে।।
একমাস মধ্যে রাজা করিল নিশ্চয়।
অধিক অধিক হৈলে প্রাণের সংশয়।।

www.bengaliebook.com

পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মরিব বানর-সৈন্য যুক্তি করি সার।।
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ।
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ।।
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা।
রামনাম বলিতে উঠিল তার পাখা।।
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ সে সম্পতি।
তার বাক্যে ভরত ডিঙ্গাই সরিৎপতি।।
সাগরের কূলে গেলাম সকল বানর।
একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর।।
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ।।
আওয়াসে আওয়াসে ফিরি সীতা নাহি দেখি।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হয়ে বড় দুঃখী।।
দু-প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
সীতারে দেখিনু অশোক কাননে ভিতরে।।
কোথা হৈতে আইলে জিজ্ঞাসেন বৈদেহী।
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি।।
রামের অঙ্গরী যে দিলাম নিদর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।।
দিলেন রামেরে তবে মস্তকের মণি।
কহিলেন জানাইতে রামেরে কাহিনী।।
সে মণি আনিয়া দিলাম রাম বিদ্যমানে।
মণি পেয়ে কান্দিলেন ভাই দুইজনে। ।
বানরের সহায়েতে করি সেতুবন্ধ।
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ।।
প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে।
নাগপাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে।।
ইন্দ্রজিৎ অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ।।
শত্রুক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে।
রাম সীতা লক্ষ্মণ আইলেন কুশলে।।
আইলেন সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
পাত্র মিত্র নিয়ে চল রাম সম্ভাষণ।।
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজ- ঘর।
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্বর।।
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনুমান।
শত্রুঘ্নেরে ভরত করেন সম্বিধান। ।
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ।।
প্রস্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান।
সুগন্ধি চন্দনে সে সবারে করাও স্নান।।
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাউক বাহীত।
দেহ ধূপ নৈবেদ্য ঘৃতের জ্বাল বাতি।।
ফল ফুল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে জ্বালহ পাঁজলা।।
উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর বাছহ কঙ্কর।।
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোঁত বৃক্ষকলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা।।
আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে।
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে। ।
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ।
কোটি কোটি জন্ম পাপে হইবে মোচন। ।
যা বলিল ভরত করিল শত্রুঘন।
নন্দীগ্রাম হল যেন অমর-ভুবন।।
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত।।

www.bengaliebook.com

পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
চামর ঢুলায় তায় আনন্দ অখণ্ড।।
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে সানন্দ অপার।।
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুল-পুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত।।
আবৃত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
সাতশত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজে যায় কুলের যুবতী।।
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয়ে অন্যজনে।
অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম দর্শনে।।
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী।।
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধমুখে।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রাখে।।
গাছে পক্ষী না রহে, না রহি পশু বনে।
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে।।
ভূত প্রেত নিশাচর থাকে অন্তরীক্ষে।
রামেরে দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে।।
তের শত বৃহন্দে বাহির হৈল পথে।
ভরত শ্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে।।
ভরত বলেন হে চঞ্চল হনুমান।
যত কিছু বলিলা হইল সব আন।।
হনুমান বলেন না হও উতরোল।
গোমতীর পারে শুন কটকের রোল।।
ভরদ্বাজ-মুনির বরেতে বিদ্যমান।
শুষ্ক গাছে ফল ফুল সহ এই স্থান।।
ঐ দেখ রথখান আসিছে আকাশে।
ব্রহ্মার সৃজিত রথ বহে রাজহংসে।।
কি কব রথের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
উহার উপরে সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী।।
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ।
এক কোণে রথের রয়েছে তুষ্ট মন।।
রথখান দেখে সবে ঢাকিছে গগন।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ।।
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন।
হেনকালে রথ লয়ে আইল পবন।।
ভরতে দেখিয়ো রাম হলেন কাতর।
অস্থিচর্ম্ম সার অতি ক্ষীণ কলেবর।।
চলিয়া আসিতে পথ উখড়িয়া পড়ে।
হনুমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে।।
রথোপরি চারি ভায়ে হইল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন।।
প্রেমপূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
ভরত শ্রীরামেরে করেন নমস্কার।।
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত।।
জ্যেষ্ঠ-জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে।।
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘন।
চারি ভাই একেবারে কৈল আলিঙ্গন।।
এক বিষ্ণু চারি অংশে মায়ার কারণ।
দেবগণ বলে পাছে হয় যে মিলন।।
এক ঠাঁই চারি ভাই হইল মিলন।
আনন্দে অমরে করে পুষ্প বরিষণ।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ।।
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্ম-সার।
রাম নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর।।
সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর।
সর্ব্বদা কান্দিছে বলি রাম রঘুবর।।
হেনকালে সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রথ হইতে নামি এল জননী- সদন।।
মাতা বিমাতার রাম করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করে চিরজীবী হও রাম। ।
অন্ধের নয়ন যেন হয় পুনর্ব্বার।
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দুজনার।।
পুলকে পূর্ণিত হয়ে কান্দে দুই রাণী।
দুইজনে প্রণমিল সীতা ঠাকুরাণী।।
কান্দেন সুমিত্রা রাণী সীতা লয়ে কোলে।
তিন জনে তিতিলেন নয়নের জলে।।
সুমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন।
এই লহ মাতা তব প্রাণের লক্ষ্মণ। ।
বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে।
হাতে হাতে লক্ষণেরে সঁপে দিয়েছিলে।।
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই।
লক্ষ্মণের গুণে আমি দুঃখ নাহি পাই।।
পিতৃসত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে।।
সুমিত্রা কহেন রাম কত কহ আর।
আমার লক্ষ্মণ নহে জানিহ তোমার।।
এক কথা রাম আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে।
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বুকে।।
শ্রীরাম বলেন, মাতা করি নিবেদন।
লঙ্কাপুরী মধ্যে হয়েছিল মহারণ।।
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাম ধরে।
মহাধনুর্দ্ধর সেই ভুবন ভিতরে।।
তাহারে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল।
সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকেতে বাজিল।।
অচেতন হয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে।
হইয়া ব্যাকু আমি করিলাম কোলে।।
হনুমান ঔষধ আনিল তদন্তর।
লক্ষ্মণেরে প্রাণদান দিল বীরবর। ।
অতএব সেই চিহ্ন শক্তির প্রহার।
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার।।
সুমিত্রা বলেন রাম শুনহ বচন।
শেলচিহ্নোপরে কেন না দিলে চরণ।।
যে পদ স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতরি।
বুকে লক্ষ্মণের কেন নাহি দিলে হরি।।
লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন।
তবে শেলচিহ্ন না থাকিত কদাচন।।
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত।
ভরত পাদুকা আনি যোগায় ত্বরিত।।
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট।
রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট।।
ভরত বলেন গোঁসাই করি নিবেদন।
মহাব্রত করেছিলাম পাদুকা সেবন।।
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তোমা আগমনে।
বারেক পাদুকা দেও ও রাঙ্গা চরণে।।
প্রজাগণ মাথা নোঙায় পাদুকা দেখিয়ে।
পাদুকা দিলেন পায়ে হরিষত হয়ে।।
রাজ্যখণ্ডে যান রাম পরম হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের কৈকেয়ী সম্ভাষণ

আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার।
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার।।
অভিমানে কৈকেয়ার বারিপূর্ণ-আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি।।
যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন।।
এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখে।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক।।
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে।।
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিল তাহা রাম রঘুমণি।।
হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
অগ্রেতে চলিলা রাম কৈকেয়ীর পুরে।।
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরস বদন।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিল চরণ।।
কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড়করে।
দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে।।
অরণ্যেতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে।।
লজ্জা পাইয়া কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে।।
বনে গেলে দেবতার কার্য্যসিদ্ধি লাগি।
আমার করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী।।
তুমি গোলোকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতিভার।।
সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশে পবিত্র তোমার অবতারে।।
অরি মরি দেবতার বাঞ্ছা পূরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি।।
বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিয়েছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা।।
চিরকাল ভরতে অধিক স্নেহ করি।
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতুরী।।
সর্ব্বঘটে স্থায়ী তুমি সুখ-দুঃখ-দাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা।।
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা।
যোড়হাত করি রাম কহিছেন কথা।।
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে।
তব দোষ নাহি মাতা দৈব নির্ব্বন্ধনে।।
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ।।
তোমা হইতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত।
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত।।
তোমার প্রসাদে করে সাগর বন্ধন।
রাবণ মারিয়া তুষিলাম দেবগণ।।
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পবিব্রতা সতী।।
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা।।
সকলে আনন্দ হৈল রাম-দরশনে।
আনন্দে রহিল রাম মাতার ভবনে।।
কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক

বাহির চৌতারায় রাম করেন দেওয়ান।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান।।
সবাকারে আসন যোগায় শীঘ্রগতি।
বসিল ছত্রিশ কোটি প্রধান সেনাপতি।।
ভরতে করান রাম সৈন্য-পরিচয়।
ঐ দেখ সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের তনয়।।
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার।
সুগ্রীব দিলেন যারে সর্ব্ব অধিকার।।
দেখ গয় গবাক্ষ এই গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন।।
ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি।
নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি।।
ঐ দেখ সুষেণ আরো জাম্ববান।
ঔষধে ও মন্ত্রণাতে উভয়ে সাবধান।।
এই দেখ হনুমান পবন-নন্দন।
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন।।
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ।
হনুমান করিলেক সীতার উদ্দেশ।।
হনুমান আমার সকল কার্য্যে দড়।
চারি ভাই হইতে মম হনুমান বড়।।
ঐ দেখ লঙ্কার রাজা মন্ত্রী বিভীষণ।
যাহার মন্ত্রণাগুণে মরিল রাবণ।।
কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ।
সর্ব্বলোক তার পানে চাহে পুনঃ পুনঃ।।
রাক্ষস বানর সবে নানা মায়া ধরে।
রামের ইঙ্গিতে তারা নররূপ ধরে।।
ভরত বলেন সাক্ষী হও সর্ব্বজন।
প্রভুর চরণে আমি কর নিবেদন।।
ভরত প্রণাম করে রামের চরণে।
যোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে।।
স্থাপ্যধন মম ঠাঁই আছে পিতৃরাজ্য।
তোমার আজ্ঞাত করিয়াছি রাজকার্য্য।।
আজ্ঞা কর রাজ্য লহ বৈস সিংহাসনে।
সেবা করি থাকি রাম সীতার চরণে।।
মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে।
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে।।
সবলের বোঝা কি দুর্ব্বল নিতে পারে।
মহারাজ্য মহাবীর রাখিবারে পারে।।
অদ্য হৈতে রাজ্যভার আমাকে না লাগে।
ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে।।
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।
ভরতে কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।।
ভরতে করেন কোলে বাহু পসারিয়া।
বলেন ভরত পুনঃ বিনয় বচন।
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন।।
তব ব্যবহারে আমি হইলাম বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া তব ঘুষিবেক যশ।।
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার।
কাটিতে মাথার জাটা হইল সবার।।
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে।
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে।।
জটাজুট মণ্ডন করিল সুবিধান।
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান।।
অতঃপর করিয়া বল্কল বিসর্জ্জন।

www.bengaliebook.com

পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন।।
জানকীরে স্নান করাইলা যত রাণী।
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইলা আপনি।।
শ্রীরাম করিয়াছিলেন যেমত আচার।
বল্কল পরিয়া সব আছিল সংসার।।
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বী বেশধারী।
পরিল বসন সে বল্কল পরিহরি।।
শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী।
তাঁহার সুখেতে লোক হইলেন সুখী।।
আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিলা রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন।।
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি।
ভোজন করিল সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী।।
সুখে গেল বিভাবরী হইল প্রভাত।
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ।।
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়।।
চলিল রামের সঙ্গে হস্তী ঘোড়া চড়ি।
দেখিবারে স্ত্রী পুরুষ আইল রড়ারড়ি।।
যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়।
বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয়।।
কাণা খোঁড়া ধরিয়াত আনে অন্য জনে।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় পরিহরি আইসে যুবতী।।
কি করিবে স্বামী, কি করিবে পরিজনে।
সর্ব্বপাপ ঘুচিবেক রাম-দরশনে।।
চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন।
জুড়াইবে নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন।।
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দন্তাল।
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল।।
ঘোড়া হস্তী চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়।
শুষ্কগাছে ফল ফুল ছিঁড়ি সবে খায়।।
সুমন্ত্র যোগায় রথ জয় জয় নাদে।
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে।।
ধরেন ভরত যে ঘোড়ার কড়িয়ালী।
চামর ঢুলায় শ্রীলক্ষ্মণ মহাবলী।।
শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন।
বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ।।
দুইদকে সর্ব্বলোক রামপানে চাহে।
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে কহে।।
বহুপুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা।।
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তব চন্দ্রানন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হয় করিয়া দর্শন।।
দেখিয়া রামের রূপ ভুবনমোহন।
পুর-বনিতার মন মজিল নয়ন।।
শ্রীরামের মন নহে অন্যের যেমন।
যেমন সীতার প্রতি কে পায় সে মন।।
যেন রাম তেন সীতা শোভে দুইজন।
অন্যপানে শ্রীরাম না চান কদাচন।।
সীতার সৌভাগ্য তারা ভাবিয়া অন্তরে।
আপনা নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে।।
ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির।
অযোধ্যায় প্রবেশ করেন রঘুবীর।।
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ।
কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর।

করিলেন নির্দ্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর।।
এক বৃন্দ আওয়াসে সে দেখিতে রূপস।
চালে শোভা করিতেছে রত্নের কলস।।
রত্নময় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি।
এই ঘরে রহুক সুগ্রীব-কোপিপতি।।
আর যে আওয়াস দেখ নির্ম্মল কাঞ্চন।
তিন কোটি রাক্ষসে রহুক বিভীষণ।।
দেখ এই ঘরে মণি মাণিক্য-পাথর।
রহুক সৈন্যের সহ অঙ্গদ কুমার।।
আর যে আবাস দেখ মুকুতা গঠনি।
এই খানে হনুমান থাকুক আপনি।।
সিন্ধুনদ-তীরে আর সরযূর তীরে।
এতদূর চাপি বৈসে রাক্ষস বানরে।।
সিন্ধুনদ সরযূতে চল্লিশ যোজন।
এতদূর ব্যপিয়া রহিল সৈন্যগণ।।
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যাতলে।
দেবকন্যা লইয়া বঞ্চিল কুতূহলে।।
কহেন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর।
কালি ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর।।
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যে পূর্ণ চৈত্রমাস।
শ্রীরাম হবেন রাজা আজি অধিবাস।।
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন্ কার্য্য গণি।
আনিতে নারিব চারি সাগরের পানি।।
দিলাম চারিটি রত্ন-নির্ম্মিত কলসী।
চারি সাগরের জল আন বহে কলসী।।
সাত শত নদী আছে পৃথিবী মণ্ডলে।
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে।।
সাত শত স্বর্ণকুম্ভ দিলাম তব ঠাঁই।
সকল নদীর জল যেন কাল পাই।।
সুগ্রীব বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে।
ধাইয়া বানর-সৈন্য কুম্ভ নিল হাতে।।
রাজা বলে সাগরের জলে চিহ্ন আছে।
খালিজুলির জল আনি ভাণ্ডাও যে পাছে।।
পাঠাইলা সুগ্রীব বানরে চতুর্ভিত।
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত।।
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি।।
রাম- সীতা উপবাসে রহেন দুজনে।
পুরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে।।
রাম সীতা দুইজনে কহেন কাহিনী।
আর একদিন প্রভু ছিলাম এমনি।।
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস।
মধুর বচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ।।
পূর্ব্বদিনে রাম সীতা ছিলেন পরিমিত।
পরদিন রাম রাজা হন শাস্ত্রমত।।
প্রভাত হইল পূর্ব্বদিকের প্রকাশ।
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ।।
অগ্নি হেন উড়ে যায় নীল সে বানর।
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্ব্ব সাগর।।
অযোধ্যা পূর্ব্বসাগর চারিশত যোজন।
রামের তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ।।
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে।
চিহ্ন চাহি নীল বীর বেড়ায় তার তটে।।
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী।।
জাম্ববান তার বাক্যে সাহসে করি ভর।
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিম সাগর।।
অযোধ্যা পশ্চিম সাগর আট-শ যোজন।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের তেজেতে যে গেল ততক্ষণ।।
কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন অন্বেষিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে।।
দেবদারু ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী।।
দক্ষিণ সাগরে গেল নল মহাবীর।
যেখানে সে বান্ধিয়াছে সমুদ্র গভীর।।
দক্ষিণসাগর পাঁচশত যে যোজন।
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ।।
নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন।
আরবার নল বীর এল কি কারণ।।
সাগরের ত্রাস দেখি নলের হৈল হাস।
হাসিয়া সাগর প্রতি করিছ আশ্বাস। ।
ছিলাম রামের সঙ্গে তেঁই মম বল।
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল।।
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা-নগরে।
জল লইতে আসিয়াছি তোমার সাগরে।।
মনে তোলাপাড়া করে নল মহাবল।
রত্ন-কুম্ভে ভরিলেন সাগরের জল।।
কলসী ভরিয়া থুইল সেতুর উপরে।
চিহ্ন চাহি নলবীর ভ্রমে তীরে তীরে।।
সম্মুখে দেখিলা গাছ ধবল চন্দন।
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন। ।
শ্বেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী।।
উত্তর সাগর পথ হাজার যোজন।
কোন্ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মন।।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে করে অনুমান।
দুড় দুড় শব্দে যায় বায়ু করি ভর।
লেজের টানে উপাড়ে পাদপ পাথর।।
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে।
বন্ধু অনুবর্জ্জি যেন বান্ধব বাহুড়ে।।
পবন গমনে যায় পবন-নন্দন।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে গেল হাজার যোজন।।
কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন চাহি হনুমান ভ্রমে উভরড়ে। ।
চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী।।
সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান।
আইল লইয়া জল সর্ব্ব আগুয়ান।।
গয় গবাক্ষ শরভ আর গন্ধমাদন।
কেশরী কুমুদ আর সুষেণ-নন্দন।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর পনস।
আনিল তীর্থের জল হাজার কলস।।
সীতাসহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিল সুগ্রীব বিভীষণে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দু-রাজা সঞ্চারে।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে।।
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত।
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত।।
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
অয্যোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল। ।
রহিবার স্থান নাই সৈন্য কলকলি।
নানা শব্দে বাজে বাদ্য আর করতালি।।
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ।
রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন।।
বিরিঞ্চি বলেন নাহি যাব রাম-স্থান।
দেবকন্যাগণে গিয়া করুক কল্যাণ।।

www.bengaliebook.com

দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অন্তরীক্ষে।
দেবকন্যাগণ গেল রামের সম্মুখে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত্বের কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
রামরাজা গাহিলেন গীত লঙ্কাকাণ্ড।।

শ্রীরামের কল্যাণার্থ দেবকণ্যাদির আগমন

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী, ভানুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেব-রামা।
আইলেন অযোধ্যায়, দাস দাসী সঙ্গে যায়,
বসন ভূষণে নিরুপমা।।
হাতে লয়ে দূর্ব্বা ধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান।।
পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা,
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ,
করিলাম তব দরশন।।
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
নৃত্যগীত বাদ্যের বিধান।।
যত রাজা প্রজাগণ, সকলে আনন্দ মন,
শ্রীরামের অভিষেক-দিনে।
নানা অর্থ বিতরণে, সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে,
অভিষেক কৃত্তিবাস ভণে।।

রাম-সীতা কর্ত্তৃক বানরগণকে পুরস্কার প্রদান

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণ-পদ্মমালা।
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা।।
স্বর্ণ মণি মাণিক্যে নির্ম্মিত দিব্য-হার।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিলা আরো অলঙ্কার।।
নানাবিধ মণিমুক্তা পরশ পাথর।
কুবেরের হার শোভে কণ্ঠের উপর।।

www.bengaliebook.com

দেবের ভূষণেতে হইয়া বিভূষিত।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত।।
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে।
ঐহিক সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরে।।
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান।
যাঁহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান।।
গ্রাম ভূমি স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম।
বিমুখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম।।
পূর্ণ চৈত্রমাস পুনর্ব্বসু যে নক্ষত্র।
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র।।
স্বর্ণ-পদ্মমালা গলে সূর্য্য হেন জ্বলে।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে।।
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত।।
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান।
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান।।
শ্রীরামের দানেতে সকলে হয় সুখী।
হনুমান কেবল মুদিল দুই আঁখি।।
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে।
সবারে তোষেন, মোরে না তোষেন কেনে।।
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার।।
সে হার দেখিয়া সবে চাহে পরস্পর।
নানা রত্ন মণি মাণিক্য পরশ পাথর।।
বড় বড় সেনাপতি করে অনুমান।
না জানি সীতার হার কোন্ জন পান।।
হাতে হার করি সীতা রাম পানে চান।
অভিপ্রায় মনে এই কারে করি দান।।
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান।।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান।।
অনুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে।
মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে।।
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান।
কোনজন না করিবে এতে অভিমান।।
জানকী হনুর পানে চান বারে বারে।
ধেয়ে গিয়া হনুমান গলে হার পরে।।
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার।
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার।।
সীতা বলে যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগ পীড়া হীন বাপু হও চিরজীবী।।
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সূর্য্যের প্রচার।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার।।
ততকাল হও তুমি অক্ষয় অমর।
হনুমান অমর পাইলা এই বর।।
রাম-নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে।।
হনুমান আশীর্ব্বাদ শুনিতে মধুর।
কৃত্তিবাস ভণে সুখ পাইবে প্রচুর।।

হনুমানের বক্ষঃ বিদারণ ও অস্থিমধ্যে রাম নাম প্রদর্শন

হাসিতে হাসিতে হনু হার লয়ে হাতে।
ছিন্ন ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে।।
দেখিয়া হনুর কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত রহস্য-ভাবে বলেন তখন।।

www.bengaliebook.com

লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ।।
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে।।
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কি হেতু ছিঁড়িল হার পবন-নন্দন।।
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে।
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা বিদ্যমানে।।
হনুমান বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ।।
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে।।
রামনাম হীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন।।
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবন-কুমার।
রাম-নাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার।।
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবন-নন্দন।।
এতেক শুনিয়া তবে পবন-কুমার।
নখে চিরি কলেবর করিল বিদার।।
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রাম নাম লেখা লক্ষ লক্ষ।।
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত।
অধোমুখে লক্ষ্মণ রহিলা সলজ্জিত।।
লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাহি তোমার সমান।।
রাম জানে তোমারে শ্রীরামে জান তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি।।
হনুমান বলে আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস তোমার নফর।।
হনুমানের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

হনুমানের অন্নভোজন ও বিভীষণাদির স্বদেশ গমন

বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর।
আজি হৈতে তুমি মম ভাই সহোদর।।
চারি ভাই ছিলাম হইলাম পঞ্চ জন।
পঞ্চ জন মিলি রাজ্য করিব পালন।।
দান ভিক্ষা দিয়া সবে কর পরিহার।
দানে শূন্য কৈল যত রামের ভাণ্ডার।।
সীতা ঠাকুরাণী গিয়া করিলা রন্ধন।
চারি ভাই এক ঠাঁই করিলা ভোজন।।
হনুমানে অন্ন দেন সীতা ঠাকুরাণী।
বানরের অন্ন দেন যতেক রমণী।।
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবন-নন্দন।।
শূন্যপাত্রে ব্যঞ্জন কেমনে দিবে পাতে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে।।
এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার।।
সীতা বলে আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি।।
দৃষ্টি সৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপচারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে।।
বুঝিতে না পারি আমি এই কোন্ জন।
স্বর্ণথাল ফেলি কৈলা হস্ত প্রক্ষালন।।

www.bengaliebook.com

ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিলা সত্বর।
বানর-রূপেতে অবতীর্ণ গঙ্গাধর।।
কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি।।
ঊর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য বিনে না পূরে উদর।
এতেক ভাবিয়া সীতা চলিলা সত্বর।।
গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পশ্চাতে।
নমঃ শিবায় বলি অন্ন দিলা মাথে।।
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনুমান করিলে ভোজন।।
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনুমান বলে মাতা পরিপূর্ণ হল।।
আচমন কৈল গিয়া পবন-কুমার।
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার।।
আমি কি জানিব মাতা তোমার মহিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা।।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি।
শ্রীবিষ্ণু-প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।।
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত মন।
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন।।
রাক্ষস বানরে রাম দিলেন মেলানি।
গাহিয়ে রামের গুণ চলিল তখনি।।
পাতা লতা খেয়ে কপি পরিত কাছুটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি।।
পাসরিব কেমনে রামের সব গুণ।
আর কবে দেখিব ও যুগল চরণ।।
এইরূপে সর্ব্বত্র করিয়া সুবিহিত।
চারি ভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত। ।
করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ।।
রামরাজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসে।
যত যত রাজগণ শ্রীরামে প্রশংসে।।
রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা।
রামরাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণা।।
পাত্র মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক-রথেরে তিনি দিলেন মেলানি।।
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ। ।
তাহাকে মারিয়া তোমায় করিনু উদ্ধার।
কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার।।
চলিল সে রথখান শ্রীরাম আদেশে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত কৈলাসে।।
কুবের বলেন রথ কে দিল বিদায়।
রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায়।।
শুনি বলি রথ তোরে নিল লঙ্কেশ্বর।
করিল কুকর্ম্ম কত তোমার উপর।।
থাকিবেন রাম এগার হাজার বৎসর।
রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর।।
শ্রীরাম করিলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন।
ফিরিয়া আমার কাছে আসিও তখন।।
রথখান চলিল যে কুবের আদেশে।
আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে।।
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান।
কিছুকাল চরণ নিকটে দেহ স্থান।।
রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়।
সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামের দর্শন সে পায়।।
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে।
প্রজালোক পাসরিলা সদা দরশনে।।

এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত।।
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড।।

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

www.bengaliebook.com